মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগষ্ট'৯৯

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।
মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২।

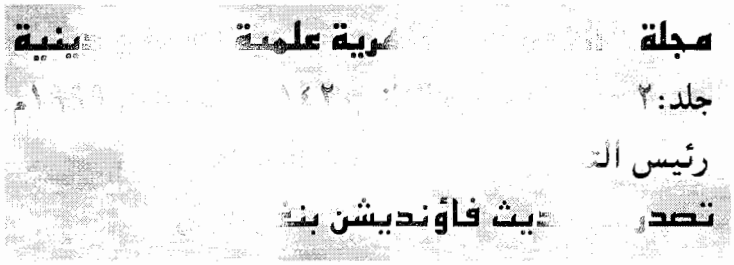

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নবনির্মিত কাপালীডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ, ডুমুরিয়া, খুলনা।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are, Such as: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০/=
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০/=
* অর্ধ সিকি পৃষ্ঠাঃ	২৫০/=

স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/=(ষান্মাষিক ৮০/=)	====
এশিয়া মহাদেশঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by: Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post: Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph: (0721) 760525. Ph & Fax: (0721) 761378.

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

২য় বর্ষঃ ১১তম সংখ্যা
রবী'উছ ছানি ১৪২০ হিঃ
শ্রাবণ ১৪০৬ বাং
আগষ্ট ১৯৯৯ ইং

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ফোন-(০৭২১)৭৬০৫২৫

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস- ফোন ও ফাক্সঃ ৮৯৬৭৯২।
আন্দোলন অফিস - ফোনঃ ৯৩৩৮৮৫৯।
যুবসংঘ অফিস - ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- দরসে হাদীছ ১০
- প্রবন্ধ ঃ
  - হে যুবক ভাই! অবসর সময়কে কাজে লাগাও ১৪
    –অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারী
  - কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল ১৭
    – অনুবাদঃ মুয্যাম্মিল আলী
  - ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের স্বরূপ ২০
    – শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
  - বিশ্ব অশান্তি ও কলহ নিরসনের অগ্রদূত আল-কুরআন ২২
    – মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান নদভী
  - আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগে যুগে ২৪
    – মুহাম্মাদ মুসলিম
- চিকিৎসা জগৎ ২৬
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান
  - হিংসার পরিণাম ২৭
- খুৎবাতুল জুম'আ ২৮
- কবিতা ৩০
  এসো হে তরুণ!, মুসলমান,
  এ কেমন অবমাননা
- দো'আ ৩১
- সোনামণিদের পাতা ৩১
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৫
- মুসলিম জাহান ৪২
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৪
- সংগঠন সংবাদ ৪৬
- মারকায সংবাদ ৪৯
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

ইসলামী শিক্ষার বিকাশ চাই

দেশে ইসলামী শিক্ষার সংকোচন নীতি প্রকাশ্য ভাবেই চলছে। বিশ্বের প্রায় সকল দেশের সব ধরণের সরকারই যেন ইসলামকে ভীতির চোখে দেখে। এই ভীতির কারণ সম্ভবতঃ দু'টি। নৈতিক ও রাজনৈতিক। নৈতিক ভীতি এজন্য যে, ক্ষমতাসীন দল বা সরকার এবং সরকারী আমলাতন্ত্রের প্রধান একটি অংশ প্রায় সকল দেশেই নৈতিকতার বিচারে অত্যন্ত নীচু মানের থাকেন। তারা ইসলামের উন্নত নৈতিকতাকে প্রশংসা করলেও তার বাস্তবায়ন কখনোই কামনা করেন না। বিশেষ করে ইসলামের ফৌজদারী আইনকে তারা দারুণ ভীতির চোখে দেখেন। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনভাবে ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ঘটলে মুসলিম উম্মাহ্‌র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে, যা বিশ্বের অমুসলিম সরকার ও রাষ্ট্রগুলির এবং তাদের সেবাদাস মুসলিম দেশের কিছু স্বার্থপর রাজনীতিক ও আমলারা মোটেই কামনা করেন না।

বৃটিশ আমল থেকেই উপমহাদেশে এ ষড়যন্ত্র চলে আসছে। কেবল জনগণের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য নামকাওয়াস্তে সরকারীভাবে প্রথম মাদরাসা শিক্ষা চালু করা হয়েছিল বৃটিশ আমলে। যদিও তারা তাদের উপনিবেশ চিরস্থায়ী করার জন্য শুধুমাত্র অখণ্ড বাংলার ৮০ হাযার ছোট-বড় মাদরাসা কার্যতঃ বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর স্বাধীন পাকিস্তান হ'ল, স্বাধীন বাংলাদেশ হ'ল। কিন্তু ইসলামী শিক্ষার বিকাশ হয়নি। বরং ছলে বলে কৌশলে একে সর্বদা সংকুচিত করার চেষ্টা হয়েছে। যা এখন একটু প্রকাশ্য ভাবেই নযরে পড়ছে সরকারের অদূরদর্শিতার কারণে।

ইসলামী শিক্ষা মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য সামগ্রিক উপাদান সমৃদ্ধ একটি সমন্বিত শিক্ষার নাম। ইংরেজ সরকার লর্ড মেকলের মাধ্যমে ১৯৩৬ সালে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাগতিক শিক্ষা থেকে পৃথক করে ধর্মীয় ও বৈষয়িক দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা পরোক্ষভাবে ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিক রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বৈষয়িক ক্ষেত্রে অচল প্রমাণ করতে চাইলেন। পাখির একটি ডানা ভেঙ্গে দিলে তার যে অবস্থা হয়, ইসলামী শিক্ষাকে মাদরাসা শিক্ষার নামে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবী ফিক্‌হ, মানতেক, ফালসাফার মধ্যে বন্দী করে ইসলামকে বাস্তবে অনুরূপ পঙ্গু করে ফেলা হয়। 'মাদরাসা শিক্ষা' নামে ঐ অপূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষাই গত ৬৩ বছর যাবত চলে আসছে। বর্তমানে সেটুকুকেও সহ্য করতে না পেরে অবশেষে মাদরাসা সমূহ বন্ধ করে দেওয়ার বাস্তব প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ২৫১টি মাদরাসার অনুদান বন্ধ করা হয়েছে। আরও কয়েক হাযার মাদরাসা বন্ধের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শুধু মাদরাসা নয়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও একই প্রক্রিয়া চলছে। সেখানে আরবী, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষক ও ছাত্র সংকোচন শুরু হয়েছে। এরশাদ সরকারের আমলে গঠিত 'এনাম কমিটি' রিপোর্ট কলেজ সমূহে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার বিকাশে সর্বাধিক ক্ষতি করেছে। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও 'আরবী' ও 'ইসলামী শিক্ষা' বিষয় খোলা হয়নি। যদিও তার নাম হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়ের সাথে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত ছিল। কিন্তু কোন সরকারই সে উদ্যোগ নেয়নি। বরং সকলের কাছে যেন আরবী ও ইসলামী শিক্ষাই হ'ল সবচেয়ে অবহেলিত সাবজেক্ট। ফলে স্বাভাবিক জনরোষ ঠেকানোর জন্য রাজনৈতিক মোকাবিলার নামে 'মৌলবাদে'র জিগির তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষাবোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের কিছু আমলা ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে ইসলামী শিক্ষার এই অবস্থা। অথচ শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমানের দেশ মালয়েশিয়ায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সেদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দু'টি প্রধান স্তম্ভ। সকল মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রাথমিক স্তর হ'তে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত 'ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষা' এবং সকল অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর জন্য 'নৈতিক শিক্ষা' বাধ্যতামূলক। সে দেশের 'আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' সারা বিশ্বে সুনাম কুড়িয়েছে। অথচ বাংলাদেশের একমাত্র সরকারী 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়'টি দিন দিন ধর্মহীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মালয়েশিয়া ইসলামী শিক্ষা নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলেছে। আর বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা বাদ দিয়ে অবনতির দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। নিরপেক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বলবেন যে, এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি-অর্থনীতির কোথাও কোন সুস্থতা ও উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সন্ত্রাস ও দুর্নীতি উপর থেকে নীচতলা পর্যন্ত সর্বত্র সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। লোনা পানি যেমন উর্বর মাটিকে বিনষ্ট করে দেয়, দুর্নীতির বিষাক্ত স্রোত তেমনি পুরা সমাজ দেহকে জ্বরাগ্রস্ত করে ফেলেছে। প্যারালাইসিসের রোগীর যেমন কোন অনুভূতি থাকে না, তেমনি দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের উপর থেকে নীচু পর্যন্ত কারু যেন এখন আর কোন অনুভূতি নেই।

কেন নেই? কারণ একটাই। আমাদের মধ্যে দ্বীন নেই। ইসলামী সমাজ হ'ল এলাহী দ্বীন ভিত্তিক সমাজ। ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজ ঠিক তার উল্টা। একারণে তারা ইসলামকে বরদাশত করতে পারে না। বর্তমানে সেই আদর্শিক সংঘাত প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ সংঘাত রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবার ও সমাজের সর্বত্র ফুটে উঠছে। ইসলামী শিক্ষা সংকোচন তারই একটি অংশ মাত্র। অতএব সচেতন ব্যক্তি মাত্রকেই হুঁশিয়ার হ'তে হবে। নইলে তুরস্ক ও আলজেরিয়ার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বাংলাদেশে হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ সাধনের মধ্যেই বাংলাদেশের উন্নতি ও অগ্রগতি নিহিত। এমনকি এর মধ্যেই রয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার গ্যারান্টি। সরকার যদি ইসলামী শিক্ষার বিপরীতে অবস্থান নেয়, যা ইতিমধ্যেই অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, তবে সেটা হবে একটা মারাত্মক ভুল। সরকার ও দেশবাসীর ভাল ভাবে জেনে রাখা আবশ্যক যে, প্রতিবেশী বা দূরদেশী কোন কাফির বা মুশরিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ সরকারের প্রকৃত বন্ধু নয়। আমাদের নিকটে আল্লাহ প্রেরিত মহান ইসলামের অমূল্য সম্পদ রয়েছে। মানবাধিকার, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষার জন্য আমাদেরকে অন্য কোন মোড়ল রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী থাকতে হবে না। আমাদের জাতীয় সম্পদ আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা খাতে তথা ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ বিকাশের খাতে ব্যয় করতে হবে। মাদরাসা তথা ইসলামী শিক্ষার সংকোচন বন্ধ করতে হবে। **পরিশেষে আমরা** মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে একক ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ চাই। যে শিক্ষার বদৌলতে মুসলমান এক হাযার বছর যাবত বিশ্ববিজ্ঞানে নেতৃত্ব দিয়েছে, নেতৃত্ব দিয়েছে বিশ্ব রাজনীতিতে। সেই শিক্ষা ব্যবস্থা আবার ফিরিয়ে আনার জন্য আসুন সকলে নতুনভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন! =(সঃ সঃ)।

দরসে কুরআন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ إِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ ✪ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْتَصِمُوْنَ ✪

১. উচ্চারণঃ 'ইন্নাকা মাইয়েতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়েতূন' (যুমার ৩০)। 'ছুম্মা ইন্নাকুম ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতে তাখতাছিমূন' (৩১)।

২. অনুবাদঃ 'নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল এবং নিশ্চয়ই তারাও মরণশীল। অতঃপর নিশ্চয়ই তোমরা সকলে ক্বিয়ামতের দিন পরস্পরে ঝগড়া করবে'।

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) **ইন্নাকা মাইয়েতুন** (إِنَّكَ مَيِّتٌ)ঃ 'নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল'। إِنَّ নিশ্চয়তা বোধক হরফ। এটি অব্যয় হ'লেও ক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। সেকারণ এটি الحروف المشبهة بالفعل -এর অন্তর্ভুক্ত। كَ – إسم إِنَّ ও مَيِّتٌ – خبر إِنَّ । إِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جمله اسميه হয়েছে।

হাসান বছরী, ফার্রা ও কিসাঈ বলেন, তাশদীদ সহকারে 'মাইয়েতুন' (مَيِّتٌ) অর্থ 'যে মরেনি বরং সত্বর মরবে'। পক্ষান্তরে জযম যুক্ত 'মায়তুন' (مَيْتٌ) অর্থ 'যার দেহ থেকে রূহ পৃথক হয়েছে' অর্থাৎ যে মরে গেছে। আলোচ্য আয়াতে 'মাইয়েতুন' বলার কারণ এই যে, রাসূল (ছাঃ) এবং অন্যেরা যে অবশ্যই সত্বর মারা যাবেন, সে বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করা। যেন এ বিষয়ে কেউ অযথা বিতর্কে লিপ্ত না হয় যে, তাঁর মৃত্যু হবে না (কুরতুবী)।

(২) **তাখতাছিমূন** (تَخْتَصِمُوْنَ)ঃ 'তোমরা ঝগড়া করবে'। باب افتعال থেকে خصومة মাদ্দাহ হ'তে উৎপন্ন। تشارُك -এর خاصه অনুযায়ী আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে 'তোমরা পরস্পরে ঝগড়া করবে'। ছীগা جمع مذكر حاضر বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف।

৪. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

মানুষের জীবন দু'ভাবে বিভক্ত। দুনিয়াবী জীবন ও আখেরাতের জীবন। দুনিয়াবী জীবন ক্ষণস্থায়ী। এখানে বান্দা কর্মজগতে সক্রিয় থাকে এবং আখেরাতের জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করে। পক্ষান্তরে আখেরাতের জীবন চিরন্তন। যেখানে বান্দা স্থায়ীভাবে অবস্থান করে ও দুনিয়াবী জীবনে তার কর্মের ফল ভোগ করে এবং জান্নাত ও জাহান্নাম প্রাপ্ত হয়। আখেরাতের জীবনের প্রথম সোপান হ'ল কবরের 'বরযখী জীবন'। এটা মৃত্যুর পর থেকে শুরু হ'য়ে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। এ সময় তাক্বদীর অনুযায়ী সে জান্নাতের সুবাতাস কিংবা জাহান্নামের প্রাথমিক আযাব ভোগ করতে থাকে। বরযখী জীবনে এই কবর আযাব কিংবা জান্নাতী প্রশান্তি মাইয়েত কোথায় কিভাবে বা কোন দেহে প্রাপ্ত হবে, সেটা সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। বর্তমান যুগের থিওসফী (Theosophy) মানুষের জন্য রক্ত মাংসের জড়দেহ ছাড়াও জ্যোতির্দেহ, মানস দেহ ও নিমিত্ত দেহ নামে আরও তিনটি দেহের সন্ধান দিয়েছে। যেকোন দেহে আত্মার সংযোগে মাইয়েতকে বরযখী জীবনে জান্নাতের প্রশান্তি বা কবরের আযাব ভোগ করানো হ'তে পারে। অতএব দুনিয়াবী জীবনের উপরে কল্পনা করে আখেরাতের জীবন সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়। মানুষের জ্ঞান এ বিষয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায়। মানুষ কেবল অতটুকুই বলতে পারে, যতটুকু আল্লাহ পাক 'অহি' মারফত স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন। যেটা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

এক্ষণে কুরআন ও হাদীছ বুঝার ক্ষেত্রে আমরা কোন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করব। আমাদের নিজস্ব ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কুরআন-হাদীছ ব্যাখ্যা করব? নাকি রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম বা হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতগণ তথা মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের বুঝ অনুযায়ী নিজের বুঝকে সংশোধণ করব? এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত বিদ্বান মণ্ডলী চিন্তাধারার দিক দিয়ে দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে গেছেন। 'আহলুল হাদীছ' ও 'আহলুর রায়'। আহলুল হাদীছগণ কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের গৃহীত পথের অনুসারী। তাঁরা সর্বদা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেন ও তার ভিত্তিতে যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব দানে ইজতিহাদের দরজা সকল যুগের সকল যোগ্য আলেমের জন্য উন্মুক্ত বলে বিশ্বাস করেন। পক্ষান্তরে 'আহলুর রায়'গণ তাঁদের অনুসরণীয় ইমামের ফৎওয়া কিংবা পরবর্তী ফক্বীহদের রচিত উছূলে ফিক্বহ বা ব্যবহারিক আইনসূত্র সমূহের উপরে ভিত্তি করে সমস্যার সমাধান দেন। ফলে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা

ছহীহ হাদীছের উর্ধে ব্যক্তির রায়-কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এমনকি বিদ্বানদের রায়কে অকাট্য ও অবশ্য পালনীয় প্রমাণ করার জন্য ঐসব ফেকহী সিদ্ধান্তের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস পোষণ বা তাক্বলীদ করাকে উম্মতের জন্য ফরযের কাছাকাছি অপরিহার্য বিষয় বলে দাবী করেন। যদিও এইসব ফেকহী সিদ্ধান্তে আহলুর রায়-এর সকল ফক্বীহ সকল যুগে কখনোই একমত ছিলেন না। আজও নন।

আলোচ্য 'হায়াতুন্নবী' (ছাঃ)-এর বিষয়েও উপরোক্ত দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল রয়েছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, 'আহলুল হাদীছ' ও 'আহলুর রায়' বিদ্বানগণের এ বিষয়ে সাধারণ ঐক্যমত রয়েছে যে, শহীদ ও নবীগণের মৃত্যুপরবর্তী জীবন মৃত্যু পূর্ববর্তী সাধারণ দুনিয়াবী জীবন নয়। বরং সেটি হ'ল 'বরযখী জীবন'। সেখানে তাঁরা সেই জীবন মোতাবেক রূযী পেয়ে থাকেন এবং সেখানে তাঁরা ইবাদত, তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদে মশগূল আছেন। এ ব্যাপারে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যতটুকু যেভাবে বর্ণিত আছে, ততটুকুতে সেভাবেই তাঁরা বিশ্বাস পোষণ করেন।

কিন্তু জনৈক বিদ্বানের মতে উম্মতের দশ জন ব্যক্তিও হবেন না, যারা নবী ও শহীদগণের বরযখী জীবনকে দুনিয়াবী জীবন বলে মনে করেন। অথচ একেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সম্মিলিত আক্বীদা বলে বর্তমানে অনেকে মত প্রকাশ করছেন ও কালি-কলম খরচ করছেন। এক্ষণে আমরা উপরোক্ত আয়াতের আলোকে বিষয়টির উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করতে চাই।-

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে এবং তাঁর পক্ষ-বিপক্ষ সকল মানুষকে 'মাইয়েত' বা মরণশীল (Mortal) বলে অভিহিত করেছেন। বলা যেতে পারে যে, এটা একটি চিরন্তন সত্য ও সর্ববাদীসম্মত কথা। আস্তিক-নাস্তিক, ধার্মিক-অধার্মিক সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সকল প্রাণী মরণশীল। মানুষও মরণশীল। উক্ত আয়াতে সে কথারই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী উক্ত আয়াতে বর্ণিত বক্তব্যের পক্ষে পাঁচটি কারণ নির্দেশ করেছেন।-

(১) মানুষকে আখেরাত সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা (২) নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করা (৩) রাসূল (ছাঃ)-কে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করা (৪) তাঁর মৃত্যু নিয়ে যেন কেউ মতভেদ না করে। যেরূপ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তাদের নবীদের নিয়ে করেছিল। ওমর (রাঃ) যখন রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর খবর অস্বীকার করলেন, তখন আবু বকর (রাঃ) উপরোক্ত আয়াত ও অন্য আয়াতসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেন। তাতে ওমর (রাঃ) নিরস্ত হন (৫) এটি রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর উম্মতকে আগাম জানিয়ে দেওয়া যে, মর্যাদায় উঁচু-নীচু হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে সবাই সমান। যাতে মানুষ একে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করে এবং দুঃখ ভার হাল্কা হয়'।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর মুমিন-কাফির, যালেম-মযলূম সকলে পরস্পরের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকটে স্ব স্ব নালিশ পেশ করবে। যুবায়ের (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হয়, তখন আমরা বললাম, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! দুনিয়াতে আমরা যেসব গোনাহ করেছি, এমনকি বিশেষ বিশেষ গোনাহ সমূহ, সবই কি পুনরায় উঠানো হবে? তিনি বললেন, হাঁ। যাতে প্রত্যেক হকদার তার হক যথাযথভাবে পেয়ে যায়। তখন যুবায়ের (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! বিষয়টি খুবই কঠিন (والله إن الأمر لشديد)। অনুরূপভাবে যখন সূরায়ে 'তাকা-ছুর' নাযিল হয় ও বলা হয় ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ 'অতঃপর তোমরা অবশ্য অবশ্য জিজ্ঞাসিত হবে সেই দিন তোমাদেরকে দেওয়া নে'আমত সমূহ সম্পর্কে'। তখনও যুবায়ের (রাঃ) অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন'।[১]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা কি জানো দরিদ্র কে? লোকেরা বলল, আমাদের মধ্যে দরিদ্র সেই ব্যক্তি যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র সেই ব্যক্তি, যে ক্বিয়ামতের ময়দানে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ইত্যাদির নেকীসমূহ নিয়ে হাযির হবে। অথচ কেউ এসে নালিশ করবে যে, এই ব্যক্তি আমাকে গালি দিয়েছিল, কেউ বলবে তোহমত দিয়েছিল, কেউ বলবে আমার মাল-সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করেছিল, কেউ বলবে খুন করেছিল, কেউ বলবে মেরেছিল ইত্যাদি। তখন তার নেকী সমূহ থেকে তাদের দাবী শোধ করা হ'তে থাকবে। অবশেষে তার নেকী শেষ হয়ে যাবে ও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।[২] বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে, যদি তার কোন নেকী না থাকে, তবে অভিযোগকারীর পাপসমূহ থেকে নিয়ে অভিযুক্তের আমলনামায় যোগ করা হবে'।[৩]

---

১. *আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান ছহীহ' বলেন। তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৫৭ পৃঃ।*
২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭, 'আদাব' অধ্যায়, 'যুলূম' অনুচ্ছেদ।*
৩. *তাফসীরে কুরতুবী ১৫/২৫৫ পৃঃ।*

হায়াত ও মউত -এর অর্থ

'হায়াত' ও 'মউত' আরবী শব্দ, যার বাংলা অর্থ জীবন ও মৃত্যু। দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দ। যেমন দিন আসলে রাত্রি থাকে না। রাত্রি আসলে দিন থাকে না। অনুরূপ ভাবে হায়াত আসলে মউত থাকে না। মউত আসলে হায়াত থাকে না। হায়াত ও মউত কখনো একত্রে থাকতে পারে না। এটাই হ'ল সর্ববাদী সম্মত ব্যাখ্যা। এক্ষণে আমরা দেখব কুরআন ও হাদীছে হায়াত ও মউত কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআনী দলীলঃ

(১) আল্লাহ বলেন, وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ 'জীবিত ও মৃত কখনো সমান নয়' (ফাত্বির ২২)। (২) অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি মউত ও হায়াতকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এ বিষয়ে যে, কে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আমল করে' (মুল্ক ২)। এখানে হায়াত ও মউতকে বিপরীতার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। (৩) অমনিভাবে সমস্ত কুরআনে ৭৭ স্থানে হায়াতকে আখেরাতের বিপরীতে দুনিয়াবী যিন্দেগী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। (৪) এক স্থানে দুনিয়াবী নশ্বর জীবনের বিপরীতে আখেরাতকে 'দারুল ক্বারার' (دَارُ الْقَرَارِ) বা স্থায়ী নিবাস (মু'মিন ৩৯) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হাদীছের দলীলঃ

(১) হাদীছে এসেছে إذا مات الإنسان انقطع عنه عَمَلُهُ... 'যখন মানুষের মৃত্যু হয়, তখন তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়'...।[৪] (২) অন্য হাদীছে বলা হয়েছে , 'যখন তোমাদের কেউ মারা যায়, তখন তাকে আর আটকিয়ো না। বরং দ্রুত কবর দাও'।[৫] (৩) অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যখন মাইয়েত মৃত্যু বরণ করে, তখন ফেরেশতাগণ বলেন...'।[৬] (৪) অন্যত্র এসেছে, 'যখন বান্দার কোন সন্তান মারা যায় এবং সে 'ইন্না-লিল্লাহ' পড়ে, তখন আল্লাহ স্বীয় ফেরেশতাদের বলেন, ... জান্নাতে ঐ বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরী কর ও তোমরা তার নাম রাখ 'বায়তুল হাম্দ'।[৭]

৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্‌ম' অধ্যায়।*
৫. *বায়হাক্বী, হাদীছ যঈফ, মিশকাত হা/১৭১৭ 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ।*
৬. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৫২১৯ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।*
৭. *আহমাদ, তিরমিযী, সনদ যঈফ, মিশকাত হা/১৭৩৬ 'মৃতের জন্য কান্না' অনুচ্ছেদ; এখানে যঈফ হাদীছ দ্বারা কোন হুকুমের দলীল গ্রহণ করা হয়নি। বরং আরবী ভাষায় মউত অর্থ যে হায়াত-এর বিপরীত, এটা বুঝানোই উদ্দেশ্য। -লেখক।*

(৫) সবচেয়ে বড় দলীল হ'ল এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যু বরণ করার পর হযরত ওমর (রাঃ) প্রমুখ অনেক ভক্ত ছাহাবী যখন পাগলপরা হ'য়ে তাঁর মৃত্যুতে সন্দেহ করলেন, তখন দলীল হিসাবে হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) উপরের আয়াতসহ নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করে সকলকে আশ্বস্ত করেন। যেখানে বলা হয়েছে وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ، وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّهُ الشَّاكِرِيْنَ ✪ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوْتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً ...✪ 'মুহাম্মাদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছুই নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তাহ'লে তোমরা কি পিঠ ফিরে যাবে? যে ব্যক্তি পিছনে ফিরে যাবে, সে আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দাদের আশু পুরস্কার দান করবেন। আর (জেনে রেখো) আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না। তার জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট রয়েছে'...।[৮]

উপরে বর্ণিত ছহীহ-যঈফ হাদীছসমূহ ও তাফসীরে 'মউত' অর্থ মৃত্যু বুঝানো হয়েছে, যে অর্থ আমরা সকলেই বুঝে থাকি। ছাহাবায়ে কেরাম সে অর্থই বুঝেছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে।

এক্ষণে আমরা নিম্নে কতগুলি আয়াত ও হাদীছ পেশ করব, যেগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা উপলব্ধি করতে কিছু লোক ব্যর্থ হয়েছেন। যেমন-

(১) আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَّلكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ ✪ 'যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়েছে , তোমরা তাদেরকে মৃত বল না বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না' (বাক্বারাহ ১৫৪)।

(২) وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ✪ 'যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত ভেবো না। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রভুর নিকটে রিযিক পেয়ে থাকে' (আলে ইমরান ১৬৯)।

প্রথম আয়াতের তাফসীরে হাফেয ইবনু কাছীর বলেন,

৮. *আলে ইমরান ১৪৪-৪৫; ইবনে কাছীর ৪/৫৭, যুমার ৩০ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।*

قُتِلُوْا اَوْمَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا،

'যারা আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করেছে। অতঃপর নিহত হয়েছে কিংবা মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে সুন্দর রূযী প্রদান করবেন' (হজ্জ ৫৮)। অত্র আয়াতে আল্লাহ্র রাস্তায় সাধারণভাবে মৃত ও শহীদ উভয় মুমিনকে সুন্দর রিযিক প্রদানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক্ষণে যদি এই রিযিককে দুনিয়াবী রিযিক মনে করা হয় এবং পরকালীন জীবনকে দুনিয়াবী জীবন মনে করা হয়, তাহ'লে মৃত্যুর অস্তিত্ব আর থাকে না। বরং 'মৃত্যু' শব্দটিই অভিধান থেকে উঠিয়ে দেওয়া উচিত।

মোদ্দা কথা হ'ল মৃত্যু ঘটার পরে মানুষের জন্য নতুন জীবন শুরু হয়। সেই বরযখী জীবনের উপলব্ধি ও রিযিক প্রদান সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, যা দুনিয়াবী জীবনে বসে অনুভব করা সম্ভব নয় বলে কুরআন স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে (বাক্বারাহ ১৫৪)।

হায়াতুন্নবী (ছাঃ)-এর বিষয়টিও একইরূপ। কেননা তিনি নূরের নবী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন মাটির তৈরী রক্ত-মাংসে গড়া একজন স্বাভাবিক মানুষ। তাই অন্যান্য মানুষের ন্যায় রাসূল (ছাঃ)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পরিণতি হিসাবে অন্যান্য মানুষের ন্যায় তিনিও কবরে শুয়ে অন্যের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারেন না। মানুষ হিসাবে তাঁর মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু জেনেই মা ফাতিমা (রাঃ) কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলেন। উম্মাহাতুল মুমেনীন-এর কেউ কেউ দুঃখে-শোকে মাথার চুল কেটে ফেলেছিলেন এ জন্যে যে, এর আর কোন প্রয়োজন নেই (মুসলিম)। ফাতিমা স্বীয় পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবী করেছিলেন। ওমর ফারূক (রাঃ) সহ অন্যান্য সকল ছাহাবী শোকে-দুঃখে ব্যাকুল হয়েছিলেন। যদি তাঁরা এ বিশ্বাস রাখতেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু কেবল 'ইন্তেকাল' বা স্থানান্তর মাত্র। চোখের আড়ালে গিয়ে কবরে বসে তিনি দুনিয়াবী জীবনের ন্যায় সবকিছু করে যাবেন। তাদের প্রশ্ন সমূহের জবাব দিবেন। মুশকিল আসান করবেন। বিপদে সাহায্য করবেন। বড় কোন পীর-মাশায়েখ যেয়ারতে গেলে কবর থেকে তিনি হাত বের করে মুছাফাহা করবেন। এমনকি মসজিদে নববীতে কোন কারণে মুওয়াযযিন উপস্থিত না থাকলে তিনি স্বীয় কবরে বসে সুন্দর কণ্ঠে আযান দিবেন ইত্যাদি। তাহ'লে তাঁর মৃত্যুর পরে নতুন ভাবে খলীফা নির্বাচনেরই বা কি প্রয়োজন ছিল ও সেজন্য তিনদিন যাবৎ আপোষে বিতর্ক করা ও রাসূলের লাশ বিনা দাফনে ৩২ ঘন্টা ঘরে রেখে দেওয়ারই বা কি প্রয়োজন ছিল? অবশেষে ছাহাবায়ে কেরাম যদি রাসূল (ছাঃ)-কে জীবিতই ভাবেতেন, তবে কেনই বা তাঁকে দাফন করলেন? যদি সেখানে দুনিয়াবী জীবন যাপন করবেন, আর সেজন্যই যদি তাঁর পবিত্রা স্ত্রীদের অন্যত্র বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়ে থাকে, তাঁর উত্তরাধিকার বন্টন না করা হয়ে থাকে, তবে কেন তিনি তাঁর মৃত্যুর পরে খলীফা

يخبر الله تعالى أن الشهداء فى برزخهم أحياء يرزقون، 'আল্লাহ খবর দিচ্ছেন যে, শহীদগণ তাদের বরযখী জীবনে জীবিত থাকেন ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রিযিক প্রাপ্ত হন'। অতঃপর দলীল হিসাবে তিনি **ছহীহ মুসলিম** থেকে হাদীছ পেশ করেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنْ أرواحَ الشهداءِ فى حَوَاصِلَ طُيورٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فى الجنة حيث شاءت ... 'নিশ্চয়ই শহীদদের রূহগুলি সবুজ রংয়ের পাখি সমূহের পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে জান্নাতের যেকোন স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করে ...। শহীদদের উচ্চ মর্যাদা দেখে তারা আল্লাহ্র আরশের নিকটে গিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে জিহাদ করে শহীদ হওয়ার আকাংখা ব্যক্ত করবে। কিন্তু আল্লাহ বলবেন, এটাই চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে যে, তাদেরকে আর ফেরত পাঠানো হবে না'।[৯] মৃত্যুর পরে মুমিনদের অবস্থান সম্পর্কে **মুসনাদে আহমাদ** থেকে তিনি হাদীছ উদ্ধৃত করেন। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إنما نسمة المؤمن طير تَعْلُقُ فى شجر الجنة حتى يُرْجِعَهُ اللّٰهُ إلى جسده يومَ يبعثُهُ، 'মুমিনের আত্মা পাখি হয়ে জান্নাতের বৃক্ষ শাখায় খেয়ে-চরে বেড়ায়। ক্বিয়ামতের দিন সেগুলিকে আল্লাহ তাদের স্ব স্ব দেহে ফিরিয়ে দিবেন'।[১০] ইবনু কাছীর বলেন, অত্র হাদীছ (নবী-শহীদ) সকল মুমিনের জন্য প্রযোজ্য। তবে কুরআনে শহীদগণকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য।[১১]

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, 'তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না'। এখানেই ব্যাখ্যা পরিষ্কার করা হয়েছে যে, শহীদদের জীবন দুনিয়াবী জীবন নয়, যা আমরা বুঝতে পারি। বরং তা নিঃসন্দেহে বরযখী জীবন, যা উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

২য় আয়াতটিতে শহীদদের রিযিক প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা তাদের দুনিয়াবী জীবন প্রমাণ করার কোন অবকাশ নেই। কেননা এই রিযিক عند الله তথা আল্লাহ্র নিকটে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, فى الدنيا তথা দুনিয়াবী জীবনে দেওয়ার কথা নয়। অধিকন্তু এই রিযিক আম্বিয়া ও শোহাদা ছাড়াও বাকী ঈমানদারগণকেও আল্লাহ তাদের বরযখী জীবনে দান করে থাকেন। যেমন এরশাদ হয়েছে- وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ

---

৯. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২০৩ পৃঃ।

১০. আহমাদ, আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/১৬৩১; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৬৩২, হাদীছ ছহীহ; 'মৃত্যু উপস্থিত হ'লে তার নিকটে কি বলতে হবে' অনুচ্ছেদ।

১১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১/২০৩ পৃঃ।

নির্বাচনে মধ্যস্থতা করলেন না? কেন তিনি 'উটের যুদ্ধ', 'ছিফফীন যুদ্ধ' 'কারবালা যুদ্ধ' বন্ধ করলেন না? কেন তিনি নিজ শ্বশুর ওমর ফারূক, জামাতা ওছমান, আলী ও প্রিয় নাতি হাসান-হোসাইনের নির্মম হত্যাকাণ্ড রুখতে চেষ্টা করলেন না। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন পবিত্র কা'বা ও মদীনা শরীফে হামলা করল, তখনই বা তিনি সেখানে মওজুদ থেকেও কোনরূপ প্রতিরোধ গড়ে তুললেন না। তাঁকে কবরের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকিয়ে রাখারই বা কি প্রয়োজন?

মোট কথা কবরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুনিয়াবী জীবন কল্পনা করা স্রেফ একটি বিদ'আতী আক্বীদা মাত্র। কবর পূজারী ধর্ম ব্যবসায়ী তথাকথিত পীর-আউলিয়াদের ব্যবসায়িক স্বার্থে সুকৌশলে এই আক্বীদা প্রচার করা হয়েছে মাত্র। রাসূল (ছাঃ)-কে কবরে জড়দেহে জীবিত প্রমাণ করতে পারলে এরা তাদের পীর-আউলিয়াদেরকেও কবরে 'যিন্দাপীর' বানিয়ে ছাড়বে এবং 'রওযা শরীফ' নাম দিয়ে তার কবরে নযর-নেয়াযের পাহাড় গড়ে তুলে নিজেদের পেটপুর্তির সহজ ব্যবস্থা করে নিবে। ছাহাবায়ে কেরাম, খুলাফায়ে রাশেদীন, চার ইমাম এবং উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী, শায়খ আহমাদ সারহিন্দী, শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী ও তাঁর পুত্র-পৌত্রগণ ও শাগরিদবৃন্দ, মিয়াঁ নাযীর হোসায়েন দেহলভী, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, দেউবন্দের অধিকাংশ ওলামা, হানাফী, মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানবর্গ কেউই উক্ত বিদ'আতী আক্বীদার অনুসারী নন। অথচ উপমহাদেশের ব্রেলভী হানাফীদের অধিকাংশ ও দেউবন্দী হানাফী আলেমদের কতিপয় ব্যক্তি এই বিদ'আতী আক্বীদার প্রচার ও প্রসারে সদা ব্যস্ত। তাদের কবর পূজার ব্যবসাও বর্তমানে খুব রমরমা। এদের মুখপত্র হিসাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে রবীউল আউয়াল মাস এলে এ সম্পর্কে বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করে থাকে। সম্প্রতি একটি জনপ্রিয় ইসলামপন্থী দৈনিকে 'হায়াতুন্নবী' (ছাঃ)-এর উপরে তিন কিস্তি ব্যাপী একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন বই-কিতাবের হাওয়ালা দিয়ে কবরে রাসূল (ছাঃ)-এর দুনিয়াবী জীবন প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। লেখার অসংলগ্নতা পড়লে হুঁশিয়ার পাঠক ঠিকই ধরে ফেলবেন যে, লেখক নিজেই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। যাই হোক এক্ষণে আমরা উক্ত বিদ'আতী আক্বীদায় বিশ্বাসীদের কিছু দলীল নিয়ে আলোচনা করব।

এদের আলোচনার প্রধান ভিত্তি হ'ল যুরকানীর শরহে মাওয়া-হেবুল্লাদুন্নিয়াহ, সৈয়ূত্বীর শারহুছ ছুদূর, আবদুল হক দেহলভীর মাদারেজুন নবুওয়াত প্রভৃতি গ্রন্থ। ইমাম বায়হাক্বীর 'হায়াতুল আম্বিয়া'ও এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। এইসব কেতাবে উল্লেখিত বক্তব্য সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তা আহলে সুন্নাতের শ্রেষ্ঠ ফুক্বাহা ও মুহাদ্দেছীনের নিকটে গ্রহণযোগ্য নয়। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল সেখানে বহু যঈফ ও বানোয়াট হাদীছ জমা করা হয়েছে। যা দলীল হিসাবে অগ্রহণীয়। বিশেষ করে পরকালীন কোন বিষয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উপরে ভিত্তি রাখা চলে না। কেননা এটি আক্বীদার প্রশ্ন। আক্বীদা সেটাই হবে যার পক্ষে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মযবুত ও স্পষ্ট দলীল থাকবে। উদ্ভট কিছু ধারণা ও কল্পনার নাম আক্বীদা নয়।

ইমাম বায়হাক্বী অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের ন্যায় কেবল হাদীছ জমা করে গেছেন। নিজের কোন মতামত দেননি। হাফেয সৈয়ূত্বীও প্রায় অনুরূপ। তাঁর বইয়ে সুবকী ব্যতীত হায়াতুন্নবী (ছাঃ)-এর পক্ষে অন্য কারু বক্তব্য নেই। বরং কোন কোন স্থানে সৈয়ূত্বীর আলোচনা বরযখী জীবনের দিকেই ঝুঁকেছে বলে মনে হয়। তিনি إِنَّكَ مَيِّتٌ 'ইন্নাকা মাইয়েতুন' আয়াত -এর সাথে يردّ الله علىّ روحى 'ইয়ারুদ্দুল্লা-হু আলাইয়া রূহী' (আল্লাহ আমার নিকটে আমার রূহ ফেরত পাঠাবেন) ও الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلّون 'আল-আম্বিয়া-উ আহইয়া-উন ফী কুবূরিহিম ইয়ুছাল্লূন' (নবীগণ স্ব স্ব কবরে জীবিত অবস্থায় ছালাতে রত আছেন) হাদীছদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম না হয়ে অবশেষে অবিশ্বস্ত কিছু বক্তব্য ও মতামত জমা করে গেছেন। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম তাঁর 'কিতাবুর রূহ'-এর মধ্যেও অনুরূপ জমা করেছেন। কিন্তু তাঁর জগদ্বিখ্যাত 'ক্বাছীদা নূনিয়াহ্'র মধ্যে হায়াতুন্নবী (ছাঃ)-এর আক্বীদার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন ও এ প্রসঙ্গে আনীত উপরোক্ত হাদীছের অসারতা প্রমাণ করেছেন। ইমাম বায়হাক্বী স্বীয় 'আল-খাছায়েছুল কুবরা'র মধ্যে হায়াতুন্নবী (ছাঃ)-এর উপরে ১০টি হাদীছ জমা করেছেন, যার সবগুলিই 'যঈফ ও মুনক্বাতা'। এতদ্ব্যতীত إن الله حرم على الأرض أنْ تأكلَ أجسادَ الأنبياء، فنبيُّ اللّه حىٌّ يُرزقُ رواه ابن ماجه، 'আল্লাহ যমীনের উপরে হারাম করেছেন যেন নবীদের দেহ না খেয়ে ফেলে' আবুদ্দারদা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি সুনানের কিতাবসমূহে এবং ছহীহ ইবনে হিব্বান ও মুস্তাদরাকে হাকেমে বর্ণিত হ'লেও এবং হাকেম ও হায়ছামী একে 'ছহীহ' বললেও যে তিনটি সনদে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, সব সনদই ত্রুটিপূর্ণ'।[১২] হায়ছামী বলেন, হাদীছটি ছহীহ। তবে দুই স্থানে মুনক্বাতা বা ছিন্নসূত্র।[১৩]

এক্ষণে যদি আমরা হাদীছটিকে ছহীহ বলে মেনেও নেই এবং নবীগণ স্ব স্ব কবরে সশরীরে জীবিত ও ইবাদতে মশগূল আছেন বলে ধরে নেই। তবে নিঃসন্দেহে তা রক্ত মাংসে গড়া জড়দেহে নয়। বরং তা হ'ল পরকালীন জীবন,

১২. *ইসমাঈল সালাফী, হায়াতুন্নবী লাহোরঃ ইসলামিক পাবলিশিং হাউস ১ম প্রকাশ ১৪০৪ হিঃ) পৃঃ ১৮-৩৭ সারমর্ম।*

১৩. *ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৭ 'জানাযা' অধ্যায়, তাহকীক।*

যে বিষয়ে আমাদের বাস্তব কোন জ্ঞান নেই এবং দুনিয়াবী জীবনের সাথে যার কোন সামঞ্জস্য নেই। হাফেয ইবনু হাজার বলেন, لأنه صلى الله عليه و سلم بعد موته وإن كان حيًا فهى حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنيا، রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুর পরে যদিও জীবিত আছেন, তবুও তা পরকালীন জীবন। দুনিয়াবী জীবনের সাথে যা সামঞ্জস্যশীল নয়'। তিনি বায়হাক্বী থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, নবীগণ তাদের প্রভুর নিকটে জীবিত আছেন শহীদদের ন্যায়'।[১৪] সূরায়ে বাক্বারাহ ১৫৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু জারীর ত্বাবারীও অনুরূপ মন্তব্য করেন।[১৫] নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী বলেন, بل هم أحياء فى البرزخ تصل أرواحهم إلى الجنان فهم أحياء من هذه الجهة وإن كانوا أمواتا من جهة خروج الروح من أجسادهم ، (فتح البيان ج١ص٢٠٤) 'শহীদগণ বারযাখে জীবিত আছেন। তাঁদের রূহ গুলি জান্নাতে যেয়ে থাকে। যদিও সেগুলির সম্পর্ক দেহের সাথে ছিন্ন হয়ে গেছে'।[১৬]

হায়াতুন্নবীঃ আরও কিছু দলীল

'হায়াতুন্নবী' প্রমাণ করার জন্য আরও অনেকগুলি বানোয়াট হাদীছের আশ্রয় নেওয়া হয়। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, من صلى علىّ عند قبرى سمعته و من صلى علىّ نائيا وكل بها ملك يبلغنى، وكفى بها أمر دنياه وآخرته، وكنت له شهيداً أو شفيعاً، 'যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকটে এসে আমার উপরে দরূদ পাঠ করে, আমি তা শুনে থাকি এবং যে ব্যক্তি দূরে থেকে দরূদ পাঠ করে, তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়, যে আমার নিকটে তা পৌঁছে দেয়। আমার নিকটে পৌঁছানো হয়। তার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য এই দরূদ পাঠই যথেষ্ট। আমি তার জন্য সাক্ষী হব ও সুপারিশকারী হব'।[১৭] বর্ণিত হাদীছটি মওযূ বা জাল।[১৮] একই মর্মে বাযযার, ত্বাবারাণী, দারাকুৎনী ইত্যাদি গ্রন্থে সংকলিত হাদীছগুলি কোনটা 'মওযূ' কোনটা 'যঈফ' কোনটা 'বাতিল'।[১৯] অমনি ধরণের অনেকগুলি হাদীছ জমা করেছেন আল্লামা সুবকী তাঁর 'শিফা' (شفاء السقام فى زيارة خير الأنام) -এর মধ্যে। যার প্রতিবাদে হাফেয মুহাম্মাদ ওরফে ইবনুল হাদী আল-মাকদেসী (মৃঃ ৭৪৪ হিঃ) আছ-ছারিমুল মুনকী ফির রাদ্দি আলাস সুবকী (الصارم المنكى فى الرد على السبكى) নামক জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন, **'রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যেয়ারত সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীছই যঈফ**। দ্বীনের ব্যাপারে এগুলির কোনটির উপরেই আস্থা রাখা যায় না। সেকারণে এবিষয়ে ছিহাহ ও সুনান গ্রন্থ সমূহে কোন বর্ণনা নেই। বরং এগুলি বর্ণিত হয়েছে যঈফ গ্রন্থসমূহে। যেমন দারাকুৎনী, বাযযার প্রভৃতি'।[২০]

এর দ্বারা কেউ যেন এটা না বুঝেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যেয়ারত করা নাজায়েয। বরং কবর যেয়ারতের সাধারণ হুকুম অনুযায়ী[২১] রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের কবর যেয়ারত করা নিঃসন্দেহে জায়েয ও মুস্তাহাব। তবে শুধুমাত্র কবর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাওয়া নাজায়েয। বরং মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'তে হবে। অতঃপর ছালাত আদায় শেষে যেয়ারত করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, ' لاتُشَدُّ الرِّحالُ إلاَّ إلى ثلاثة مساجدَ: مسجدِ الحرامِ والمسجدِ الأقصى ومسجدى هذا، متفق عليه 'সফরে বের হওয়া যাবে না (নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে) তিনটি মসজিদ অভিমুখে ব্যতীত। বায়তুল্লাহ, মসজিদে আক্বছা ও আমার এই মসজিদ'।[২২]

রাসূল (ছাঃ) কোথায় আছেন? তিনি কি মদীনায় স্বীয় কবরে জীবিত অবস্থায় উম্মতের দরূদ ও সালাম গ্রহণ করছেন, নাকি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে আখেরাতের মহা সম্মানিত যিন্দেগী যাপন করছেন? এর জওয়াবে নিম্নের হাদীছটি যথেষ্ট মনে করি। যার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

'মি'রাজের সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুই সাথী জিব্রাঈল ও মিকাঈল (আঃ) ইতিপূর্বে দেখানো বিষয়গুলির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেন, প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করলেন, ওটা হ'ল আপনার উম্মতের সাধারণ (জান্নাতী) ব্যক্তিদের জন্য। দ্বিতীয় ঘরটি হ'ল শহীদদের জন্য। অতঃপর উপরে মেঘের মত একটা ছায়ার দিকে ইশারা করে বললেন, ওটা আপনার জন্য নির্দিষ্ট। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমাকে আমার ঘরে ঢুকতে দাও! তারা বলল, এখনও আপনার জীবনের কিছু অংশ বাকী আছে। ওটা পূর্ণ হ'লেই আপনি এসে পড়বেন

---

১৪. ফাৎহুল বারী ও তালখীছুল হাবীর -এর বরাতে 'হায়াতুন্নবী' পৃঃ ৪২।
১৫. ইবনু জারীর, তাফসীর ২/২৪ পৃঃ।
১৬. মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী, হায়াতুন্নাবী (লাহোরঃ ইসলামিক পাবলিশিং হাউস, ১ম প্রকাশ ১৪০৪ হিঃ) পৃঃ ৩৩।
১৭. আলবানী, সিলসিলা যাঈফাহ হা/২০৩; গৃহীতঃ ইবনু শাম'উন, আমালী; খত্বীব, তারীখ; ইবনু আসাকির, তারীখ, উকায়লী, যু'আফা ইত্যাদি।
১৮. যাঈফাহ হা/২০৩; যঈফুল জামে' হা/৫৬৮২।
১৯. আলবানী, যঈফুল জামে' হা/৫৬১৮, ইরওয়াউল গালীল হা/১১১২, সিলসিলা যাঈফাহ হা/৪৭, ২০৪, ১০২১ প্রভৃতি।
২০. আলবানী, সিলসিলা যাঈফাহ হা/৪৭, ১/৬৪ পৃঃ।
২১. মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩ প্রভৃতি, 'কবর যিয়ারত অনুচ্ছেদ।
২২. বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, মিশকাত হা/৬৯৩ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।

(فلو استكملتَ أُتيتَ مَنْزِلَكَ)।[২৩] এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বরযখী জীবনে জান্নাতুল ফেরদৌসের সর্বোচ্চ ও প্রশংসিত 'ওয়াসীলা' নামক স্থানে, যা আল্লাহ্র আরশের নীচে অবস্থিত, সেখানে জীবিত অবস্থায় থাকবেন।

(খ) তাঁর রূহ মুবারক বা কোন নবী-শহীদ বা নেককার মুমিনের রূহ কখনোই আর দুনিয়াতে ফিরে আসবে না। যা ইতিপূর্বে বর্ণিত ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয়েছে।[২৪]

(গ) অনেক সময় নবী ও অন্যান্যদের দেহ বহু বছর পরেও অক্ষত অবস্থায় কবরে পাওয়া যায়। বিগত যুগে হযরত ওযায়ের (আঃ)-এর ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে (বাক্বারাহ ২৫৯)। একশত বছর মৃত অবস্থায় কবরে অক্ষত রেখে যখন তাঁকে যেন্দা করা হ'ল এবং জিজ্ঞেস করা হ'ল কত দিন ছিলে? তিনি বললেন এক দিন বা তারও কম সময়। বুঝা গেল যে, তিনি কবরে অক্ষত থাকলেও নিজের সম্পর্কে কিছুই খবর রাখতেন না। ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক চারটি পাখি টুকরা টুকরা করে বিভিন্ন পাহাড়ে রেখে আসা, অতঃপর আল্লাহ্র হুকুমে সেগুলি পুনরায় জীবন্ত পাখি হয়ে উড়ে আসার ঘটনাও কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে (বাক্বারাহ ২৬০)।

অনুরূপভাবে উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের যুগে (৮৬-৯৬ হিঃ) ৮৭ হিজরীতে ওমর বিন আবদুল আযীয যখন মদীনার গভর্ণর ছিলেন, তখন খলীফার নির্দেশ মতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাড়ীঘর ভেঙ্গে মসজিদের জায়গা প্রশস্ত করার কাজ তদারক করার জন্য তিনি সেখানে বসেন। এমন সময় মা আয়েশা (রাঃ)-এর ঘর ভেঙ্গে ফেলার সাথে সাথে রাসূল (ছাঃ), হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর কবর আলগা হয়ে যায়। ওমর বিন আবদুল আযীয এতে ভীত হয়ে পড়েন ও তাড়াতাড়ি বালু দিয়ে ঢেকে সমান করে দেন। অতঃপর চাকর মুযাহিমকে সুন্দরভাবে কবর ঠিকঠাক করার নির্দেশ দেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, লোকেরা কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করছে জানতে পেরে ওমর বিন আবদুল আযীয সেখানে উঁচু দেওয়াল নির্মানের নির্দেশ দেন। এতে কবরের মাটি ভেঙ্গে পড়লে হাটু পর্যন্ত একখানা পা আলগা হ'য়ে যায়। ওমর এতে ভীত হ'য়ে পড়লেন। সবাই ভাবলেন এটি রাসূল (ছাঃ)-এর পা হবে। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বড় বোন হযরত আসমা (রাঃ)-এর ছোট ছেলে জ্যেষ্ঠ তাবেঈ হযরত ওরওয়া বিন যুবায়ের (রাঃ) বলেন যে, না এটি হযরত ওমর (রাঃ)-এর পা। অতঃপর তা ঢেকে দেওয়া হয়।[২৫]

এতদ্ব্যতীত বর্তমান শতাব্দীতে ইরাকে ইউফ্রেতিস নদীর ভাঙ্গনে তিনজন খ্যাতনামা ছাহাবীর অক্ষত লাশ পাওয়া গেলে সারা পৃথিবীতে হৈ চৈ পড়ে যায়। আমাদের বাংলাদেশেও এমনকি কাফনসহ অবিকৃত লাশ বহু বৎসর পরে বন্যার ভাঙ্গনে বেরিয়ে এসেছে ও বহু দূর অক্ষতভাবে ভেসে গেছে বলে বিভিন্ন পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে।

অতএব লাশ অক্ষত থাকার অর্থ এটা নয় যে, তিনি জীবিত আছেন। তাঁর মধ্যে বিশেষ কিছু ক্ষমতা আছে এবং দুনিয়াবাসীর মঙ্গলামঙ্গলের জন্য তিনি কিছু করতে পারেন।

অতএব যদি রাসূল (ছাঃ)-এর লাশ মদীনার কবরে অক্ষত থেকেও থাকে, তাতে এটা প্রমাণ করে না যে, তিনি জড় দেহ নিয়ে সেখানে জীবিত আছেন এবং উম্মতের ভাল মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন।

আল্লাহ মাটিকে এমন ক্ষমতা দান করেছেন যে, ভূপৃষ্ঠের যেকোন জড়দেহকে ভক্ষণ করে নিশ্চিহ্ন করতে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، 'আমরা জানি যমীন তাদের দেহ থেকে যা কিছু গ্রাস করে এবং আমাদের নিকটে রয়েছে সংরক্ষিত কিতাব' (ক্বাফ ৪)। কাফেররা যখন ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে ও বিস্ময়বোধ করে বলে যে, যখন আমরা মরব ও পঁচে গলে মাটি হয়ে যাব, তখন পুনরায় পূর্ণাঙ্গ মানুষের দেহে কিয়ামতের ময়দানে হাযির হওয়া খুবই আশ্চর্যজনক কথা। তখন তাদের জওয়াবে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। হাদীছে এসেছে, كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ، منه خُلِقَ وفيه يُرَكَّبُ، 'সকল বনু আদমকে মাটি খেয়ে ফেলবে কেবল তার মেরুদণ্ডের সর্বনিম্নের হাড়ের টুকরাটুকু ব্যতীত। ওটা থেকেই সে সৃষ্ট হবে ও ওটা থেকেই তার দেহ গঠিত হবে'।[২৬]

এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন এসে যায় যে, কবরে যদি মোর্দা যেন্দাই না হবে, তবে মুনকার-নাকীরের সওয়াল-জওয়াব কোথায় হবে? অন্যদিকে যাদের মাটিতে কবর হয় না যেমন কেউ পানিতে ডুবে পচে-সঁড়ে গেল, কেউ আগুনে পুঁড়ে ছাই হ'ল, কারো দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে গেল, কারু দেহ বছরের পর বছর ফ্রীজে রাখা হ'ল কিংবা 'মমি' করা হ'ল, এদের কবরে সওয়াল-জওয়াব, শান্তি বা আযাব কোথায় কিভাবে হবে?

এর জওয়াব এই যে, ছহীহ হাদীছসমূহে বর্ণিত মৃত্যু পরবর্তী সবকিছুই যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হবে। সবকিছু

---

২৩. *বুখারী পৃঃ ১৮৬ হা/১৩৮৬ 'জানায়েয' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ৯৩, ফাৎহুলবারী ৩/২৯৫-৯৬ পৃঃ।*

২৪. *ইবনু কাছীর সূরা আলে ইমরান ১৬৯ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত; মুসলিম, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৮০৪, ৩৮৫৩ 'জিহাদ' অধ্যায়; ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৫২০৫।*

২৫. *বুখারী পৃঃ ১৮৬; ফাৎহুল বারী হা/১৩৯০ 'জানায়েয' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ৯৬।*

২৬. *মুসলিম হা/২৯৫৫ 'ফিতান ও ক্বিয়ামতের আলামত' অধ্যায়, 'দু'টি ফুঁকের মধ্যবর্তী' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৫২১, শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া' অনুচ্ছেদ।*

আল্লাহ্‌র জন্য সম্ভব। তিনি ইচ্ছা করলে বান্দার জড়দেহ, জ্যোতির্দেহ, নিমিত্ত দেহ, মানস দেহ অর্থাৎ যেকোন দেহেই এগুলি বাস্তবায়িত করতে পারেন। জড়দেহ নিয়ে পাশাপাশি দু'জন জীবন্ত মানুষ শুয়ে থেকে একজন সুখ স্বপ্নে বিভোর, অন্যজন স্বপ্নে বীভৎস দৃশ্য দেখে ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠছে। অথচ পাশের লোক কিছুই অনুভব করছেনা। এগুলো হর-হামেশা আমাদের দুনিয়াবী জীবনে ঘটছে। অতএব বরযখী জীবনকে দুনিয়াবী জীবনের সঙ্গে তুলনা করা ভুল। দুনিয়াবী চোখ ও কান দিয়ে আখেরাতের জীবনের প্রথম সোপান।[২৭] বরযখী জীবনের সবকিছু উপলব্ধি করার বৃথা চেষ্টা করা কষ্ট কল্পনা বৈ কিছুই নয়।[২৮] আধুনিক বিজ্ঞান মাটির গভীরে কি আছে না আছে বলে দিচ্ছে। অথচ মাত্র দু'তিন হাত মাটির নীচে একটা মৃতদেহ জীবিত হয়ে বসে বান্দার ভাল-মন্দ সবকিছু তদারক করছে, এটা কি দেখা সম্ভব নয়?

'হায়াতুন্নবী' প্রমাণের পিছনে কারণ কি?

এর কারণ খুবই সোজা। কবরে রাসূল (ছাঃ)-কে জড়দেহে জীবিত প্রমাণ করতে পারলে কবর ব্যবসায়ীরা তাদের ঘোষিত পীর-আউলিয়াদেরকে কবরে জীবিত বলবে ও তাদের সুপারিশে আল্লাহ্‌র রহমত হাছিল হবার ধোকা দিয়ে নযর-নেয়ায জমা করতে পারবে। অতএব অন্ধভক্তির চোরাগলি দিয়ে ভক্তের পকেট ছাফ করা, আত্মা ও আত্মার মিলনে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করার ধোকা দিয়ে মহিলা মুরীদের ইযযত লুট করা, কাশফ ও কেরামতির প্রতারণার জাল ফেলে মুরীদকে বোকা বানিয়ে চড়া দরের নযর-নেয়ায আদায় করা ইত্যাদি দিনে-দুপুরের এই ডাকাতি বন্ধ করার জন্য খাঁটি দ্বীনদার ভাইদেরকে জিহাদী জাযবা নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত। যদি মসজিদের স্বার্থে রাসূল (ছাঃ)-এর বাসগৃহ ও কামরা ভেঙ্গে সমান করা যায়, তবে তাওহীদের স্বার্থে এই সব শিরকের আড্ডাগুলো ভেঙ্গে গুড়ো করা শুধু যরূরী নয় বরং অশেষ নেকীর কাজ হবে। দেশের হাযার হাযার মাযার ও তার সংলগ্ন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিগুলি সরকারের পক্ষ হ'তে যরূরী ভিত্তিতে দখল করে সেখানে মাদরাসা ও ধর্মীয় গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা বা সেগুলিকে ধর্মীয় স্বার্থে উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যয় করা উচিত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

২৭. (إن القبر أول منزل من منازل الاخرة) *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২ সনদ হাসান। 'কবর আযাব' অনুচ্ছেদ।*

২৮. *ফাৎহুলবারী 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ নং ৮৬, হা/১৩৬৯-৭৪, ৩/২৭৭-৭৮ পৃঃ।*

সংশোধনীঃ গত সংখ্যায় দরসে কুরআন ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা ২য় কলাম ৪র্থ লাইনে শয়তান রাণী বিলক্বীসকে তার সিংহাসন সমেত উঠিয়ে এনেছিল বলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী আয়াত অর্থাৎ নমল ৪০ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, ঐটা ছিল বনু ইস্রাঈলের 'আছিফ' নামক জনৈক ব্যক্তি যিনি সুলায়মান (আঃ)-এর কেরানী ছিলেন এবং 'ইসমে আযম' জানতেন। যার বদৌলতে তিনি জিনের চাইতে দ্রুত গতিতে চোখের পলকে এই অসাধ্য সাধন করেন (ইবনু কাছীর)।

দরসে হাদীছ

ঘুষঃ এক সমাজ বিধ্বংসী মাইন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّا شِيْ وَالْمُرْتَشِيْ رواه الخمسة إلا النسائى وصححه الترمذى-

১. **উচ্চারণঃ** ক্বা-লা রাসূলুল্লা-হি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামাঃ লা'নাতুল্লা-হি 'আলার রা-শী ওয়াল মুরতাশী'।

২. **অনুবাদঃ** হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহিতার উপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।[১]

৩. **শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ** (১) আর-রাশী (الراشى)ঃ 'ঘুষদাতা'। اسم فاعل কর্তৃকারক। রাশওয়াতুন বা রিশওয়াতুন (الرِّشْوَةُ) মাদ্দাহ হ'তে উৎপন্ন। অর্থঃ স্বাচ্ছন্দ্য (الفرخ)। যেমন বাচ্চা তার মায়ের কোলে মাথা রেখে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। رَشَا يَرْشُو বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ ।

(২) আল-মুরতাশী (المرتشى)ঃ 'ঘুষ গ্রহিতা'। اسم فاعل বাবে افتعال । ঘুষের ফলে কোন কঠিন কাজ সহজে হাছিল হয়ে যায় বলে এই শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. **হাদীছের ব্যাখ্যাঃ**

ঘুষ একটি সুপ্রাচীন সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধি যখন যে সমাজে ব্যাপ্তি লাভ করেছে, সে সমাজ রসাতলে গেছে। ইহুদী-নাছারা প্রভৃতি প্রাচীন জাতি ঘুষের অভিসম্পাতে শেষ হয়েছে ও বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে নীতিহীন জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাদের সরকার বা কিছু লোকের কাছে অর্থের প্রাচুর্য থাকতে পারে। কিন্তু সুখের প্রশান্তি তাদের সমাজ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। ইসলাম এই ব্যাধির মূলোৎপাটনের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে এবং একে চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছে।

১. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩ 'শাসন ও বিচার' অধ্যায়, 'কর্মকর্তাদের ভাতা ও হাদিয়া' অনুচ্ছেদ।*

তবে যেহেতু শাসন বিভাগের লোকেরাই সাধারণতঃ ঘুষ খেয়ে থাকে, সেকারণ অন্য হাদীছে পৃথকভাবে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِى الْحُكْمِ 'শাসন বিভাগে ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহিতা সকলের উপরে আল্লাহ লা'নত করেছেন'।[২] মুসনাদে আহমাদ-এর একটি রেওয়ায়াতে বর্ধিতভাবে এসেছে, والرائش অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি দু'জনের মধ্যে দেন-দরবার করে'।[৩] তবে এই হাদীছের সনদে আবুল খাত্ত্বাব বলে একজন আছেন, যিনি অপরিচিত (مجهول)।[৪] দেখা যাচ্ছে যে, ঘুষদাতা, ঘুষগ্রহিতা ও উভয়ের মধ্যে দেন-দরবারকারী সকলেই আল্লাহ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর লা'নতের শিকার হবে। ইবনু রাসলান বলেন, এব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, শাসক, বিচারক ও ছাদাকা আদায়কারীদের জন্য 'হাদিয়া' গ্রহণ করা হারাম'।[৫]

অবশ্য ক্বাযী মনছূর বিল্লাহ, আবু জা'ফর ও কোন কোন শাফেঈ বিদ্বান 'সর্বসম্মত ন্যায্য অধিকার আদায়ের স্বার্থে বখশিশ দেওয়াকে জায়েয' বলেছেন। বুলূগুল মারাম-এর ভাষ্যকার আল্লামা মাগরেবীও বলেন যে, হক প্রতিষ্ঠা ও বাতিল প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ঘুষ দেওয়া যেতে পারে। অনুরূপ অবস্থায় ঘুষ গ্রহণ করাও জায়েয আছে।

তবে সঠিক কথা এই যে, শাসক সম্প্রদায়কে ঘুষ বা বখশিশ প্রদান সকল অবস্থায় হারাম। কেননা হাদীছে কোন অবস্থাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, অমুক অবস্থায় জায়েয এবং অমুক অবস্থায় নাজায়েয। বরং সর্বাবস্থায় ঘুষ-বখশিশকে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَ لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ। 'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ো না' (বাক্বারাহ ১৮৮)। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-কে ইহুদীদের অন্যতম বদস্বভাব হিসাবে সূরায়ে মায়েদাহ ৪২ আয়াতে বর্ণিত أَكَّالُوْنَ لِلسُّحْتِ -এর ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হ'লে তিনি বলেন, মানুষ তার যুলূম ও অন্যায় কাজে সহযোগিতার জন্য যখন তোমাকে কিছু হাদিয়া দিবে, তখন তুমি সেটা কবুল করবে না (কেননা তাহ'লে ওটাই হবে 'সুহ্‌ত')'। তাবেঈ বিদ্বান আবু ওয়ায়েল শাক্বীক্ব বিন সালামাহ বলেন, বিচারক যখন হাদিয়া গ্রহণ করলেন, তখন তিনি 'সুহ্‌ত' ভক্ষণ করলেন। আর যখন তিনি ঘুষ নিলেন তখন কুফরীর পর্যায়ে চলে গেলেন' (ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ)।

সুহ্‌ত (السُّحْتُ) অর্থঃ খবীছ ও হারাম উপার্জন। যেমন ঘুষ ও অনুরূপ। ইহুদী জাতি অভিশাপগ্রস্থ হওয়ার জন্য এটাই ছিল অন্যতম প্রধান কারণ, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে (মায়েদা ৪২)। আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাঃ)-কে যখন খায়বরের ইহুদীদের নিকটে রাসূলের পক্ষ হ'তে আধাআধি ভাগে দেওয়া খেজুর বাগানের খেজুর পরিমাপের জন্য পাঠানো হয়, তখন তারা তাঁকে ঘুষ দিতে চায়। যাতে পরিমাপে কম করা হয়। আবদুল্লাহ তাদেরকে বলেন, أَتُطْعِمُوْنِى السُّحْتَ। 'তোমরা কি আমাকে 'সুহ্‌ত' খাওয়াতে চাও?'[৬] যদি 'হা'-তে পেশ দিয়ে 'সুহুত' পড়া হয়, তখন অর্থ হবে ঐ পেট মোটা ও অতিভোজী ব্যক্তি যে কখনোই তৃপ্ত হয় না'।[৭] ঘুষখোর বা যেকোন হারাম খোর ব্যক্তির অবস্থাও তদ্রুপ। এরা এত বেশী লোভী হয় যে, কখনোই পরিতৃপ্ত হয় না। হারাম খেতে খেতে এক সময় সে ধ্বংসের কিনারে পৌঁছে যায়। ইহকালে ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হয় এবং পরকালে জাহান্নামের অধিকারী হয়।

সুফারিশের বিনিময়ে হাদিয়া গ্রহণ

মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ আল্লাহ পাকের অসংখ্য নে'মতের মধ্যে অন্যতম প্রধান নে'মত যদি নাকি ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। কৃতজ্ঞ বান্দা তার এই নে'মতকে বান্দার খেদমতে ব্যয় করে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ 'তোমাদের যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপকার করার ক্ষমতা রাখে, সে যেন তা করে'।[৮] অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মঙ্গল ও যুলুম প্রতিরোধে খালেছ নিয়তে তার সম্মান ও পদমর্যাদাকে ব্যবহার করে এবং এজন্য কোন হারাম পন্থা অবলম্বন বা সীমালংঘন করেনা, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটে পুরস্কৃত হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا। 'তোমরা অপরের জন্য সুপারিশ কর, পুরস্কৃত হবে'।[৯] এই সুফারিশের বিনিময়ে

---

২. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ছহীহুল জামে' হা/৫০৯৩।*
৩. *আহমাদ, মিশকাত হা/৩৭৫৫ ছওবান (রাঃ) থেকে।*
৪. *শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ১০/২৫৯।*
৫. *শাওকানী, নায়লুল আওত্বার 'শাসকের জন্য ঘুষ গ্রহণ নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ ১০/২৫৯ পৃঃ।*
৬. *আবদুর রঊফ রহমানী, আইয়ামে খেলাফতে রাশেদাহ (নেপালঃ জামে'আ সিরাজুল উলূম, তাবি) পৃঃ ৪২৫-২৬।*
৭. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব।*
৮. *মুসলিম হা/২১৯৯ 'সালাম' অধ্যায় ৪/১৭২৬ পৃঃ।*
৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ফাৎহুলবারী ১০/৪৬৪ পৃঃ 'আদব' অধ্যায় 'মুমিনদের পরস্পরে সাহায্য করা' অনুচ্ছেদ নং ৩৬; আবুদাঊদ হা/৫১৩২।*

কিছু গ্রহণ করা নাজায়েয। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, من شَفَعَ لأحد شفاعة فأهدىَ له هدية عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا– 'যে কারু জন্য সুপারিশ করল, অতঃপর তার বিনিময়ে তাকে কিছু উপঢৌকন প্রদান করা হ'ল এবং সে তা কবুল করল। ঐ ব্যক্তি বড় ধরণের একটি সূদ গ্রহণ করল'।[১০]

জনৈক ব্যক্তি হাসান বিন সাহ্লের নিকটে কোন এক ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ চাওয়ার জন্য এ'ল। তিনি সে মোতাবেক তার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। লোকটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁর সামনে এল। তখন হাসান বিন সাহ্ল তাকে বললেন, কিসের জন্য আপনি কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছেন? অথচ আমরা মনে করি যে, প্রভাব-প্রতিপত্তিরও একটা 'যাকাত' আছে। যেমন মালের যাকাত রয়েছে'।[১১]

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যদি কাউকে বৈধ শর্তে কোন বৈধ কাজের দায়িত্বে নিয়োগ করা হয় ও পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে বিনিময় প্রদান করা হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে জায়েয আছে।

ইমাম বুখারী 'বিচার' অধ্যায়ে 'কর্মকর্তাদের উপঢৌকন' নামে অনুচ্ছেদ রচনা করে সেখানে ইবনুল লুৎবিয়াহ্র প্রসিদ্ধ হাদীছটি এনেছেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ

হযরত আবু হুমায়েদ আস-সা'এদী বলেন, ইয়ামন প্রদেশের ছাদাক্বা হিসাব ও জমা করার জন্য বনু আস্দ গোত্রের ইবনুল উৎবিয়াহ বা ইবনুল লুৎবিয়াহ নামক জনৈক ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সেখান থেকে ফিরে এসে কেন্দ্রীয় বায়তুল মালে ছাদাক্বা জমা দেবার সময় তিনি বলেন, এই মালগুলি তোমাদের এবং এই মালগুলি আমাকে উপঢৌকন হিসাবে দেওয়া হয়েছে। একথা লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বললে তিনি ভীষণভাবে রেগে যান ও এশার ছালাতের পরে ক্রুদ্ধ অবস্থায় মিম্বরে বসেন ও হাম্দ ও ছানার পরে বলেন, ঐ লোকদের কি হয়েছে যাদেরকে আমি পাঠিয়েছি। অতঃপর তারা এসে বলে যে, এ মালগুলি আমার ও ঐ মালগুলি তোমাদের। কেন তারা তাদের বাপ-মায়ের ঘরে বসে থাকে না? তারপর দেখুক তাদের কাছে কেউ হাদিয়া নিয়ে আসে কি-না? যার হাতে আমার জীবন নিহিত তাঁর কসম করে আমি বলছিঃ উপঢৌকন হিসাবে সে যা-কিছু নিয়েছে, সবকিছু তার গর্দানে চাপানো অবস্থায় সে ক্বিয়ামতের দিন উত্থিত হবে।

১০. *আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৩৭৫৭, 'শাসন ও বিচার' অধ্যায় 'কর্মকর্তাদের ভাতা ও হাদিয়া' অনুচ্ছেদ; ছহীহুল জামে' হা/৬৩১৬।*

১১. *মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জাদ, মুহাররামাত (কায়রোঃ ইবনু তায়মিয়াহ প্রেস, ২য় সংস্করণ ১৪১৭ হিঃ) পৃঃ ৫৯; গৃহীতঃ ইবনুল মুফলেহ, আল-আদাবুশ শারঈইয়াহ ২/১৭৬ পৃঃ।*

এ সময় উট, ঘোড়া, ছাগল যা কিছু সে নিয়েছিল, সব চিৎকার করতে থাকবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'হাত উঁচু করে তিনবার বললেনঃ আমি কি পৌঁছে দিয়েছি??? রাবী আবু হুমায়েদ (রাঃ) বলেন, আমার দুই কান একথা শুনেছে ও আমার দুই চোখ এ দৃশ্য দেখেছে।[১২]

কর্মকর্তাদের বৈধ উপার্জন হবে সেটাই যেটা কর্তৃপক্ষ তার জন্য বরাদ্দ করবে। এর বাইরে যেটাই নেবে সেটাই খেয়ানত হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عن بريدة عن النبى صلى الله عليه و سلم مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَالِكَ فهو غُلُوْلٌ رواه ابوداؤد

'যখন আমরা কাউকে কোন কাজে নিয়োগ করি। অতঃপর তাকে ভাতা প্রদান করি। এর অতিরিক্ত সে যা নেবে সেটা খেয়ানত হবে'।[১৩] অন্য হাদীছে এসেছে, যদি একটা সূঁচও সে লুকিয়ে রাখে, তবে সে খেয়ানতকারী হবে'।[১৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-কে কাজের বিনিময়ে ভাতা প্রদান করেছেন'।[১৫]

অতএব রাষ্ট্রের হৌক বা জনগণের হৌক কারু পক্ষ হ'তে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট বেতন-ভাতার বাইরে অতিরিক্ত কিছু নিলে, চাই তা উভয়ের সন্তুষ্টিতে হৌক বা না হৌক, তা গ্রহণ করা কোন ভাবেই জায়েয নয়। বরং ঐ হারাম উপার্জন ক্বিয়ামতের ময়দানে তার জন্য জান্নাতের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহ্র মালে নাহক ভাবে হস্তক্ষেপ করে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত'।[১৬] রাষ্ট্রীয় সম্পদ, সংগঠনের সম্পদ, মসজিদ-মাদরাসা-ইয়াতীমখানা বা সমাজ কল্যাণ সংস্থা সমূহের সম্পদ, ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানে বা কোন ব্যক্তির কাছে কারু গচ্ছিত সম্পদ সবই এই পর্যায়ে পড়ে। এখানে আল্লাহ্র মাল অর্থ হ'ল জনগণের মাল। যাতে আল্লাহ জনগণকে মালিকানা প্রদান করেছেন বৈধ পন্থায় আয় ও ব্যয় করার জন্য।

এজন্য রাষ্ট্রপ্রধানের উপরে দায়িত্ব রয়েছে তিনি যেন তাঁর নিযুক্ত ব্যক্তিদের অর্থ-সম্পদের হিসাব নেন।[১৭] ইসলামী

১২. *বুখারী, ফাৎহুলবারী হা/৭১৭৪ 'আহকাম' অধ্যায় 'কর্মকর্তাদের উপঢৌকন' অনুচ্ছেদ নং ২৪, ১৩/১৭৫ পৃঃ।*

১৩. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮ 'শাসন ও বিচার' অধ্যায়, কর্মকর্তাদের ভাতা ও উপঢৌকন' অনুচ্ছেদ।*

১৪. *মুসলিম, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৫২।*

১৫. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৯।*

১৬. *বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৪৬।*

১৭. *বুখারী, ফাৎহুলবারী হা/৭১৯৭ 'আহকাম' অধ্যায় 'আমীর কর্তৃক কর্মকর্তাদের হিসাব গ্রহণ' অনুচ্ছেদ নং ৪১, ১৩/২০১ পৃঃ।*

রাষ্ট্রের আমীর শুধু নয়, যেকোন রাষ্ট্রপ্রধান, সংগঠন প্রধান, প্রতিষ্ঠান প্রধান, পরিবার প্রধান সবার উপরে এ দায়িত্ব রয়েছে। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) হযরত মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (রাঃ)-কে এ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে খলীফার নিকটে পেশ করতেন। বৈধ হিসাব বহির্ভূত সম্পদ পেলে তিনি তা বাযেয়াফত করে নিতেন। এছাড়া যখনই তিনি কাউকে কোন অঞ্চলের গভর্ণর বা কর্মকর্তা হিসাবে প্রেরণ করতেন, তখন তাকে নির্দেশ দিতেন, যেন তার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদের হিসাব রাষ্ট্রের নিকটে পেশ করে। মেয়াদ শেষে ফিরে এলে তাকে পুনরায় তার সম্পদের হিসাব পেশ করতে হ'ত। এই প্রক্রিয়ায় হযরত ওমর (রাঃ) মিসর ও কূফার গভর্ণর দ্বয়ের সম্পদের অর্ধেক বাযেয়াফত করে নিয়েছিলেন। খলীফাকে যথোচিত সম্মান না করায় ইরাক্ বিজেতা সেনাপতি আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্-র অন্যতম বুযর্গ ছাহাবী হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-কে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) নিজ হাতে বেত মারেন ও বলেন, আপনি খেলাফতের পদ মর্যাদাকে সম্মান করেননি। অতএব আমিও আপনাকে এটা জানিয়ে দিতে চাই যে, খেলাফতও আপনাকে সম্মান করবে না'।[১৮]

অতএব কর্মচারী-কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভয়ে ভীত না হ'য়ে নির্ভয়ে হক ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করা যেকোন রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব।

হযরত ওমর (রাঃ) সকল গভর্ণরের নিকটে লিখিত পত্রে বলেন, দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের জন্য হাদিয়া গ্রহণ ঘুষ গ্রহণের শামিল (لا تقبلوا الهدية فانها رشوة)। অতএব আপনারা সাবধান থাকুন।[১৯]

এরপরেও যদি 'হাদিয়া' গ্রহণ অপরিহার্য হ'য়ে পড়ে, তখন তা বায়তুল মালে জমা করতে হবে।[২০] ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ) লেবাননের মধু খুব ভালবাসতেন। একবার লেবাননের গভর্ণর ইবনু মা'দী কারব রাজধানীতে এলে খলীফার স্ত্রী তাকে মধুর কথা জানান। গভর্ণর খলীফার জন্য উন্নতমানের লেবাননী মধু পাঠিয়ে দেন। খাওয়ার সময় খলীফা এটা টের পেয়ে মধুর পাত্র সমেত বাজারে পাঠিয়ে তা বিক্রি করে সব টাকা বায়তুল মালে জমা করে দেন। অতঃপর গভর্ণরকে লিখে পাঠান, 'আপনি আমার স্ত্রীর কথামতে আমাকে মধু পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম! আগামীতে এরূপ করলে আপনাকে বরখাস্ত করা হবে এবং কখনোই আপনাকে আমার নিকটে আসতে দেওয়া হবে না'।[২১]

১৮. *আবুদর রঊফ রহমানী, আইয়ামে খেলাফতে রাশেদাহ (নেপালঃ জামে'আ সিরাজুল উলূম, তাবি) পৃঃ ৩৯০-৯২।*
১৯. *বায়হাক্বী ১০/১৩৮ পৃঃ ।*
২০. *বুখারী, ফাৎহুলবারী ১৩/১৭৯ পৃঃ ।*
২১. *আবদুর রঊফ রহমানী, আইয়ামে খেলাফতে রাশেদাহ (নেপালঃ জামে'আ সিরাজুল উলূম, তাবি) পৃঃ ৪৩৩।*

তিনি আনার ফল খেতে খুব ভালবাসতেন। একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁকে এক ডালি আনার হাদিয়া পাঠালে তিনি একটা হাতে নিয়ে খুব প্রশংসা করেন ও হাদিয়া দাতাকে সালাম পাঠিয়ে চাকরকে বলেন যে, তুমি এটা ফিরিয়ে দিয়ে বলো যে, আমি তার হাদিয়া প্রেরণের জন্য শুকরিয়া আদায় করছি। হাদিয়া দাতা যুক্তি দিলেন যে, রাসূল (ছাঃ), আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ), ওমর ফারূক (রাঃ) হাদিয়া গ্রহণ করতেন। আপনি কেন করবেন না? জওয়াবে তিনি বলেন, এগুলি তাঁদেরকে 'হাদিয়া' হিসাবেই দেওয়া হ'ত। কিন্তু তাঁদের পরে কর্মকর্তাদের জন্য এটা এখন ঘুষ মাত্র'।[২২] এর দ্বারা বুঝা গেল যে, 'হাদিয়া' দিতে হবে নিঃস্বার্থ ভাবে স্রেফ পরকালীন নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন দুনিয়াবী স্বার্থ থাকলে তা ঘুষ হিসাবে গণ্য হবে, যা হারাম।

হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) এগুলি স্থানীয় গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। তিনি একবার সফর থেকে বাচ্চাদের জন্য খালি হাতে বাসায় ফিরে এলে স্ত্রী তাঁকে বলেন, সফর থেকে ফিরে আসার সময় বাচ্চাদের জন্য কিছু নিয়ে আসা উচিত। তিনি বললেন, আমি কি দিয়ে নিয়ে আসব? একথা ওমর ফারূক (রাঃ)-এর কানে গেলে তিনি মু'আয (রাঃ)-কে কিছু তোহফা দেন ও বলেন, এর দ্বারা আপনি আপনার স্ত্রীকে খুশী করুন।[২৩] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের কাজে সফরে গেলে সেখান থেকে ফেরার পথে রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি সাপেক্ষে বাচ্চাদের খাবারের জন্য প্রতিষ্ঠানের পয়সা থেকে কিছু নেওয়া যেতে পারে।

আমরা ঘুষকে মাটিতে পুঁতে রাখা মানব বিধ্বংসী গোপন মাইনের সঙ্গে তুলনা করেছি একারণে যে, বিচারক বা কোন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে যখন হাদিয়া দেওয়া হয়, তখন তার মনটা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাদিয়া দাতার প্রতি নরম হয়ে যায়। নিজের অজান্তেই তিনি হাদিয়া দাতার পক্ষ নিয়ে ফেলেন। ফলে ন্যায় বিচারের বদলে অবিচার সংঘটিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। অথচ তিনি ভাবেন যে, আমি ন্যায় বিচার করেছি। হাদিয়ার অদৃশ্য প্রভাবেই এটা হ'য়ে থাকে। আর সেকারণেই গোপন মাইনের মত ঘুষ-বখশিশ সমাজ ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে ঘুষ ও বখশিশের যে জয়জয়কার চলছে, তাতে উপরোক্ত হাদীছ ও আছার গুলি দ্বীনদার মুমিন ভাই-বোনদের পথ দেখাবে বলে আশা করি। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত করুন- আমীন!!

২২. *আবুদর রঊফ রহমানী, আইয়ামে খেলাফতে রাশেদাহ (নেপালঃ জামে'আ সিরাজুল উলূম, তাবি) পৃঃ ৪৩২।*
২৩. *আব্দুর রঊফ রহমানী, আইয়ামে খেলাফতে রাশেদাহ (নেপালঃ জামে'আ সিরাজুল উলূম, তাবি) পৃঃ ৪২৭-২৮।*

প্র ব ন্ধ

হে যুবক ভাই! অবসর সময়কে কাজে লাগাও

*-মুহাম্মাদ আবদুল বারী বিন মুযযাম্মিল হক**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ إِنِّىْ ظَنَنْتُ أَنِّىْ مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ

'এই নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ! আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হ'তে হবে' (হা-ক্বাহ ১৯-২০)।

তুমি কি চিরস্থায়ী জান্নাতে নবী-রাসূলদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাওনা? তুমি কি জান্নাতে সুন্দরী দাসী এবং চক্ষু শীতলকারিণী 'হূর' দ্বারা উপকৃত হ'তে চাও না? তুমি কি তোমার দৃষ্টি আল্লাহ্র জন্য ব্যয় করবে না?

তবে শোন আল্লাহ্র বাণী-

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে' (ক্বিয়া-মাহ ২২-২৩)।

তুমি কি অফুরন্ত নে'মত এবং চক্ষু শীতলকারিণী 'হূর' চাও না?

তবে কবি কি বলেছেন শোন,

شَمِّرْ عَسى أَنْ يَّنْفَعَ التَّشْمِيْرُ وَانْظُرْ بِفِكْرِكَ مَا إِلَيْهِ تَصِيْرُ

طَوَّلْتَ آمَالاً تَكَنَّفَهَا الْهَوَى وَنَسِيْتَ أَنَّ الْعُمْرَ مِنْكَ قَصِيْرُ

'আল্লাহ্র পথে শক্তি ব্যয় করার প্রস্তুতি নাও। হয়ত তোমার শক্তি কাজে লাগবে। তোমার চিন্তা-ভাবনার দিকে লক্ষ্য কর, যার দিকে তুমি চলেছ। তুমি তোমার আকাঙ্খাকে দীর্ঘায়ূ করেছ, প্রবৃত্তির চাহিদায় যাকে ঢেকে রেখেছে অথচ তোমার আয়ূ যে অতি স্বল্প সে কথা তুমি ভুলে গেছ'।

আর তুমি ঐ যুবকের মত হও, যার সম্পর্কে বাকরুল আবেদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কথিত আছে যে, শাম দেশের একজন যুবক অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র ইবাদত করায় একদা তার মা তাকে ডেকে বলল, হে আমার বৎস! তুমি অন্যান্য যুবকদের ন্যায় খেলাধুলা কর না কেন, যাদের বয়স তোমার বয়সের মত? অতঃপর অনুগত বালক তার মাকে বলল, হে আমার মা! তুমি যদি আমার বেলায় বন্ধ্যা থাকতে...! তুমি যদি আমাকে জন্ম না দিতে! কারণ, তোমার ছেলেকে কবরে দীর্ঘ কাল ঘুমের ঘোরে থাকতে হবে এবং ক্বিয়ামতের মাঠে জীবনের হিসাব দেওয়ার জন্য নিঃস্ব হয়ে দাঁড়াতে হবে..। তখন মা তাকে বললেন, হে বৎস! আমি যদি তোমার ছোট ও বড় অবস্থার কথা না জানতাম, তাহ'লে আমার ধারণা তুমি ধ্বংসকারী কোন পাপে নিমজ্জিত হ'তে। যা আমি তোমাকে করতে দেখতাম। ছেলে বলল, হে আমার মা! আমার জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা কখন আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন, আর আমি হয়তবা সে সময় পাপে নিমজ্জিত থাকব। অতঃপর তিনি আমার অপকর্ম দেখে আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে বলবেন, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। তুমি চলে যাও'। যার কারণে আমি অন্য সাথীদের সাথে খেল-তামাশায় মত্ত না হয়ে আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন থাকি'।

অতীতের যুবকেরা এভাবেই আল্লাহ্র ইবাদত করত এবং তারা ভয় করত যে, তাদের ইবাদত আল্লাহ্র কাছে গৃহীত হ'ল কি-না। কিন্তু বর্তমান সময়ের যুবকেরা আল্লাহ্র ইবাদত থেকে পূর্ণ বিমুখ, যার প্রতি আল্লাহ দয়া করেন সে ব্যতীত। বর্তমান সময়ের যুবকদের মাঝে শুধু অলসতাই পাওয়া যায় না। বরং তারা অন্যমনস্ক এবং সীমালঙ্ঘনের মাঝেও নিমজ্জিত। এত অপরাধ করার পরেও তাদের প্রত্যেকেই ধারণা করে যে, আমরা ক্বিয়ামতের দিন পরিত্রাণ পাব।

রাসূল (ছাঃ)-এর উপদেশমালা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ –

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে তুমি পাঁচটি জিনিসকে গণীমত মনে কর। অকর্মণ্য বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে তোমার যৌবন শক্তিকে, অসুস্থতা আসার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, অস্বচ্ছলতার পূর্বে তোমার স্বচ্ছলতাকে, অবসর সময়কে ব্যস্ততা আসার পূর্বে এবং মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবিত অবস্থাকে' (বায়হাক্বী, হাকেম, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন)।

আত্মার পরিকল্পনা বনাম ইসলামঃ হে তরুণ ভাই! যে এই ধারণা পোষণ করে যে, সঠিক পথের উপর স্থির থাকার কারণেই আমার হাসি ও আনন্দে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, হাসি-ঠাট্টা, উপহাস থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং সাধারণ ভাবে প্রবৃত্তির চাহিদাকে বারণ করেছে, সে ভুল পথে আছে অথবা ভুল করছে। বরং হে তরুণ ভাই!

* *ষোলমারি, পোঃ কৈমারী, থানাঃ জলঢাকা, নীলফামারী।*

উপরোল্লিখিত কাজগুলো ইসলামের গণ্ডির ভিতরে থেকে করতে হবে। যাতে করে মানুষ অধিক প্রবৃত্তির চাহিদায় এবং খেল-তামাশায় মত্ত না হয়।

ইসলামে যে সমস্ত আনন্দ উল্লাস বৈধ এবং যা করার জন্য ইসলামে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তা নিম্নে প্রদত্ত হল-

প্রথমঃ আনন্দ উল্লাসের প্রথমটি হ'ল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। যা বাস্তবায়নের জন্য ইসলামে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার সঞ্চার হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ -

'আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে' (রূম ২১)।

সামর্থ্যবান যুবকদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা ইহা তার দৃষ্টি শক্তিকে অবনমিত রাখবে, লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে। আর যে বিবাহ করতে সক্ষম নয় সে যেন ছাওম পালন করে। ছাওমই তার কুপ্রবৃত্তির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে' (বুখারী, মুসলিম)।

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রধান উপকারিতা সমূহঃ

* বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্তবায়ন করা হয়। যার বর্ণনা তিনি তার কিতাব আল-কুরআনে দিয়েছেন।

* নবী-রাসূলগণের নীতি, বিশেষ করে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নীতি বাস্তবায়ন করা হয়।

* এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমপ্রীতি, ভালবাসা এবং সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়।

* বিবাহের মাধ্যমেই বিভিন্ন পরিবার-পরিজনের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি ও ভ্রাতৃত্ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

* এর দ্বারা বংশ রক্ষা হয়।

* লজ্জাস্থানকে সংযত করা হয় এবং একে অপরের উপর সীমালঙ্ঘন লোপ পায়।

* এর দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হয়। ফলে ইসলামী উম্মাহ্র শক্তি বেড়ে যায় এবং ইসলামের শত্রুরা ভয় পায়।

* এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পূণ্য অর্জিত হয়। যখন তারা ইসলামের নীতি অনুযায়ী বাসনা পূর্ণ করে।

* এর দ্বারা ইসলামী সমাজ বিশৃংখলা ও অধঃপতন থেকে রক্ষা পায়।

* বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী মারাত্মক ব্যাধি সমূহ হ'তে রক্ষা পায়, যে সব ব্যাধি হারাম পন্থায় মিলনের কারণে হয়ে থাকে।

হে যুবক ভাই! ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষতির দিকে লক্ষ্য করে ইসলামে ব্যভিচার চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, যেনার ফলেই বংশ মিশ্রিত হয়ে যায়। হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষ ও বিপদাপদ ব্যাপ্তি লাভ করে এবং দ্বীনের প্রচার, প্রসারকে কমানোর জন্য যেনার মধ্যেই সব অনিষ্টতা থাকে। যেমন- এর ফলে পরহেযগারিতা ও চক্ষু লজ্জা চলে যায় এবং আত্মমর্যাদা কমে যায়। অতঃপর তুমি কোন যেনাকারীর মধ্যে পরহেযগারিতা, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, সত্য কথা বলা, বন্ধুর সাথে ভাল ব্যবহার করা, তার পরিবারে পূর্ণ আত্মমর্যাদা ইত্যাদি কিছুই পাবে না।

যেনার পরিণতিঃ

১. যেনার মত হারাম কাজে লিপ্ত থাকার কারণে আল্লাহ্র ক্রোধে নিমজ্জিত হ'তে হয়।

২. অন্যায় করার কারণে চেহারা মলিন হয় এবং বিপদ ও বিদ্বেষের ফলে পেরেশানীতে পড়তে হয়।

৩. অন্তর অন্ধকারে পরিণত হয়, আলো নিভে যায়, একাকীত্ব বেড়ে যায় ও বক্ষ সংকীর্ণ হয়।

৪. দেরীতে হ'লেও যেনাকারীর দরিদ্রতা অবশ্যম্ভাবী।

৫. যেনাকারী মানুষের দৃষ্টি এবং আল্লাহ্র দৃষ্টি থেকে নিম্নে পতিত হবে।

৬. পাপী, খেয়ানতকারী, যেনাকারী ও ফাসেক উপাধিতে ভূষিত হবে, যা অতি জঘন্য উপাধি।

৭. অন্তর থেকে ঈমান উঠিয়ে নেওয়া হয়। এমর্মে হাদীছে বলা হয়েছে,

لَايَزْنِيْ الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ،

অর্থাৎ 'মুমিন মুমিন থাকা অবস্থায় যেনা করে না। কিছু

সময়ের জন্য তার থেকে ঈমান দূরে সরে যায় যার ফলে সে যেনায় লিপ্ত হয়' (বুখারী, মুসলিম)।

৮. যেনাকারী পুরুষ ও মহিলাকে শাস্তির জন্য জাহান্নামের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হবে।

৯. জীবন ধ্বংসকারী রোগে আক্রান্ত হওয়া। যেমন- এইডস, সিফিলিস, গণোরিয়া ইত্যাদি।

১০. চক্ষু শীতলকারিণী 'হূর'দের দ্বারা উপকৃত না হওয়া এবং চিরস্থায়ীভাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া।

দ্বিতীয়ঃ ইসলাম স্বীকৃত যে সমস্ত আনন্দ-উল্লাস করা বৈধ এবং যা করার জন্য ইসলামে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এর দ্বিতীয়টি হ'ল- খানা-পিনার মাধ্যমে আনন্দ উল্লাস করা। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ

'অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেওয়া রিযিক গ্রহণ কর। অতঃপর তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে' (মুলক ১৫)।

খানা-পিনার বৈশিষ্ট্যঃ

১. খাদ্য হবে পবিত্র বস্তু থেকে। আল্লাহ বলেন,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

'তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু তিনি হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তু সমূহ' (আ'রাফ ১৫৭)।

অতএব ধূমপান, মদ পান ইত্যাদি সবগুলো অপবিত্র। ইসলাম এগুলোকে হারাম করেছে।

২. প্রয়োজন অনুযায়ী ভক্ষণ করা, অপচয় না করা। আল্লাহ বলেন, وَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

'খাও, পান কর এবং অপব্যয় করোনা' (আ'রাফ ১৩)।

৩. যে সময় খাদ্য গ্রহণ করা নিষেধ সে সময় খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ্‌র বাণীঃ

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

'অতঃপর ছিয়াম পূর্ণ কর রাত্রি আসা পর্যন্ত' (বাক্বারাহ ১৮৭)।

খানাপিনা হালাল মাল থেকে হ'তে হবে, কেননা হারাম থেকে শরীরের যে মাংসের সঞ্চার হবে তা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

তৃতীয়ঃ হাসি-ঠাট্টা করাঃ ন

বী করীম (ছাঃ) হাসি-ঠাট্টার মাঝেও সত্য কথা বলেছেন। ইসলামের মধ্যে হাসি-ঠাট্টার ছলেও বাতিলের স্থান নেই। এমনকি একাধিক মিথ্যা বিষয়ের মধ্যে কোন একটি মিথ্যা বিষয় দ্বারা কাউকে পাছড়ে ফেলারও কোন সুযোগ নেই এবং হাসি-ঠাট্টার বিষয়কে সামনে রেখে সময় নষ্ট করারও কোন সুযোগ নেই। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَيْلٌ لِّلَّذِىْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيَضْحَكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ ، وَيْلٌ لَهُ،

'যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস' (আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, আলবানী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন)।

চতুর্থঃ যিয়ারত বা ভ্রমণঃ

যিয়ারত বা ভ্রমন করাও ইসলামের বৈধ কাজ গুলোর মধ্যে অন্যতম। তবে শর্ত হ'ল- যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র বিরোধিতা প্রবেশ করে। যেমন- ভ্রমনে গিয়ে অশ্লীল কথা-বার্তা বলা, অযথা খেলার আয়োজন করা, ধূমপান করা এবং এছাড়াও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় কাজের আয়োজন করা।

এ মর্মে শায়খ ইবনে উছাইমীন বলেন যে, 'আমি যুবকদেরকে তাদের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাতের জন্য উৎসাহ প্রদান করি। এতে করে তাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি ও সহমর্মিতার সৃষ্টি হবে। কারণ, জাতি সম্পর্কে এবং নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে জানার দায়িত্ব তো তাদেরই কাঁধে, যাতে করে তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরে পরিণত হয় এবং একজন ব্যক্তির ন্যায় হয়' (অর্থাৎ যাতে করে তারা একচ্ছত্র শক্তির মালিক হয়)।

আর সাক্ষাতের ফলাফল কতই না সুন্দর। এ কথা তখনই উপলব্ধি করতে পারবে যখন তুমি নিকটে বা দূরে কোথাও ভ্রমণে যাবে। অতঃপর তুমি দেখতে পাবে যে, সাক্ষাতের প্রতিক্রিয়া অতি বড়। পরিশেষে শায়খ উছাইমীন সকল পরিচালক, প্রভাষক ও প্রশিক্ষক যিয়ারত বা ভ্রমনের ব্যাপারটি ইনছাফের সাথে দেখার কথা বলে শেষ করেন।'

পঞ্চমঃ শরীর চর্চা এবং শরীরকে সুঠাম করাঃ

কারণ সবল মুমিন আল্লাহ্‌র কাছে দুর্বল মুমিন অপেক্ষা উত্তম।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

عَلِّمُوْا أَوْلَادَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرِّمَايَةَ وَرُكُوْبَ الْخَيْلِ-

'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাঁতার, তীরান্দাজী এবং ঘোড় সওয়ারী শিক্ষা দাও'। তবে যুবকদের উচিত তারা যেন এগুলোকে সৎ নিয়তে শিখে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা এবং দ্বীন, শরীয়ত, ধন-সম্পদ এবং আত্মমর্যাদাকে অটুট রাখা।

[চলবে]

কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল

মূল (আরবী)ঃ আলী খাশান
অনুবাদঃ মুযযাম্মিল আলী*

(৫ম কিস্তি)

তাক্বলীদের ভয়াবহতাই নিন্দিত এখতেলাফের প্রকৃত কারণঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য কর, সাবধান পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়ো না। এতে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের সকল প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব হয়ে যাবে, বরং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন' (আনফাল ৪৬)।

বস্তুতঃ মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, পারস্পরিক মতবিরোধই হচ্ছে সকল দুর্বলতার মূল কারণ। যখন আমরা আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে আমাদের বিচারক মানব, কেবল তখনই পরস্পর মতবিরোধ সংঘটিত হ'তে পারে না। পক্ষান্তরে মতবিরোধ তখনই সংঘটিত হ'তে পারে যখন প্রতিটি মানুষ নিজস্ব মত কিংবা সে যার তাক্বলীদ করে তার মতের প্রতি কোন প্রকার দলীল-প্রমাণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে গোঁড়ামী প্রদর্শন করবে। এ জন্যই আমরা ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-দের দেখতে পাই যে, তাঁদের কেউই সকল বিষয়াদিতে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বিশেষের তাক্বলীদ করতেন না। তাই তাঁদের মাঝে প্রবীণ বা নবীন নামে কোন গ্রুপ ছিল না। অনুরূপভাবে চার ইমাম ছাড়াও অন্যান্য ইমামগণ তাঁদের নিজেদের মতামত গুলো গ্রহণের পক্ষে কোন প্রকার গোঁড়ামী প্রদর্শন করেননি, বরং তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ প্রাপ্তির কারণে নিজেদের মতামতকে বিনা বাক্যে পরিত্যাগ করতেন। দলীল না জেনে তাঁদের কথার তাক্বলীদ করতেও তাঁরা অন্যান্য লোকদের বারণ করতেন। আর এতে আশ্চর্য বোধ করার কিছুই নেই; কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর কথানুসারে তাঁরাইতো সর্বোত্তম মানুষ। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ, তারপর যারা তাদের পরে আসবে, অতঃপর যারা পরবর্তীদের পরে আসবে' (বুখারী, মুসলিম)। তাঁরা কথায় ও কাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে অগ্রসর হ'তেন না। তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে হাতে-দাঁতে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতেন, যেভাবে তা আঁকড়ে ধরার জন্য তিনি হাদীছে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন হাদীছে বলা হয়েছে, 'তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হ'ল আমার সুন্নাত এবং হেদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে শক্তভাবে হাতে-দাঁতে আঁকড়ে ধরা। আর ধর্মের ভিতরে নতুন কিছু আবিষ্কার করা থেকে সতর্ক থাকবে, কেননা ধর্মে নতুন আবিষ্কার মাত্রই বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই পথ ভ্রষ্টতা'।[১]

আর কারো অজানা নয় যে, যা সুন্নাত অনুযায়ী সম্পাদিত হয় না, তা বিদ'আত। এ জাতীয় কাজ কিছুতেই পালন করা জায়েয নয়, যদিও সে কাজটির সূত্রপাত কোন সম্মানিত ইমাম দ্বারাও হয়ে থাকে।

ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, সত্য লাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একজন সত্য থেকে বিচ্যুত হ'লেন এবং একজন সত্য অর্জনের জন্য ইজতিহাদ করলেন কিন্তু সে সত্য অর্জন করতে পারলেন না। এ কারণে তাঁকে শাস্তি দেয়া হবে না। সঠিক সত্য লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন বলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে এবং ইজতিহাদরে ত্রুটির কারণে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন যিনি তিনিও ক্ষমা পাবেন। এমনিভাবে পূর্ব ও পরবর্তী অনেক মুজতাহিদ ছিলেন, তারা যা বলেছেন বা করেছেন প্রকৃতপক্ষে সেগুলি ছিল বিদ'আত। তারা জানতেও পারেননি যে, তা আসলে বিদ'আত। এর কারণ, হয়তবা তাঁরা কোন 'যঈফ' হাদীছকে ছহীহ মনে করেছিলেন, অথবা কোন আয়াতের কারণে হয়েছে, যা থেকে তাঁরা এমন কোন অর্থ বুঝেছিলেন যা প্রকৃতপক্ষে ঐ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় না। কিংবা কোন ব্যাপারে কোন মত পোষণ করার কারণে হয়েছে, যদিও সে বিষয়ে 'নছ' (প্রত্যক্ষ দলীল) রয়েছে, যা তাঁদের নিকট পৌঁছায়নি। যখন একজন ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালককে তার সাধ্যমত ভয় করে, সেতো আল্লাহ্র এই শিখানো দো'আর মধ্যে শামিল হয়ে গেল। যেখানে বলা হয়েছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই বা কোন ত্রুটি করে ফেলি, তবে তুমি এজন্য আমাদের পাকড়াও করো না' (বাক্বারাহ ২৮৬)। ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লহ তা'আলা এ দো'আর প্রতি উত্তরে বলেন, 'আমি তা করলাম'।[২]

যেরূপভাবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) কখনও রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি বিশেষের মতামত গ্রহণের ব্যাপারে গোঁড়ামী প্রদর্শন করেননি। বরং যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়- 'রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবায়ে কেরাম কোন বিষয়ে ভিন্ন মতামত পোষণ করলে সে ক্ষেত্রে আপনি তাদের কথাগুলোর ব্যাপারে কি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন? উত্তরে তিনি বলেন, এমন অবস্থায় আমি তাঁদের উক্তিগুলোর মধ্যে যে উক্তিটি কিতাবুল্লাহ বা সুন্নাহ অথবা ইজমা[৩] এর সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, নতুবা ক্বিয়াসের দিক থেকে যা অধিক

* সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। হাদীছ ছহীহ ।
২. মা'আরিজুল উছূল থেকে গৃহীত।
৩. ইজমা বলতে সম্ভবতঃ সেই ইজমাকেই তিনি উদ্দেশ্য করেছেন যা ছাহাবীগণের মতভেদের পরে সংঘটিত হয়েছে।

পরিমাণে সঠিক হয়, কেবল সে উক্তিটিই গ্রহণ করি।[৪] ইমাম শাফেঈ তাঁর 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থে আরো বলেন, হাদীছ বর্তমান থাকাবস্থায় কিছুতেই ক্বিয়াসের মাধ্যমে কোন কথা বলার অবকাশ নেই,.... অনুরূপভাবে সুন্নাতের পর ক্বিয়াস কেবল তখনই দলীল হ'তে পারে, যখন সুন্নাত পাওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অপারগতা দেখা দেবে।

তিনি আরো বলেন, রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত দলীল বিহীন কথা বলার কারো কোন অধিকার নেই, কেউ কিছু উত্তম ভেবে থাকলেও তা দলীল বিহীন বলতে পারবে না। কেননা উত্তম মনে করে কোন কথা বলা এমন এক নতুন জিনিসের জন্মদানকারী হয়, যার কোন তুলনা অতীতে খুঁজে পাওয়া বিরল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর আহবানকে তোমরা পরস্পরের আহবানের মত গণ্য করো না, তোমাদের মধ্যে যারা চুপিসারে কেটে পড়ে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত। কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন ফিৎনা অথবা মর্মান্তিক শাস্তিতে নিমজ্জিত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকে' (নূর ৬৩)।

জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট এ বিষয়টি মোটেও লুকায়িত নয় যে, কোন মাযহাবের প্রতি গোঁড়ামী প্রদর্শনকারী ব্যক্তি মাযহাব বিরোধী ছহীহ দলীল পাওয়া সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ)-এর আহবানকে অন্যান্য মানুষের আহবানের সমতুল্য করে ফেলেছে শুধু তা-ই নয়, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর কথার চেয়ে নিজ মাযহাবের কথাকে অগ্রগণ্য করেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে অগ্রসর হয়ো না, আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ (হুজুরাত ২)। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, 'বিশ্বাসীদের মাঝে যখন ফায়ছালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে আহবান করা হয়, তখন তাদের কেবল এই বলা উচিত যে, আমরা তা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম; উভয় জগতে তারাই হবে সফলকাম। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করে আর আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি হ'তে সাবধান থাকে, তারাইতো হবে সফলকাম (নূর ৫১-৫২)।

এসব কারণেই সালাফে ছালেহীন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে খুবই শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতেন এবং সুন্নাতের বিরোধী সকল কথাকে প্রত্যাখ্যান করতেন।

আমরা চার ইমাম এবং হেদায়াতের পথ নির্দেশকারী অন্যান্য ইমামদের দেখতে পাই যে, তাঁরা ছহীহ হাদীছ হ'লে তা পালন করা অপরিহার্য হওয়ার কথাটি অকপটে বলে গেছেন। তাঁরা বলতেন যে, হাদীছের কথাই আমাদের কথা। তাঁরা কোন ভাবেই হাদীছের বিরোধিতা করতেন না। আর তাঁরা তাক্বলীদকে অপসন্দ করতেন। যেমন ইমাম মালিক (রহঃ) তাঁর মুওয়াত্ত্বা কিতাবে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা পালন করানোর ব্যাপারে জনগণকে বাধ্য করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমি একজন মানুষ মাত্র, তাই আমার দ্বারা ভুল ও শুদ্ধ উভয়টাই হ'তে পারে। অতএব তোমরা আমার অভিমত সঠিক কি-না তা পরীক্ষা করে দেখ। এতে যা কিতাব ও সুন্নাতের অনুকূলে হয়, তোমরা তা গ্রহণ কর আর যা কিতাব ও সুন্নাতের বিপরীত হয় তা বর্জন কর'।[৫]

তিনি আরো বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি নেই যার সকল কথা বিনা বাক্যে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কথা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করবে নতুবা বর্জন করবে এছাড়া তার জন্য কোন বিকল্প পথ নেই। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, যখন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে, তখন সেটাই হবে আমার মাযহাব। তিনি আরো বলেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে আমাদের কথার সূত্র না জানা পর্যন্ত তা পালন করা আদৌ ঠিক হবে না। অন্য এক বর্ণনা মতে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার দলীল সম্পর্কে অবগত হবে না, তার পক্ষে আমার কথা দ্বারা ফৎওয়া প্রদান করা হারাম বলে গণ্য হবে। কেননা আমরা তো মানুষ, আমরা আজকে এক কথা বলি আবার পরের দিন সে কথা প্রত্যাহার করে নেই।[৬]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তো সুন্নাতকে শক্তভাবে ধারণ করার প্রতি সবচেয়ে বেশী আহবান জানিয়েছেন। তাঁর সে আহবান সম্বলিত কথাগুলোর অংশ বিশেষ পূর্বের আলোচনায় এসেছে। নিম্নে পাঠকদের অবগতির জন্য তাঁর আরও কিছু বক্তব্যের উদ্ধৃতি প্রদান করা হ'ল। পাঠক বৃন্দ! এতে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। আল্লাহ্‌র জন্যই ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর সকল সৌন্দর্য নিবেদিত। বস্তুতঃ তিনি বলেছেন, এমন কোন ব্যক্তি নেই যার নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর কোন না কোন হাদীছ অজানা বা গোপন থাকতে পারে না, কাজেই আমি যে কোন কথা বা মৌলনীতি নির্ধারণ করিনা কেন, আমার সে কথা বা নীতির বিপরীতে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর কথাই হবে আমার কথা।

তিনি বলেন, মুসলমানগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, কারো নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ প্রমাণিত হ'লে অপর কারো কথা রক্ষার জন্য সে হাদীছকে পরিত্যাগ করা তার পক্ষে আদৌ বৈধ হবে না।

তিনি আরো বলেন, তোমরা যখন আমার কিতাবে রাসূল

৪. আর-রিসালাহ।

৫. ইমাম মালিকে এই কথা এবং পরে বর্ণিত ইমামদের কথাগুলোর ব্যাপারে জামিউ-বায়ানিল ইলমি, ইফাজুল হিসাম ও মুকাদ্দিসাতু সিফাতি সালাতিন্নবী কিতাব সমূহ দ্রষ্টব্য।

৬. আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির, ইমাম শা'রানী হানাফী; পৃঃ ৩৪৩, অনুরূপ কথা ইমাম আবু ইউছুফ ও যুফার থেকে বর্ণিত হয়েছে, দেখুনঃ একদুলজাদী পৃঃ ৫৬, হজ্জতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃঃ ১৬৩।

(ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী কিছু পাও, তখন রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকেই প্রচার কর এবং আমি যা বলেছি তা প্রত্যাখ্যান কর। যে কোন বিষয়ে হাদীছ বেত্তাগণের নিকট আমার কথার বিপরীতে যদি রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়, তাহ'লে আমি আমার জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পরেও আমার সে কথা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী।

তিনি বলতেন, আমি যে সকল কথা বলেছি সেগুলোর বিপরীতে যদি রাসূল (ছাঃ)-এর কোন ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান থাকে, তাহ'লে গ্রহণের দিক থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছই অগ্রগণ্য হবে, অতএব হে লোক সকল! তোমরা আমার তাক্বলীদ করো না।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর শিষ্য ইমাম মুযানী (রহঃ) তার 'মুখ্তাছারু কিতাবিল উম' গ্রন্থের প্রারম্ভে বলেছেন, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) কর্তৃক তাঁর ও অন্য কারো তাক্বলীদ নিষিদ্ধ করার বিষয়টি জানিয়ে দেয়া সত্ত্বেও আমি এই কিতাব খানা ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর জ্ঞান এবং তাঁর কথার অর্থ থেকে সংক্ষিপ্ত করেছি, যাতে এর দ্বারা আমি সেই ব্যক্তির ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিতে পারি, যিনি 'কিতাবুল উম' সম্পর্কে অবগত হ'তে ইচ্ছা পোষণ করেন, যাতে তিনি নিজের দ্বীন সম্পর্কে জানার জন্য তাতে চিন্তাভাবনা করতে পারেন ও নিজের জন্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে পাবেন। আর জানা উচিত যে, সকল তৌফিকের মালিক একমাত্র আল্লাহই।

এখানে ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর কিছু কথার উদ্ধৃতি দেয়া হ'ল- তিনি তাঁর কোন এক শিষ্যকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তুমি আমার তাক্বলীদ কর না এবং ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আওযাঈ ও ইমাম ছাওরী এঁদের কারোই তাক্বলীদ কর না, বরং তারা যেখান থেকে দলীল সংগ্রহ করেছেন তুমিও সেখান থেকে দলীল সংগ্রহ কর।

তিনি বলেন, ইমাম আওযাঈ (রহঃ)-এর মতামত আর ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতামত, এগুলো সবই মতামত বৈ আর কিছুই নয়। আমার দৃষ্টিতে এসব একই মানের, এগুলোর কোনটিই দলীল হবার যোগ্য নয়। কেননা দলীল হবার যোগ্যতা রয়েছে কেবল হাদীছের মধ্যেই।

তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে অগ্রাহ্য করল, সে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হ'ল।

এই সব উক্তির মাঝে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে শক্তভাবে ধারণ করা এবং তাক্বলীদকে পরিহার ও প্রত্যাখ্যান করার প্রতি উদাত্ত আহবান রয়েছে। এ কারণেই আমরা এই সকল ইমামগণের শিষ্যদের দেখতে পাই যে, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের উস্তাদগণের মতের বিরোধিতা করেছেন, যখন তাঁদের নিকট হাদীছ বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে মাযহাবী গোঁড়ামী বিস্তার লাভ করে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে। কোন বুদ্ধিমানের নিকট এ বিষয়টি মোটেই লুকায়িত নয় যে, এই মুসলিম জাতির মর্যাদা আর বিজয় সমূহ কেবল প্রথম তিন যুগের মধ্যেই অর্জিত হয়েছিল। এই তিন যুগের প্রতি লক্ষ্য করে ইমাম মালেক (রহঃ) বলতেন, এই জাতির পরবর্তী লোকগুলো কেবল তা দিয়েই সংশোধিত হ'তে পারে, যা দিয়ে এ জাতির প্রথম লোকগুলো সংশোধন প্রাপ্ত হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই জাতির প্রথম লোকগুলো তাক্বলীদ, বিদ'আত ও প্রবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমে সংশোধন লাভ করেনি, বরং তারা সংশোধন প্রাপ্ত হয়েছিল জাগ্রত জ্ঞানের ভিত্তিতে আনুগত্যের মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'বলুন! এটাই আমার পথ, আমি এবং আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ্র পথে আহবান করি। আল্লাহ মহিমান্বিত, আর আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই' (ইউসুফ ১০৮)।

সাইয়েদ সাবেক্ব তাঁর 'ফিক্হুস সুন্নাহ' নামক গ্রন্থে তাক্বলীদের ভয়াবহতা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করতঃ বলেন, ...আর তাক্বলীদের উপর অবিচল থাকা, কিতাব ও সুন্নাতের মাধ্যমে হেদায়াতের পথ বন্ধ হওয়া এবং ইজতিহাদের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবার কথা বলার কারণে মুসলিম জাতি সকল অনিষ্ট ও বিপদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। আর সেগুলিই সর্পের ছিদ্রে প্রবেশ করেছে, যা থেকে রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। এসব কিছুর অশুভ পরিণতিতে মুসলিম জাতি বিভিন্ন দল ও গোত্রে বিভক্ত হয়েছে। এর অশুভ পরিণতির মধ্যে ছিল বিদ'আত প্রসারিত হওয়া, সুন্নাতের নিদর্শনাদি বিলুপ্ত হওয়া, বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা স্থবির হয়ে যাওয়া, চিন্তা-ভাবনার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং জ্ঞানগত স্বনির্ভরতা বিলুপ্ত হওয়া, যা এমন একেকটি বিষয় যে, তা মুসলিম জাতির ব্যক্তিত্বকে দুর্বলতার অতল তলে পৌঁছে দিয়েছে। হারিয়ে দিয়েছে তাদের উদ্ভাবনী জীবনকে, যার কারণে মুসলিম জাতি সামনে চলার ও উঠে দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে নিশ্চল ও অক্ষত হয়ে বসে পড়েছে। ফলে অনুপ্রবেশকারীরা ইসলামে ছিদ্র খোঁজে পায়। আর এরই মাধ্যমে তারা ইসলামের অভ্যন্তরে আঘাত হানতে সক্ষম হয়।

[চলবে]

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের স্বরূপ

-শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম*

(২য় কিস্তি)

ইসলামী রাষ্ট্র পরিচিতিঃ

জনজীবনে নিরাপত্তা বিধান ও নাগরিক জীবনের প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। সেজন্য মক্কা হ'তে মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (ছাঃ) সেখানে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন।

বর্তমান নিবন্ধের প্রথমদিকে রাষ্ট্রের পরিচিতি সম্পর্কে আমরা অবহিত হয়েছি। এক্ষণে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

কুরআন-সুন্নাহ্তে বর্ণিত মূলনীতি অবলম্বনে প্রণীত আইন দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রই মূলতঃ 'ইসলামী রাষ্ট্র' নামে অভিহিত। অর্থাৎ আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্কে আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণপূর্বক যে ভূ-খণ্ডের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী জীবন বিধান মেনে চলে এবং সেখানে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে খিলাফতের ধারণার ভিত্তিতে যোগ্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত অধিকতর আল্লাহ ভীরু, চরিত্রবান ও যোগ্য নেতৃত্ব এবং তাঁর মনোনীত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়। যাকে ইংরেজীতে বলা যায়- 'Rulership of Allah on the people by the piousmen with Justice'.

ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রকে 'দা-রুল ইসলাম' (دار الإسلام) বলা হয়। এখানে ব্যবহৃত 'দার' (دار) শব্দটি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'রাষ্ট্র' বা এরই সমার্থক।

ইমাম সারাখ্সী স্বীয় 'শারহু সিয়ারিল কবীর' গ্রন্থে দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে বলেছেন, دار الإسلام – اسم للموضع الذى يكون تحت يد المسلمين অর্থাৎ 'দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র এমন অঞ্চলের নাম, যা মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে'।[১]

এ সংজ্ঞায় স্পষ্টভাবে 'রাষ্ট্র' ও 'অঞ্চল' এ দু'টো জিনিষের উল্লেখ থাকলেও রাষ্ট্র সংক্রান্ত অন্যান্য কথা যেমন- রাষ্ট্রের নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ এর মধ্যে লুক্কায়িত আছে। কেননা একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, প্রকৃত মুসলমানরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ) এবং কুরআন-সুন্নাহ্তে বিশ্বাসী হওয়ায় তারা যখন কোন ভৌগলিক এলাকায় শাসনকর্তৃত্ব স্থাপন করে, তখন অবশ্যই ইসলামী বিধান অনুযায়ী যাবতীয় কার্য সম্পাদন করবে।

'শারহুল আযহার' গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করা হয়েছে - هى التى تظهر فيها شعائر الإسلام بقوّة المسلمين ومنعتهم 'ইসলামী রাষ্ট্র হ'ল এমন একটি দেশ, যেখানে ইসলামের যাবতীয় নিয়ম-বিধান সুপ্রকাশিত ও বিজয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে'।[২]

এ সংজ্ঞায় রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সাথে সাথে রাষ্ট্রের নাগরিক ও ভৌগলিক অঞ্চলের কথা উল্লেখ আছে। এখানে লক্ষণীয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ার জন্য দেশের সকল নাগরিকের মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। বরং সেখানে অমুসলিম নাগরিকও থাকতে পারে। এজন্য প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম সারাখসী 'আল-মাবসূত' এবং ইমাম ইবনু কুদামাহ 'আল-মুগনী' গ্রন্থে অমুসলিম নাগরিকদের ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে অভিহিত করে বলেছেন- "الذى من أهل دار الإسلام" অর্থাৎ 'অমুসলিমরাও ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক'।[৩]

এ প্রসঙ্গে 'ফাতহুল আযীয' গ্রন্থে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর বক্তব্য আরো স্পষ্ট। তিনি বলেছেন- ليس من شرط الإسلام أن يكون فيها مسلمون بل يكفى كونها فى يد الإمام و إسلامه অর্থাৎ 'দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্রে কেবল মুসলমান হওয়া শর্ত নয়; বরং রাষ্ট্র শাসকের মুসলিম হওয়া ও ইসলামের অনুসরণ করাই যথেষ্ট।'[৪] এর অর্থ এই নয় যে, ইমাম শাফেঈর মতে অমুসলিম নাগরিকদের উপর ইসলামী আইন জারি হবে। তাঁর কথার তাৎপর্য হ'ল একটি রাষ্ট্রকে ইসলামী বলে চিহ্নিত করার জন্যে রাষ্ট্র শাসকের মুসলিম হওয়া ও ইসলামী বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র শাসন করাই প্রথম শর্ত। এটা হয়ে গেলেই তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে।

আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক খুরশীদ আহমাদ ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় বলেছেন- 'যে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ইসলামী আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিয়ে সে মুতাবিক লক্ষ্যে পৌঁছার সর্বাত্মক প্রয়াস যে রাষ্ট্রে চালানো হয়, সেটাই ইসলামী রাষ্ট্র।'[৫]

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, পাইকগাছা কলেজ, পাইকগাছা, খুলনা।

১. ডঃ আব্দুল করিম জায়দান, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, (আধুনিক প্রকাশনীঃ ঢাকা-চট্টগ্রাম, খুলনা, পঞ্চম সংস্করণ, মে '৯৫) পৃঃ ১৬; প্রফেসর মোঃ আব্দুল খালেক ও অন্যান্য, ইসলামিক স্টাডিজ সংকলন (স্নাতক) (ঢাকাঃ প্রফেসর'স প্রকাশন দ্বিতীয় মুদ্রনঃ জুলাই '৯৫) পৃঃ ১১০।

২. তদেব।

৩. তদেব, পৃঃ ১৭ ও ১১০।

৪. তদেব।

৫. ইসলামিক স্টাডিজ সংকলন, পৃঃ ১১১।

আল্লামা আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী 'আল-আহকামুস্ সুলতানিয়াহ' গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় বলেছেন- إنها موضوعة لخلافة النّبوّة فى حراسة الدّين و سياسة الدّنيا 'দ্বীনের পাহারাদারী সংরক্ষণ ও দুনিয়ার সুষ্ঠু পরিচালনে নবুঅতের প্রতিনিধিত্ব করার উদ্দেশ্যেই তা প্রতিষ্ঠিত।'[৬]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানী ইমাম ইবনু খালদুন স্বীয় 'মুকাদ্দামাহ' গ্রন্থে বলেছেন 'শরীয়তের দাবী অনুযায়ী নাগরিকগণের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের সর্বাধিক দায়িত্ব গ্রহণকারী রাজনৈতিক সংগঠনই ইসলামী রাষ্ট্র'।[৭]

আরব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডঃ মুস্তফা কামিল বলেছেন, 'জনগণের একটি সুগঠিত দল, যা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিকারী; সার্বভৌমত্ব সম্পন্ন, যার একটি ভাবপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে'[৮] সেটাই হ'ল ইসলামী রাষ্ট্র। ডঃ আবদুল করীম যায়দান বলেন, রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞাই দেয়া হোক না কেন, তার নিম্নোক্ত পাঁচটা দিক অনিবার্য।- (১) সুসংবদ্ধ জনসমাজ (২) যা একটি ব্যাপক ব্যবস্থার অনুগত (৩) একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী (৪) সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন (৫) আর তার রয়েছে ভাবগত স্বাতন্ত্র্য।[৯]

নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় যে রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন তাতে রাষ্ট্রের উপরোক্ত সবক'টি উপাদানই (Elements) যথাযথভাবে বর্তমান ছিল। জনসমাজ বলতে সেখানে ছিল মুহাজির ও আনছার মুসলিমগণ। তারা যে সামগ্রিক ব্যবস্থা মেনে চলতো, তা ছিল ইসলামী শরীয়তের আইন ও বিধান। আর মদীনা ছিল রাষ্ট্রের অঞ্চল। তাদের জন্য যে ইলাহী সার্বভৌমত্ব ছিল, তা রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে নবী করীম (ছাঃ) জনগণের কল্যাণে ব্যবহার ও প্রয়োগ করতেন। এ সমাজের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব ছিল সুস্পষ্ট ও সুপ্রকাশিত। রাসূল (ছাঃ) রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে যে সব চুক্তি সম্পন্ন করতেন তা পালন ও রক্ষা করে চলা সকল জনগণের পক্ষেই অপরিহার্য কর্তব্য হ'ত। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি দায়ী হ'তেন না।

[চলবে]

৬. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী দ্বিতীয় প্রকাশ, আগষ্ট '৯৫) পৃঃ ১৫০।*
৭. *তদেব।*
৮. *ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পৃঃ ১৩; ইসলামিক স্টাডিজ সংকলন, পৃঃ ১১১।*
৯. *ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পৃঃ ১৩, ১৪।*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর উদ্যোগে

রচনা প্রতিযোগিতা

- ১ম গ্রুপ – দাখিল বা সমমানের শিক্ষার্থীদের জন্য।
  বিষয়ঃ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাল্য জীবন'
  অনূর্ধ ১০০০ শব্দ।
- ২য় গ্রুপ – আলিম বা সমমানের শিক্ষার্থীদের জন্য।
  বিষয়ঃ 'যুবসমাজের আত্মত্যাগ ব্যতীত জাতির উন্নতি সম্ভব নয়'।
  অনূর্ধ ২০০০ শব্দ।
- ৩য় গ্রুপ – স্নাতক ও স্নাতকোত্তর/ফাযিল ও কামিল ক্লাসের ছাত্রদের জন্য।
  বিষয়ঃ প্রচলিত সমাজ বনাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজ'।
  অনূর্ধ ২৫০০ শব্দ।

নিয়মাবলীঃ

* 'রচনা' প্রতিষ্ঠানের প্রধান/বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত হ'তে হবে।
* ফুলস্কেপ সাইজ কাগজে নিজ হাতে স্পষ্ট অক্ষরে এক পৃষ্ঠায় লিখতে হবে এবং ফটোকপি বাতিল বলে গণ্য হবে।
* অংশগ্রহণকারীর নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।
* রচনা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর '৯৯।
* রচনা প্রেরণের ঠিকানাঃ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
** গ্রুপ ভিত্তিক প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হবে।

বিশ্বে অশান্তি ও কলহ নিরসনের অগ্রদূত আল-কুরআন

-মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান নদভী*

জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিগত মহাযুদ্ধের যে রিপোর্ট তৈরি হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, বিগত মহাযুদ্ধে ছয় কোটি মানব সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে। পনের কোটি লোকের ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্পদ জ্বলে-পুড়ে বিনষ্ট হয়েছে। আড়াই কোটি মানুষ বাস্তুভিটা ত্যাগ করে উদ্বাস্তু অবস্থায় দেশ-বিদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। আর সে যুদ্ধে এত সম্পদ ও খাদ্য সামগ্রী বিনষ্ট হয়েছে যে, যদি তা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেওয়া হ'ত, তবে শুধু এর দ্বারাই গোটা মানব জাতি আগামী একশত বৎসর পর্যন্ত সুখে-শান্তিতে অনায়াসে খেয়েপরে জীবন যাপন করতে পারত।[১] ১৯৫১ সালের ৩রা ডিসেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে চীনের প্রতিনিধি ঘোষণা করেন যে, কমিউনিস্ট চীনে মাও-এর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠানের পর মাও-এর বিরোধী দলের নেতা এবং দেড় কোটি কৃষক, সুদক্ষ চিন্তাবিদ ও স্বাধীনচেতা বিশেষজ্ঞদেরকে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে।[২] সোভিয়েত রাশিয়ায় কমুওনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য একমাত্র স্ট্যালিনই পাঁচ কোটি মুসলমানকে হত্যা করেছে।[৩] কোরিয়ার বিগত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে চার কোটি ৯৩ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে। জার্মান-জাপানের যুদ্ধে ৮০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ভিয়েতনামের যুদ্ধে ৭০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর ছোট বড় রাষ্ট্রগুলিতে এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, মিজাইল বোমা, ন্যাপাম বোমা তৈরি করার হিড়িক চলছে। পৃথিবীর সর্বত্র একে অপরকে গ্রাস করার জন্য মারমুখি দস্যুরূপে ওঁৎ পেতে বসে আছে। বর্তমান যুগের বিজ্ঞান সাধনা মানুষের জন্য যা কিছু উপকার করেছে তার চেয়ে অপকার করেছে বেশী। বিজ্ঞান মানুষকে ধর্ম-কর্ম হ'তে বহু দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ফলে মানুষ ধর্মের বাধা বন্ধন হ'তে মুক্ত হয়ে, হয়েছে লজ্জাহীন, উন্মাদ, ঈর্ষা পরায়ণ, শোষক এবং বড় বড় রাক্ষস। বিজ্ঞান মানুষকে মানবতার সবক না দিয়ে অস্ত্র ও যন্ত্রের মাধ্যমে ডেকে এনেছে সর্বনাশা মৃত্যুর বিভিষিকা। শক্তিশালী দেশগুলি বিজ্ঞান সাধনায় উন্নতি লাভ করে একে অপরকে কিভাবে কোন মুহূর্তে গ্রাস করবে তার জন্য রকমারী যন্ত্রপাতি নিয়ে রাক্ষসরূপী হয়ে ওঁৎ পেতে সুযোগের অপেক্ষায় বসে আছে। কিছু দূর্ধর্ষ দস্যু জাতিসংঘে একত্রিত হয়ে বিশ্ববাসীকে ধোকা দিচ্ছে আর ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো শক্তিশালীদের খপ্পরে পড়ছে। তাদের নির্যাতন ও নিষ্পেষণে সমগ্র বিশ্ব অশান্তির অনলে অণলকুণ্ডে করে জ্বলছে। তারা যদি সত্যিই মানবতার সেবা করত, তবে ভিয়েতনামের কখনই এ দুর্দশা হ'ত না। কোরিয়ার মহাযুদ্ধে এত মানুষ নিহত হ'ত না। বায়তুল মুকাদ্দাস কোন দিনই পাপিষ্ঠ ইহুদীদের হাতে অগ্নিদগ্ধ হ'ত না। নিরপরাধ বাগদাদের উপর ২৭ লক্ষ টন বোমা বর্ষিত হ'ত না। ভারতীয় নির্মম দস্যুদের হাতে নির্যাতিত কাশ্মীরীদের আর্তনাদ শোনা যেত না।

বর্তমান বিশ্ব প্রতিযোগিতামূলক ভাবে যে পরিমাণ মারণাস্ত্র জমা করেছে তাতে গোটা দুনিয়াটাকে একটা বিস্ফোরণন্মুখ জাহান্নাম বললে অত্যুক্তি হবে না। দুনিয়ার বুকে মানব জাতির আজ বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ যে উন্নতি করেছে এবং জীবন ধারণের জন্য যে সব সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হয়েছে, যদি শান্তি ব্যাহত হয় তবে এসব কিছু মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে। বিজ্ঞান মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে। কিন্তু তার বিনিময়ে মানব জাতির নিকট থেকে সে যা কেড়ে নিয়েছে তা হ'ল শান্তি। কারণ বিজ্ঞান মানব জাতিকে একটি কেন্দ্রে সমবেত করতে পারেনি। আর তাদের অন্তরকেও জয় করতে সক্ষম হয়নি। যাদের নিকট আজ মারণাস্ত্র, তাদের মধ্যে মানবতার জন্য সামান্যতম দরদ ও সরল পথে বিন্দুমাত্র চিন্তা করার সুযোগ নেই। তারা সব সময় বিষাক্ত দাঁত নিয়ে একে অপরকে ছোবল মারার জন্য তৈরি হয়ে আছে। মানুষে মানুষে হৃদ্যতা বলতে আর কিছুই নেই। সারা দুনিয়া জুড়ে চলছে কেবল যুলুম। আর যুলুম হ'ল যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম উপকরণ। আজ দুনিয়ার সর্বত্র যুলুমের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বর্তমান বিশ্বে যে যত বড় মুনাফেক, ধোঁকাবাজ, প্রতারক সে তত বড় বাহাদুর রাজনীতিবিদ। এই সব প্রতারক, মুনাফেক ও ধোঁকাবাজদের ভাওতা থেকে মানব গোষ্ঠীকে রক্ষা করার উপায় কি?

প্রকৃত শান্তি পেতে হ'লে একমাত্র আল-কুরআনের শিক্ষা-দীক্ষা, তার তা'লীম, তারবিয়াত ছাড়া মানব গোষ্ঠী কোথাও তা পেতে পারে না। আর কুরআন হ'ল শান্তির ধারক ও বাহক। তার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে, অক্ষরে অক্ষরে শান্তির রূপরেখা বিরাজ করছে। কুরআন মানুষকে আহ্বান করেছে 'ঈমান' ও 'ইসলাম' গ্রহণ করার জন্য। 'ঈমান' শব্দটি 'আমন' হ'তে নির্গত। যার অর্থ শান্তি। দেড় হাযার বছরের বিগত ইতিহাস প্রমাণ করে যে, মুসলমানরা সমগ্র

---

* সাং হরিরামপুর, পোঃ দাউদপুর, দিনাজপুর। প্রবীণ লেখক ও গ্রন্থ প্রণেতা।

১. দৈনিক আঞ্জাম, ৮ই এপ্রিল ১৯৫০।
২. ফারান করাচী ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৫১।
৩. দৈনিক কোহিস্তান ১০ নভেম্বর ১৯৬৭।

বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল। যারা কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী ঈমান আণয়ন করে ও ইসলাম গ্রহণ করে, তারা সকলেই ভাই ভাই, হিতাকাংখী, পরম দরদী, ঘনিষ্ঠতম নিগূঢ় আত্মীয়তে পরিণত হয়। তখন তাদের মধ্যে চীনা-হিন্দী, হেজাযী-নাজদী, আফ্রিকী-মালয়ী, লন্ডনী-আমেরিকী, তিব্বতী-আসামী, শ্বেতকায়-কৃষ্ণকায়ের ভেদাভেদ থাকে না। শিক্ষিত ও জ্ঞানী, গবেষক ও বিজ্ঞানী, আরবীও আজমী, সকলেই একই মর্মে সন্নিবেশিত, একই মর্মে গ্রথিত, একই জালে আবদ্ধ ও একই প্লাটফর্মে সমবেত হয়ে যায়। কুরআনের শিক্ষা-দীক্ষা মানুষকে এ শিক্ষা দান করে যে, তোমাদের আল্লাহ এক, নবী এক, ধর্ম এক, কিতাব এক, কিবলা এক, ইবাদাত-বন্দেগী এক, কথা-বার্তা, চাল-চলন, হাব-ভাব, আত্মার ব্যাথা-বেদনা, আক্বীদা ও তরীকা এক, মানব গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য ও গন্তব্য স্থানের শেষ মনযিল সবই এক। আল-কুরআনের শিক্ষা-দীক্ষা মানবতার গরিমাকে কোনদিন ম্লান করে না। তা চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-ধোঁকাবাজী, বেঈমানী, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী কোন দিনই শিক্ষা দেয় না। গুণ্ডামী ও ভণ্ডামীর কোন দিনই পথ দেখায় না। আল-কুরআনের শিক্ষা-দীক্ষা অত্যাচার-অনাচার-ব্যাভিচার, অহমিকা, আত্মগরিমা ও আত্মম্ভরিতাকে কোন দিনই প্রশ্রয় দেয় না। অবাধ্যতা, অভদ্রতা, অসভ্যতা, বর্বরতা, পাশবিকতা, অশ্লীলতা, নাস্তিকতাকে কোন দিনই ভাল বলে না। বরং কুরআনের শিক্ষা-দীক্ষা সমগ্র বিশ্বকে মুক্ত আলো বাতাসে প্রদান করেছে একতা, একাগ্রতা, সাধুতা ও বদান্যতা। প্রদান করেছে সততা, ভদ্রতা ও মানবতা। আল-কুরআনের শিক্ষা, তা'লীম ও তারবিয়াত মানব মনে এনে দিয়েছে আনন্দের জোয়ার, অফুরন্ত শক্তি, সুলভ সুন্দর মনঃপুত স্বচ্ছ জীবন। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা-দীক্ষার বদৌলতে আমি আপনার দরদী ভাই, আপনিও আমার হিতাকাংখী দরদী বন্ধু। আপনার শরীরের কোনস্থানে ব্যাথা-বেদনা হ'লে বা কোন বিপদে পতিত হ'লে শুধু আমি কেন সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম প্রাণ কঠিন ব্যাথায় ব্যাথাতুর ও শোকাতুরে পরিণত হবে। সমগ্র বিশ্ব আপনার বিপদকে নিজের বিপদ মনে করে আপনাকে উদ্ধার করার জন্য জান-মাল কুরবাণী দিবে। দরবারে ইলাহীতে আপনার উদ্ধারে মঙ্গলাকাঙ্খী হবেয় দো'আ করবে। সকলেই শুভেচ্ছা সহানুভূতি দেখাবে। সুহৃদের মত সকলেই আপনার কাজ করবে। তাই আমরা বলব যে, বিশ্ব অশান্তি ও কলহ নিরসনের অগ্রদূত একমাত্র আল-কুরআন।

কুরআন মানুষকে 'লা তাফাররাক্ব' দ্বারা দলাদলি, হিংসা-বিদ্বেষকে চিরতরে উৎখাত করে শিক্ষা দিয়েছে জ্ঞানে-ধ্যানে ঐক্যের ভিত্তি। 'ওয়া কূনূ ইবা-দাল্লা-হি ইখওয়া-না' বলে করে দিয়েছে গোটা মানব সন্তানকে একই গোষ্ঠী ও সমগ্র গোষ্ঠীকে একই পরিবারভুক্ত। 'ওয়াক্বীমুছ ছালাত' দ্বারা বর্ণ, বংশ, ভাষা, আঞ্চলিকতা, কালো-ধলার তারতম্যকে করে দিয়েছে চূর্ণ। 'ওয়া আ-তুয্ যাকা-তা' বলে মানবাত্মায় দিয়েছে প্রেম-প্রীতি ভালবাসা ও দয়া-দাক্ষিণ্য। 'ইন্নাদ দ্বীনা ইন্দাল্লা-হিল ইসলাম' বলে সোস্যালিজম, কমিউনিজম, ফ্যাসিজম, গান্ধি ইজম প্রভৃতি ভিত্তিহীন ইজমগুলিকে করে দিয়েছে ধ্বংস। 'ফাক্বতাউ আয়দিয়াহুমা' বলে চুরি-চামারি করে দিয়েছে উৎখাত। 'অলা তুশরেকু' বলে অবান্তর অবাস্তব মিথ্যা মা'বূদদের করে দিয়েছে চিরতরে নিপাত। 'অলাউ কা-না যা কুরবা' বলে ঠিক রেখেছে ইনছাফের মানদণ্ড। সূরা 'আর-রাহমানে' দেখা যায় অলঙ্কারে ভরা সাবলীল ভাষার রকমারী ছন্দ। 'ফানকেহুল আয়া-মা' বলে পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত সমাজকে করল চিরতরে উদ্ধার। 'ফাআছলেহূ বায়নাহুমা' বলে যত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ঝগড়া সব করে দিল নিপাত। 'ফানকেহু মা ত্বা-বা' বলে অপরিচিত গোত্র গোষ্ঠীকে করল একই পরিবারভুক্ত। 'অযেনু বিল কিসতাসিল মুস্তাক্বীম' দ্বারা কায়েম করল সমাজে তুলাদণ্ড ও ন্যায় বিচার। 'হাযা মা কানাযতুম' বলে কৃপণতার মত মারাত্মক ব্যাধিকে করল চিরতরে উৎখাত। 'অলা তামশে ফিল আরযে মারাহা' বলে চিরতরে অহমিকাকে করল বিনাশ। 'ইন্নামাল মুমিনূনা ইখওয়াতুন' বলে সতর্ক বাণী উচ্চারিত হ'ল কাফের গোষ্ঠী চির দুশমন, সে মুসলমানের কেউ নয়। 'জান্না-তুল ফিরদৌসে নুযুলা' বলে দিল মুমিনদের উচ্চ সম্মান। অতএব বিশ্বে অশান্তি ও কলহ নিরসনের অগ্রদূত হ'ল আল-কুরআন।

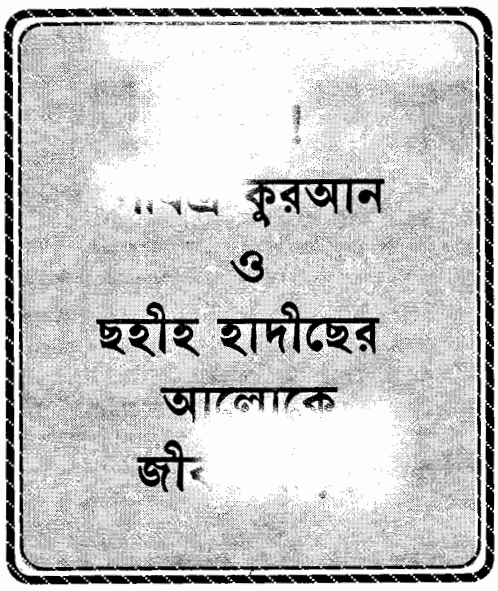

আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগে যুগে

-মুহাম্মাদ মুসলিম*

[৩০শে অক্টোবর '৯৮-য়ে কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত লিখিত ভাষণ]

নাহমাদুহূ ওয়ানুছাল্লি 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ।

বেরাদারানে মিল্লাত!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ১৯৯৮-এর কর্মী সম্মেলনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার পূর্বে নির্ভেজাল আক্বীদার অনুসারী মুসলিম সমাজের নিকট আহলেহাদীছের অর্থ ও তাৎপর্যের উপর কিছু কথা বলা প্রয়োজন। 'আহলেহাদীছ' অর্থ হচ্ছে- হাদীছের অনুসরী। যাঁরা হাদীছের ধারক ও বাহক এবং প্রকৃত পক্ষে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে অনুসরণ করে চলে তারাই 'আহলুল হাদীছ'। আর হাদীছ বলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত কিতাব আল-কুরআন এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ উভয়কেই বুঝায়। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ স্বয়ং কুরআনকে 'হাদীছ' বলে অভিহিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ অর্থঃ 'আল্লাহ নাযিল করেছেন শ্রেষ্ঠতম হাদীছ' (যুমার ২৩)। নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ভাষণে বলতেন,

اَمَّا بعد فإن خير الحديث كتاب الله

অতএব আল্লাহ্র কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছকে যারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে অনুসরণের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করে তাঁরাই হচ্ছে আহলেহাদীছ। আহলেহাদীছগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করেন যে, ইসলামের মূল উৎস হচ্ছে দু'টি, প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহ্র কালাম আল-কুরআন আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। এ দু'টি ছাড়া তারা অন্য কিছু গ্রহণ করতে চায় না। কারণ আল্লাহ্র রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে স্বীয় উম্মতকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, তোমরা যারা এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরবে তারা পথভ্রষ্ট হবে না। বস্তু দু'টির একটি হচ্ছে কিতাবুল্লাহ আর অপরটি হচ্ছে তার নবীর সুন্নাত'।[১] কুরআনের বর্ণিত বিধান এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাত একটা আর একটার পরিপূরক হিসাবে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে পালনীয় এবং গ্রহণীয়। কুরআনের বিধান নবী করীম (ছাঃ) তাঁর বাস্তব জীবনে পালন করে উম্মতের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

যারা তাঁর উম্মতের দাবীদার হিসাবে মুহাম্মাদী বলে পরিচয় বহন করে তারা তাঁর সুন্নাতের ধারক, বাহক ও প্রচারক। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের মধ্যে আদর্শ ও আক্বীদাগত কোন পার্থক্য ছিল না। মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ থাকলেও আদর্শ ও আক্বীদার দিক দিয়ে সবাই এক ও অভিন্ন ছিলেন এবং সকল মুসলমান আহলেহাদীছ হিসাবে অভিহিত হ'তেন। নবী করীম (ছাঃ)-এর পরে ছাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে আহলেহাদীছ এবং মুসলমান উভয় শব্দের তাৎপর্য এক ও অভিন্ন ছিল। মুসলমান মাত্রই আহলেহাদীছ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) কোন মুসলমান যুবককে দেখলে বলতেন, 'মারহাবা! নবী (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুসারে আমি তোমাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছি। তিনি আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার এবং তাঁর হাদীছ বুঝানোর নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা আমাদের স্থলাভিষিক্ত এবং আমাদের পরে তোমরাই আহলেহাদীছ (মুসতাদরাকে হাকেম)।

বন্ধুগণ! মুসলিম জাতি ইসলামের প্রথম থেকে শুরু করে ৩৭ হিজরী পর্যন্ত আহলেহাদীছ হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে ইসলাম জগতে ফির্কাবন্দী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাফেজী, জাহমীয়া, শী'আ, মুর্জিয়া প্রভৃতি দলে মুসলমানগণ বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে এসে চারজন ইমামের নামে চারটি মাযহাবের প্রচলন হয়। যথাক্রমে হানাফী, শাফেঈ, মালেকী এবং হাম্বলী এই চারটি মাযহাবে মুসলমানগণ বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীগণ নিজেদেরকে তুলনামূলকভাবে সঠিক বলে ধারণা পোষণ করতে থাকে। তাদের এই দলাদলি ও বিদ্বেষের ফলে বাগদাদে আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়। অন্যদিকে সর্বত্র বিশেষ করে বিভাগ পূর্ব ভারত উপমহাদেশে মুঘল শাসকদের আমলে মুসলিম সমাজ জীবনে শিরক, বিদ'আত ও নানা রকম কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটে। মুসলমান রাজা-বাদশাহ এবং আমীর-উমরাহগণ হিন্দুদের মত অলংকার ব্যবহার করা শুরু করে। সালামের পরিবর্তে সেজদা চালু হয়। বিভিন্ন পীর-মুর্শিদ ও দেব-দেবীর দোহাই দিয়ে তাবিজ-কবজ ধারণের তো ইয়ত্তাই ছিল না। এই শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের অশুভ প্রভাব শুধু ভারত বর্ষে নয়, এমনকি ইসলামের কেন্দ্রভূমি খোদ সঊদী আরবেও আঘাত হেনেছিল। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্ব কালে ১১১৪ হিঃ মোতাবেক ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম এবং সংস্কারক বহু গ্রন্থ প্রণেতা হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)। তিনি তাঁর পিতা শাহ আবদুর রহীমের নিকট ও অন্যান্য স্বনামধন্য উস্তাদগণের নিকটে লেখা-পড়া শেষ করে পরবর্তীতে মদীনা শরীফে গমন করেন এবং হাদীছ শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। মুসলিম সমাজের বুক থেকে শিরক-বিদ'আত এবং কুসংস্কারকে দূর

---

* খত্বীব, নাজির বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ঢাকা।

১. মুওয়াত্তা, মিশকাত পৃঃ ৩১।

করার জন্য দারস-তাদরীস, বক্তৃতা এবং লিখনীর মাধ্যমে তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি প্রায় ৫০ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এই অমূল্য গ্রন্থরাযি পঠন-পাঠনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের অনেক গুমরাহী বিদূরিত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহঃ) শেখ আহমাদ সরহিন্দী যে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন এবং সম্রাট আলমগীর স্বয়ং পিতৃ পুরুষদের কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজ এর বিরোধিতা করে যে সংস্কার সাধন করেছিলেন, তিনি তাদের কর্মকাণ্ড থেকে প্রেরণা লাভ করেন। শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) তাঁর কর্মজীবনের ফসল হিসাবে নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন-এর নিমিত্তে শিষ্যদেরকে নেতা এবং কর্মী হিসাবে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। বিশেষ করে তাঁর চার পুত্র শাহ আবদুল আযীয (রহঃ), শাহ রফিউদ্দীন (রহঃ), শাহ আবদুল কাদের (রহঃ) এবং শাহ আবদুল গণী (রহঃ) যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও সংস্কারক হিসাবে মুঘল রাজত্বের পতনের সময়ে মুসলিম মিল্লাতের নাজুক অবস্থার মধ্যে নির্ভেজাল ভাবে ইসলামের খিদমত আনজাম দেন। পরবর্তীতে সমগ্র ভারত বর্ষে ইংরেজদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'লে ইংরেজ প্রভূদের এবং হিন্দু জমিদার ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের অত্যাচারের স্টীম রোলার মুসলমানদের উপর চলতে থাকে। ইংরেজ শাসনের নাগ-পাশ থেকে এবং হিন্দু ও শিখদের অত্যাচার-অবিচার হ'তে মুসলমানদেরকে মুক্ত করার জন্য শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর উত্তরসূরীগণ বিভিন্ন ভাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। বিশেষ করে আল্লামা শাহ আবদুল আযীযের অন্যতম ছাত্র সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী এবং শাহ আবদুল গণীর পুত্র আল্লামা শাহ ইসমাইল শহীদ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ইংরেজ ও শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেন। অবশেষে ১৮৩১ খৃঃ মোতাবেক ১২৪৬ হিঃ সনে আজ থেকে প্রায় ১৭৩ বছর পূর্বে মুসলিম পুনর্জাগরণের ইতিহাসে এক সুদূর প্রসারী স্বাক্ষর রেখে বালাকোটের প্রান্তরে অনেক মর্দে মুজাহিদসহ সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী এবং শাহ ইসমাঈল ইংরেজ সরকারের মদদপুষ্ট শিখ বাহিনীর সঙ্গে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শাহাদৎ বরণ করেন। এই জিহাদ আন্দোলনের নেতা/আমীর সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ। বালাকোটের ময়দানে আমীর এবং সেনাপতিসহ বহু আলেম-উলামা, হাফেয, ক্বারী ও জামা'আতের সরদারসহ প্রায় তিন শত মুজাহিদ শাহাদৎ বরণ করেন। বালাকোটের যুদ্ধের পরে যারা গাজী হিসাবে বেঁচে ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমানদেরকে সংগঠিত করার এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রকৃত শিক্ষার আলোকে মুসলিম সমাজকে পরিচালনার নিমিত্তে ভারত বর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। বিশেষ করে পাটনার ছাদেকপুরের মাওলানা বেলায়েত আলী এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা এনায়েত আলী বাংলা ও বিহার আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। বাংলাদেশের রাজশাহী শহরের উপকণ্ঠে সপুরা তাঁর আন্দোলনের প্রাণ কেন্দ্র ছিল। ২৪ পরগনা যেলার হাকীমপুর ছিল মাওলানা এনায়েত আলীর কর্ম কেন্দ্র। মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে।

[চলবে]

মাসিক আত-তাহরীক
বিশেষ সংখ্যার জন্য লেখা আহবান

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! সালাম নিবেন। পর- আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, আপনাদের প্রিয় **মাসিক আত-তাহরীক** বর্ধিত কলেবরে আগামী 'তাবলীগী ইজতেমা ২০০০' সাল উপলক্ষে **বিশেষ সংখ্যা** প্রিকাশিত হ'তে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। বিজ্ঞ ও সংস্কার মনা লেখক, কবি ও সাহিত্যিক ভাইদের নিকট থেকে **'বিশেষ সংখ্যা'** উপলক্ষে আমরা আন্তরিকভাবে লেখা আহবান করছি। আগ্রহী লেখকগণ আগামী ৩০শে নভেম্বরের '৯৯ তারিখের মধ্যে আমাদের ঠিকানায় লেখা প্রেরণ করুন! লেখা অবশ্যই পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হ'তে হবে। লেখায় তথ্য সূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক, ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, পারিবারিক নীতি, বিচারনীতি, তথা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বিজ্ঞান ভিত্তিক মননশীল প্রবন্ধ, বিগত মানীষীদের জীবনী এবং উপদেশ মূলক গল্প, নাটিকা, ছড়া, কাবিতা, রম্য রচনা, সমাজ সংস্কার মূলক ও শিক্ষণীয় খবর সমূহ গ্রহণ করা হবে। প্রবন্ধ সমূহ তাহরীক-এর ৪ থেকে ৬ কলামের মধ্যে শেষ হয়, এমনভাবে লিখবেন।

বিনীত
সম্পাদক
মাসিক আত-তাহরীক

✪ বিজ্ঞাপন দাতাগণ সত্ত্বর যোগাযোগ করুন!

চিকিৎসা জগৎ

মাথা ব্যথা ঠেকানোর পাঁচটি অস্ত্র

মাথা থাকলে ব্যথা থাকবেই। মাথা ব্যথা হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী মাথা ব্যথার ক্ষেত্রে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়াটা যরূরী। কিন্তু সাধারণ মাথা ব্যথার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম কানুন মানলেই প্রতিরোধ করা যায় । মাথা ব্যথার সঙ্গে লড়ার পাঁচটি অস্ত্র জানান হলঃ

১. **ব্যায়ামঃ** নিয়মিত ব্যায়াম করলে মাথা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। ২০ মিনিট ধরে একটানা মাঝারি ব্যায়াম মাথা ব্যথা কমাতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে মাথা ব্যথা কমায়।

২. **ঘুমঃ** অতিরিক্ত অথবা কম ঘুম মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে অন্ততঃপক্ষে ৫-৭ ঘন্টা ঘুমাতে হবে।

৩. **আহারঃ** প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা হবে সুষমভাবে বিন্যস্ত। চকলেট, চিজ, বেশি তেল চর্বি জাতীয় খাবার পরিত্যাজ্য। প্রচুর পানি ও ফলমূল খেতে হবে।

৪. **ধুমপান,** মদ্যপান এসব বদভ্যাস মাথা ব্যথার অন্যতম কারণ। সিগারেটের কার্বন মনো অক্সাইড ও নিকোটিন উভয়ই মাথা ব্যাথার কারণ।

৫. **মানসিক চাপঃ** দৈনন্দিন জীবনে অতিরিক্ত মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন। সামর্থের অতিরিক্ত কাজের চাপ মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

যক্ষ্মা রোগের নতুন টিকা

বিশ্বে এখন প্রতি দশ সেকেণ্ডে যক্ষ্মাক্রান্ত একজন রোগী মারা যাচ্ছে। গোটা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কঠিন ব্যাধি যক্ষ্মায় আক্রান্ত কত রোগী যে ধুঁকে ধুঁকে মরছে তার ইয়ত্তা নেই। সম্প্রতি সুইডিশ গবেষকরা যক্ষ্মা রোগে কার্যকর এক ধরণের নতুন টিকা আবিষ্কার করেছেন। এটি শরীরে পুশ না করে নাক দিয়ে টানা যাবে অর্থাৎ এটি হ'ল নতুন ধরণের একটি স্প্রে ভ্যাকসিন।

মূত্রনলে মাংস বেড়ে যাওয়ার প্রতিকার

প্রস্রাব মূত্রথলি থেকে যে নলের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে তাকে বাংলাভাষায় 'মূত্রনল' বলে। উক্ত মূত্রনলের চারদিকে মাংস থাকায় বিভিন্ন প্রকার ব্যাধির কারণে উপসর্গের সৃষ্টি করতে পারে।

কেন মাংস বাড়ে?ঃ মূত্রনলের ভিতরে যে কোন স্থানে জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন অবস্থান করলে তার চারদিকের মাংস বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে মূত্রনল যৌন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হ'লে এ অবস্থা বেশী হয়। অনেক সময় আঘাতের পর মাংস বৃদ্ধি পেতে পারে ও প্রস্রাব বেরিয়ে আসায় বাঁধা সৃষ্টি করে।

মাংস বৃদ্ধির পর কি ধরনের সমস্যা হ'তে পারে?ঃ যেহেতু মাংস বেড়ে গিয়ে নলের ভিতরে একটি অংশ সংকুচিত হয়ে যায়, সে জন্য প্রস্রাব প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয়। প্রবলবেগে প্রস্রাব বেরিয়ে আসতে পারে না। এমনকি একদম প্রস্রাব বন্ধ হয়েও যেতে পারে।

প্রস্রাব করার সময় জ্বালাপোড়া, ব্যথা, ঘন ঘন প্রস্রাব, ঘুমের ব্যাঘাত ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। প্রস্রাব যত দূরে গিয়ে পতিত হ'ত, এখন তা হবে না। চিকন ধারা চিকন দু'নলে প্রস্রাব বেরিয়ে আসতে পারে। উত্তেজনা শক্তি কমে যায়। মূত্রথলি থেকে সম্পূর্ণ প্রস্রাব বের হ'তে না পারায় মূত্রথলিতে জীবাণু দ্বারা ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও তা কিডনি পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। এভাবে বহুদিন অবস্থান করলে কিডনি ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবার ঝুঁকি থাকে। নাভির নীচে প্রায়ই ব্যথা থাকে। প্রস্রাব করার জন্য দীর্ঘ সময় বসে থাকতে হবে। তবুও মনে হবে মূত্রথলিতে কিছু প্রস্রাব রয়ে গেছে। এভাবে দীর্ঘদিন থাকার পর প্রস্রাব করার সমস্যা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় মূত্রনল পুরাতন পদ্ধতির মাধ্যমে শক্ত রড ঢুকিয়ে মোটা করে দিলে ভবিষ্যতে আরও প্রচণ্ড সমস্যার সৃষ্টি হয়।

কিভাবে রোগ চিহ্নিত করা যাবে?ঃ রোগ চিহ্নিত করার জন্য মূত্র নলের এক্সরে এবং মূত্রনল, কিডনি ও মূত্রথলির আলট্রাসনোগ্রাফ করে রোগ সনাক্ত করা যাবে। রোগের জন্য আনুসঙ্গিক আরও সমস্যা আছে কি-না তার জন্য কিডনির ক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

স্বাভাবিকভাবে যা লক্ষণীয়ঃ চামড়ার উপর দিয়ে মূত্রনলে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলে শক্ত খুঁটির মত মনে হবে।

উক্ত ব্যাধি না হবার জন্য কি করণীয়ঃ যত্রতত্র যৌনমিলনের সময় অবশ্যই কনডম ব্যবহার করতে হবে অথবা রোগ হ'তে পারে এমন সন্দেহ হ'লে ডাক্তারের পরামর্শে এক কোর্স এন্টিবায়োটিক খেতে হবে। মূত্রনলে ইনফেকশন বা প্রদাহ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সঠিকভাবে চিকিৎসা করতে হবে। আঘাতজনিত কারণে মূত্রনল ক্ষত বা থেতলিয়ে গেলে অতিসত্বর ইউরোলজিস্টের কাছে চিকিৎসার জন্য শরণাপন্ন হ'তে হবে।

মানসিক সমস্যার উদ্ভব ও স্বাস্থের অবনতিঃ প্রস্রাবের সমস্যা, মূত্রনলে মাংস বৃদ্ধি হয়ে পুরুষত্বহীনতার সমস্যা দেখা দেয় ও মানসিকভাবে একজন লোক ভেঙ্গে পড়ে। ফলশ্রুতিতে স্বাস্থ্য ও শরীরের ওজন কমে যেতে থাকে। শরীর ও মেযাজ খিটখিটে হয়ে স্বাভাবিক কাজে অনীহা দেখা দেয়। ছাত্রদের লেখাপড়ায় মন বসে না। তারা অস্থিরচিত্ত হয়ে যায়।

❐ সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক মুক্তকণ্ঠ ও সাপ্তাহিক অহরহ ❐

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

হিংসার পরিণাম

-মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান*

এক গ্রামে আবুল ও সুবল নামে দু'জন লোক বাস করত। তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ ও কলহ লেগে থাকত। শেষ পর্যন্ত মামলা-মোকদ্দমায় তারা সব কিছু হারিয়ে নিঃস্ব প্রায়। একদিন আবুল সুবলকে বলল, দেখ ভাই আমাদের তো সবই প্রায় শেষ। এখন দু'জন আর ঝগড়া-বিবাদ না করে চল ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করি। সুবলও এ প্রস্তাবে রাযী হ'ল। অতঃপর সুবিধামত দিনে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তারা বাড়ী থেকে যাত্রা করল।

আবুল সঙ্গে কয়েকটি রুটি ও এক বদনা পানি নিল। কিছু দূর যাবার পর বিশাল এক মাঠের মধ্যে একটি উঁচু মাটির টিবির নিকট দু'জনে বসল। দু'জনেরই খুব পিপাসা বোধ হ'ল। সুবল আগে পানি পান করতে চাইল। কিন্তু আবুল বলল, বদনাটি আমার কাজেই আমি আগে পানি পান করব। পূর্বের স্বভাব অনুযায়ী আবার তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। এক পর্যায়ে বদনা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করলে বদনার সব পানি মাটিতে পড়ে যায়। তখন দু'জন বোকার মত পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

এদিকে যেখানে পানি পড়েছিল সেখান থেকে একটি আগুনের কুণ্ডলি বের হ'তে লাগলো। আগুন দূর হ'লে দেখল এক বিরাট মুর্তি দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনে তো ভয়ে কাঁপতে লাগল। মুর্তি বলল, ভয় নেই আমি জ্বিন। পানির অভাবে আধামরা হয়ে পড়ে ছিলাম। তোমরা পানি দিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছ। এখন যা পুরস্কার চাবে আমি খুশি হয়ে তাই দিব। একথা শুনে আবুল বলল, পানি আমি দিয়েছি পুরস্কার আমাকে দাও'। সুবল বলল সে মিথ্যাবাদী, আমি তোমাকে পানি দিয়েছি পুরস্কার আমাকে দাও'। ফলে পুনরায় ঝগড়া লেগে গেল। জ্বিন বলল, এতে ঝগড়ার কি আছে?

আবুল বলল, আমার ন্যায্য পাওনা সুবলকে দিবে কেন? এত বড় ধরণের অন্যায়'। উভয়ের যিদ দেখে জ্বিন বলল, তোমরা আমার কাঁধে উঠ'। জ্বিন তাদেরকে নিয়ে এক পুকুর পাড়ে নামিয়ে বলল, তোমরা উভয়ে এই পুকুরে ডুব মার। যে বেশীক্ষণ পানিতে ডুব দিয়ে থাকতে পারবে, আমি বুঝব সেই-ই আমার রক্ষা কর্তা। তখন দু'জনেই বলল বেশ। দু'জনেই ডুব মারল। কেউ আর উঠতে চায়না। অনেকক্ষণ পর আবুল উঠে দেখে সুবল উঠেনি। সে আবার ডুব মারল।

এভাবে প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তখন জ্বিন উভয়কে উঠিয়ে বলল, ঢের হয়েছে। আমার আর কোন কাজ নেই যে, শুধু তোমাদের ডুব মারা দেখব'। তখন আবুল বলল, পুরস্কার আমাকে দাও আমি শেষ পর্যন্ত ডুব মেরেছি'। সুবল বলল, না আমিই শেষ পর্যন্ত ডুব দিয়েছি'। জ্বিন বেগতিক দেখে বলল, তোমাদের দু'জনকেই পুরস্কার দেব। বল কে কি চাও'। আবুল বলল, আমার ঘর-বাড়ী সব পাকা করে দাও। সুবল বলল, আমার ভাণ্ডার বোঝাই সোনা দাও'। তখন আবুল চেঁচিয়ে বলল, থামতো আমার কথা আগে শেষ হোক, তারপর তোমার কথা বল'। জ্বিন উভয়কে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমি কি বলি সেটা আগে শোন, তারপর তোমাদের ফরমাস শুনব'। শর্ত হ'ল তোমাদের প্রথম জন যা চাবে, অপর জন তার দ্বিগুণ পাবে। সুবল ছিল একটু বেশী লোভী। তাই সে মনে মনে ভাবল আবুল আগে চাক, আমি তাহ'লে তার দ্বিগুণ পাব'। সে আবুলকে বলল, ভাই তুমি আগে চাও। তখন আবুলের মনের মধ্যে পূর্বের হিংসার আগুন জ্বলে উঠল। সে জ্বিনকে বলল, আমার এক চোখ অন্ধ ও এক পা খোঁড়া করে দাও। জ্বিন বলল, বেশ তাই হবে। তখনই আবুল এর এক চোখ অন্ধ ও এক পা খোঁড়া হয়ে গেল। যেহেতু সুবল তার দ্বিগুণ পাবে সে মোতাবেক তার দুই চোখ অন্ধ ও দুই পা খোঁড়া হয়ে গেল। জ্বিন বলল, তোমরা মানুষ, জাহিল লোক। হিংসায় তোমাদের পেট ভর্তি। যে যা চাইলে তাই পাইলে। 'এখন আমি আসি। এই বলে জ্বিন চলে গেল।

❒ আপনি কি পোষাকের কথা ভাবছেন?
❒ আধুনিক রুচি সম্মত পোষাক দ্বারা আপনার ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে চান?
তাহ'লে আসুন ফৌজিয়া বস্ত্রালয়ে।

আমরাই সুলভ মূল্যে দেশী বিদেশী সিট ও সার্ট প্যান্টের কাপড় সহ আধুনিক রুচি সম্মত কাপড় বিক্রি করে থাকি।

ফৌজিয়া বস্ত্রালয়

প্রোঃ মুহাম্মাদ মোত্তালেব আকন্দ
আলহাজ আব্দুর রশিদ মার্কেট (সিট পট্টি)
পূর্ব বাজার, জয়পুরহাট।

বিঃ দ্রঃ এখানে মাসিক আত-তাহরীক সহ বিভিন্ন ধর্মীয় বই-পুস্তক পাওয়া যায়।

* শামসুল বই ঘর, গাবতলী, বগুড়া।

খুৎবাতুল

খুৎবা-৩

বিষয়বস্তুঃ বিজয়ী ইসলাম ও বিজয়ীদের বৈশিষ্ট্য।

খুৎবা-৩ ঃ ২রা জুলাই '৯৯ শুক্রবার সাতক্ষীরা নতুন জজকোর্টের উত্তর পার্শ্বে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে পুনঃনির্মিত স্থানীয় পলাশপোল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যে খুৎবা প্রদান করেন, তা নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

হামদ ও ছানার পর সূরায়ে ফাৎহ ২৮ ও ২৯ নং আয়াত পেশ করে তিনি বলেন, বিশ্বে প্রচলিত সকল জীবনাদর্শের উপরে বিজয়ী হওয়ার জন্য আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে দু'টি বস্তু দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। একটি হ'ল 'হেদায়াত'। অন্যটি হ'ল 'দ্বীনে হক'। আর এ দু'টির সমন্বিত নাম হ'ল ইসলাম। 'হেদায়াত' বলতে 'সুপথ প্রদর্শন' বুঝায়। অর্থাৎ মানব জীবনে সকল দিক ও বিভাগের সঠিক ও কল্যাণময় দিক নির্দেশনা ইসলামের মধ্যে রয়েছে। 'দ্বীনে হক' বলতে 'সত্য জীবন ব্যবস্থা' বুঝায়। অর্থাৎ শুধু দিক নির্দেশনা ও উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত নয়। বরং ইসলামী শরীয়তে মানব জীবনে চলার পথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র যথার্থ ও বিস্তারিত ভাবে দেওয়া আছে। এর মধ্যে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পরিচালনার অতুলনীয় বিধানসমূহ প্রদত্ত হয়েছে।

ইসলামের উক্ত বৈশিষ্ট্যদ্বয় তাকে বিশ্বের সকল জীবনাদর্শের উপরে বিজয়ী করে। আর এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। কেননা মানুষ অনেক সময় সঠিক সাক্ষ্য দিতে পারে না। জণ্ডিসের রোগী যেমন সবকিছুকে হলুদ দেখে। তেমনি স্বার্থদুষ্ট জ্ঞান অনেক সময় ইসলামের বিজয়ী জীবনাদর্শকে বুঝতে সক্ষম হয় না। কিংবা বুঝতে পেরেও তা মেনে নিতে চায় না। বিশেষ করে যারা আল্লাহ প্রেরিত দ্বীনের সাথে নিজেদের বানোয়াট বিধানাবলীকে শরীক করেছে, সেই সব মুশরিক পণ্ডিত ও সমাজ নেতারা ইসলামকে দারুনভাবে অপসন্দ করে (ছফ ৯)। বরং তারা ফুৎকারে ইসলামকে উড়িয়ে দিতে চায় (ছফ ৮)। তাই আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্যদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের সাক্ষ্য ইসলামের যথার্থতা নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে যারা মুমিন তারা আল্লাহ্র সাক্ষ্যকেই এ বিষয়ে যথেষ্ট মনে করবে।

২৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বিজয়ী মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, তারা হবে রুকুকারী, সিজদাকারী এবং সকল কাজে আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশকারী। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র আনুগত্যশীল হবে এবং সর্বদা চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ্র বিধান মেনে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করবে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ইসলাম বিজয়ী আদর্শের নাম এবং মুসলমান বিজয়ী জাতির নাম। অথচ মুসলমান আজ সর্বত্র পরাজিত ও নির্যাতিত। এমনকি নিজ দেশেই আমরা পরাধীন ও নিগৃহীত। এর জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই। আমরা বিজয়ী আদর্শ পেয়েছি। কিন্তু তাকে পেয়েও হারিয়েছি। আমরা তাকে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করেছি। কিন্তু সার্বিকভাবে ও আন্তরিকভাবে মানতে পারিনি। ইহুদী-নাছারা ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নিজেদের মধ্যে হাযারো মতবিরোধ থাকলেও স্ব স্ব ধর্ম ও আদর্শের স্বার্থে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে। কিন্তু আমরা আমাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজ ধর্ম ও আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না।

অতঃপর তিনি ইসলামকে শুধু প্রশংসা করার জন্য নয়। বরং বাস্তবে স্ব স্ব জীবনে প্রতিষ্ঠা করার আহবান জানিয়ে সকলকে **তিনটি গুণ হাছিলের আহবান জানান**। যা অর্জিত না হ'লে কারু পক্ষে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। **১- সঠিক আক্বীদা ২-সঠিক কর্মপন্থা ৩-খালেছ** নিয়ত। তিনি বলেন, আজ আমাদের কারু আক্বীদা হ'ল ইসলাম একটি দ্বীন মাত্র। এতে দুনিয়াবী বা বৈষয়িক সমস্যার সমাধান নেই। কারু আক্বীদা হ'ল ইসলাম চার মাযহাবে সীমায়িত। অতএব ইসলাম প্রতিষ্ঠা অর্থ স্ব স্ব মাযহাব ও তরীকার প্রতিষ্ঠা। অমনিভাবে কর্মপন্থা হিসাবে কেউ ভাবছেন পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম কায়েম করব। কেউ ভাবছেন গণবিদ্রোহ সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ইসলাম কায়েম করব। অথচ সঠিক আক্বীদা হ'ল এই যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মত কিছু নীতি কথার সমাহার নয়। বরং এটি মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে ধর্মী দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কল্যাণ দিকনির্দেশনা মওজুদ রয়েছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার সঠিক কর্মপন্থা হ'ল নবীদের কর্মপন্থা। যা ভোটারদের মনস্তুষ্টি নয় বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথ। যা গণবিদ্রোহ বা সশস্ত্র বিপ্লব নয় বরং গণ জাগরণের পথ। আর এই দুই কর্মপন্থার সফলতা নির্ভর করে তৃতীয় গুণটি হাছিল করার উপরে। সেটি হ'ল 'খালেছ নিয়ত'। খালেছ নিয়তে কাজ করলেই তবে সফলতা আসতে পারে, নইলে নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি জনৈক ছাহাবীর দৃষ্টান্ত দেন, যিনি ইসলাম গ্রহণ করার কিছুক্ষণের মধ্যে নিহত হন ও আল্লাহ্র নিকটে উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত হন। অথচ দুনিয়াতে ইসলামের কোন ফরয-সুন্নত আমল করার সুযোগ তিনি পাননি। কেবল খালেছ নিয়ত তাকে জান্নাতে নিয়ে গেল।

অতঃপর তিনি আত-তাহরীক-এর পাঠক চাপাই নবাবগঞ্জের নাচোল উপযেলাধীন নিয়ামপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈক সহকারী শিক্ষকের মাধ্যমে উক্ত স্কুলে শিক্ষকদের আগমনে ছাত্রদের দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের চিরাচরিত নিয়ম পরিবর্তন করে আগন্তুক শিক্ষক

কর্তৃক সালাম ও ছাত্রদের বসে থেকে সালামের জবাব দেওয়ার ইসলামী রীতি প্রবর্তনের কথা তুলে ধরে মসজিদে উপস্থিত শিক্ষক ছাত্র ও আইনজীবীদের লক্ষ্য করে বলেন, আপনারাই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। আসুন থিওরী নয়, আমরা বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করি। এজলাসে প্রবেশকালে যদি মাননীয় বিচারক সবাইকে সালাম করেন ও আইনজীবীগণ না দাঁড়িয়ে ইসলামী রীতি অনুযায়ী বসে সালামের জবাব দেন অথবা সালাম করেন, তাহ'লে আদালত কক্ষে ইসলামের একটি বিধান প্রতিষ্ঠা হ'ল। দ্বীন কায়েম হ'ল। দেশের সচেতন মুসলিম আইনজীবীগণ স্ব স্ব আদালতে প্রথমে এটা দিয়ে শুরু করুন। অতঃপর ইসলামের অন্যান্য বিধান সমূহ একে একে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান। শিক্ষাকগণ তাঁদের শ্রেণীকক্ষে, অফিকক্ষে ও কর্মকর্তাগণ তাদের স্ব স্ব অফিসে আপাততঃ এটা দিয়ে শুরু করুন। সর্বত্র একটা পরিবর্তন আসতে থাকুক। ইনশাআল্লাহ এ ভাবেই সমাজ সংস্কার হবে। আর সমাজ সংস্কারের মাধ্যমেই আসবে আমাদের কাংখিত সমাজ বিপ্লব। যে লক্ষ্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাংলার মাটিতে কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

খুৎবা-৪

[স্থানঃ দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। তাং- ৯ই জুলাই '৯৯ শুক্রবার]

বিষয়বস্তুঃ শ্রেষ্ঠ উম্মতের বৈশিষ্ট্য

হামদ ও ছানার পরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরায়ে আলে ইমরানের ১১০ আয়াত উদ্ধৃত করেন। অর্থঃ 'তোমরাই হ'লে শ্রেষ্ঠ উম্মত। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সর্বদা ন্যায়ের আদেশ দেবে ও অন্যায়ে বাধা প্রদান করবে এবং তোমরা আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনবে'...।

তিনি বলেন যে, উক্ত আয়াতে শ্রেষ্ঠ উম্মতের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বৈশিষ্ট্য দু'টি টিকিয়ে রাখার প্রধান হাতিয়ার যে 'ঈমান' সেটাও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতগুলির উপরেও উক্ত দায়িত্ব ছিল। কমবেশী সে দায়িত্ব তারাও পালন করেছেন। কিন্তু সর্বশেষ উম্মত হিসাবে তাদের তুলনায় মুসলিম উম্মাহ্র মাধ্যমে 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের দায়িত্ব ছিল সর্বাধিক খুব কম সংখ্যক উম্মতের উপরেই অন্যায়ের মুকাবিলায় সশস্ত্র জিহাদের নির্দেশ ছিল। পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মাহকে 'ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের' জন্য দাওয়াত, তাবলীগ ও নছীহতের মাধ্যমে সার্বিক প্রচেষ্টা চালানোর সাথে সাথে বাহু বলের মাধ্যমেও এ দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে 'দাওয়াত ও জিহাদ' -এর মাধ্যমে এ দায়িত্ব পূর্ণতা লাভ করেছে।

'দাওয়াত' অর্থ আহবান করা, 'তাবলীগ' অর্থ ভালভাবে পৌঁছে দেওয়া এবং 'জিহাদ' অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব ঘরে, বাইরে সর্বত্র। একজন মুসলমান যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সে সর্বদা মানুষকে ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে। এমনকি জেলখানায় গিয়েও সে এ দায়িত্ব পালন করবে। অমনিভাবে 'জিহাদ' হ'ল চূড়ান্ত প্রচেষ্টার নাম। যখন প্রচেষ্টার সাধারণ ও স্বাভাবিক স্তর শেষ হয়ে যায়, তখনই জিহাদের চূড়ান্ত পর্ব শুরু হয়। বাতিল শক্তি যে যে পথে আল্লাহ্র বিধানের মুকাবিলা করে, ইসলামী শক্তি সেই সকল 'ঘাটিতে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। যদি বাতিল শক্তি অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসে, তবে ইসলামী শক্তি অবশ্যই সশস্ত্র মুকাবিলা করবে। এই চূড়ান্ত স্তরেও ইসলামের নিজস্ব নীতি-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেগুলি কুরআন ও হাদীছে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ রয়েছে। মোট কথা ন্যায় ও অন্যায়ের মানদণ্ড যেমন ইসলামের নিকটে পৃথক, তেমনি তার প্রয়োগ পদ্ধতিতেও রয়েছে ইসলামের পৃথক নীতিমালা। অতএব বাতিলের মুকাবিলার নামে বাতিল পথ ধরে এগোনো যাবে না। বরং 'হক' প্রতিষ্ঠার জন্য হক পথেই এগোতে হবে।

তিনি বলেন, আজকের মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকে বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে বাতিল উৎখাত করার শপথ নিচ্ছেন। এমনকি অনেক নামকরা আলেম সমাজে প্রচলিত এবং সরকার কর্তৃক চালুকৃত শিরক ও বিদ'আতকে সমর্থন করতে গিয়ে কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করছেন। এগুলি আমাদেরকে বিগত যুগের আব্বাসীয়, উছমানীয় প্রভৃতি খেলাফত আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেউ আছেন, কেবল 'ফাযায়েল' বলেই ক্ষান্ত হন। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধে কোন ভূমিকা রাখেন না, সম্ভবতঃ দলের জনপ্রিয়তা ক্ষুন্ন হবার ভয়ে। এগুলি ইসলামী নীতি নয়। অনেকের গদী হাছিলই মূল লক্ষ্য থাকে। অনেকের কথিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করা মূল লক্ষ্য থাকে এবং সে লক্ষ্যেই 'নাহি আনিল মুনকার'-এর নামে যা খুশী বলে যান বা করে যান। এটাও ইসলামী নীতি নয়। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক আয়াতের শেষে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন, وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ 'এবং তোমরা আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনবে'। অর্থাৎ 'আমর বিন মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' -এর সময়ে যেন ঈমানের রশি হাত ছাড়া না হয়ে যায়। ধর্মীয় হৌক বৈষয়িক হৌক কোন সময়েই মুসলমান ঈমানের গণ্ডীসীমা থেকে বের হবে না। এটাই আল্লাহ্র নির্দেশ।

পরিশেষে তিনি সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে উক্ত আয়াতের তাৎপর্য অনুধাবন করে স্ব স্ব কর্ম পরিধিতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান সমূহ বাস্তবায়নের আহবান জানান। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

ক বি তা

এসো হে তরুণ!

-মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ী হাট, দিনাজপুর।

শিরক ও বিদ'আত চারিদিকে আজ
বাতিলের ঝংকারে কলুষিত সমাজ
ত্বাগূতের চলে জয়-জয়কার
আমরা আজি তারই মাঝে একাকার।
যুবক-তরুণ অনিশ্চিত আর হতাশায়
নব্য জাহেলিয়াতের প্রগাঢ় তমসায়
চলিছে দিগ্বিদিক বাতিলের ছায়ায়
নিজেরাও জানেনা এ চলার শেষ কোথায়?
হে তরুণ! সত্যের আলো প্রবাহিত তোমার রক্তে
কতদিন রইবে আর মাদকাসক্তে?
গর্জে ওঠ আর একবার
নগ্নতা-অশ্লীলতা করে পরিহার
এসো হে তরুণ! বাতিল করতে উৎখাত
তোমারি পথ চেয়ে আছে মিল্লাত।
আজকের সমাজে যত জাহেলিয়াত
তোমার হুংকারে হোক তার যবনিকাপাত।
এসো হে তরুণ, যুবক ও কিশোর!
ঘুমের ঘরে আর থাকিওনা বিভোর।
নির্ভেজাল তাওহীদ করতে প্রচার
এখনো আছে সময় তোমার জেগে ওঠার।

***

মুসলমান

-রুহুল আমীন আনসারী
চিনাডুলী, ইসলামপুর, জামালপুর।

তাওহীদের দিশারী মোরা জাতিতে মুসলমান
এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে এনেছি ঈমান।
সদা গাই সাম্য গীত রাহে লিল্লাহ মোদের প্রাণ
শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে গাই সবে তাওহীদের গান।
আল্লাহ্‌র কুরআন ও নবীর হাদীছই মোদের সংবিধান
আল্লাহ ও রাসূলের অনুসারী মোরা জাতিতে মুসলমান।
আল্লাহ্‌র বাণী, নবীর তরীকাই মোদের পথের দিশা
এ পথে নেই কলহ-দ্বন্ধ, হিংসা-বিদ্বেষ, নেই অমানিশা।
দুনিয়াতে যারা পেয়েছে বেহেশতের সুসংবাদ; পেয়েছে স্বর্গীয় ঘ্রাণ
নিঃসংকুচ, শংকাহীন তাদের উত্তরসুরী মোরা জাতিতে মুসলমান।
সন্ত্রাসের পূজারী নইতো মোরা, উড়াই সদা শান্তির নিশান
ইসলাম ধর্মের প্রভাবে মোদের অন্তর ঈমানী তেজে বলিয়ান।
মোদের হুংকারে কাঁপে বিশ্ব, কাঁপে থর থর সারা জাহান!
আল্লাহ ও রাসূলের পথের দিশারী মোরা জাতিতে মুসলমান।
মোদের অন্তরে নেই জড়তার লেশ, নেই প্রলোভন
মোদের ইশারায় শাসিত হবে নিখিল ধরা, ত্রিভুবন।
বদর, ওহোদ, খন্দকে যারা আল্লাহ্‌র রাহে বিলিয়েছে প্রাণ
আমরা সেই সিংহের জাতি; রাসূলের উম্মত খাঁটি মুসলমান।
জানি না মোরা মাথা নুয়ানো, সদা মোদের উচ্চ শির
ভয় করিনা আল্লাহ ছাড়া, মোরা দুর্বার দুর্জয় সাহসী বীর।
আলী হায়দার হামজার দাপটে কম্পিত ধরা নিখিল ভূবন
তাদের মসনদে আরোহিত মোরা বীর মুজাহিদ মুসলমান।

***

এ কেমন অবমাননা!

-মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন
সাতক্ষীরা।

ধরণী আজ ঘোর তমসাচ্ছন্ন
নৈতিকতা আজ পদদলিত।
কোথায় সেই আদর্শের অনুসারী?
যে পৃথিবীর অমানিশায় বিলীন হবে না,
শত অবমাননার করবে প্রতিবাদ।
আমি বুঝিনা, কিভাবে
নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে
পবিত্র কুরআন ডাস্টবিনে ফেলে?
যার প্রতিটি পাতায় অশ্লীল কথা লিপিবদ্ধ,
এ কেমন অবমাননা?
এ কেমন কৃচ্ছ্রতা?
মানুষ নামের এ পশু গুলো
বুক ফুলিয়ে প্রশাসনের নাকের ডগায়
লেফ্‌ট রাইট করছে
অথচ এ কেমন তীর্থের কাক?
হা করে সব দেখছে
তাদের হা-তে কি কীট ঢোকেনা?
এ কেমন মাতব্বর?
যারা বলে এক আর করে আর এক
যে কুরআনের নাম নিয়ে তারা মাতব্বর
সে কুরআনের যখন অবমাননা
তখন কেন তারা ঝলসে উঠে না?
হে মুসলিম মর্দে মজাহিদ! এসো!
শুধু আর একবার তরবারী ধরি
যারা কুরআনকে পৃথিবীর বুক থেকে
নিশ্চিহ্ন করতে চায়
তাদের হাড় মাংস আলাদা করি॥

***

দো'আ

৩. (ক) খানাপিনাসহ সকল শুভ কাজের শুরুতে বলবে- بسم الله। 'বিসমিল্লা-হ্'। অর্থঃ 'আল্লাহ্র নামে শুরু করছি'। (খ) শেষে বলবে- 'আলহামদুলিল্লা-হ্' অর্থঃ 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য'।

৪. (ক) বিস্ময়কর কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে- سبحان الله। 'সুবহা-নাল্লা-হ্'। অর্থঃ 'মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ'! (খ) দুঃখজনক কিছু দেখলে, ঘটলে বা শুনলে বলবে- 'ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'উন'। অর্থঃ 'আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী'।

৫. কারো গৃহে প্রবেশকালে দরজার বাইরে থেকে অনধিক তিনবার 'সালাম' করবে। অনুমতি না পেলে ফিরে যাবে।[১] এই সময় নিজের নাম বলা উত্তম।[২] গৃহবাসীকে এবং অন্যদেরকে পরস্পরে সালাম করবে এই বলে-

(ক) 'আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ্'। অর্থঃ 'আপনার বা আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক। (খ) জওয়াবে বলবে- 'ওয়া আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তহূ'। অর্থঃ 'আপনার বা আপনাদের উপরেও শান্তি এবং আল্লাহ অনুগ্রহ ও দয়া সমূহ বর্ষিত হৌক'। আসলাসা-মু আলায়কুম বললে ১০ নেকী, ওয়া 'রাহমাতুল্লাহ' যোগ করলে ২০ নেকী এবং ওয়া 'বারাকাতুহূ' যোগ করলে ৩০ নেকী পাবে, ওয়া 'মাগফিরাতুহূ' যোগ করলে ৪০ নেকী হবে। এমনিভাবে ফযীলত বাড়তে থাকবে।[৩]

৬. টয়লেট বা বাথরুমে প্রবেশকালে দো'আঃ

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

(ক) 'বিসমিল্লাহি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবছে ওয়াল খাবা-ইছ। অর্থঃ 'আল্লাহ্র নামে প্রবেশ করছি হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও স্ত্রী জিন হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৪]

(খ) হাজত শেষে বেরিয়ে আসার সময় বলবে- غُفْرَانَكَ 'গুফরা-নাকা'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনার ক্ষমা চাই'।[৫]

৭. ঘর হ'তে বের হওয়াকালীন দো'আঃ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

'বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ্'। অর্থঃ 'আল্লাহ্র নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত'।[৬]

১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৬৭;
২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৬৮।
৩. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৪-৪৫।
৪. ইবনু মাজাহ হা/২৯৭, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৭।
৫. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৯।
৬. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৩।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যায় যাদের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

❒ **নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী থেকেঃ** মুহাম্মাদ তাওহীদ, কাউছারুল বারী, কামরুল হাসান, তাজুল ইসলাম, খোবায়েব হোসাইন, জিয়াউর রহমান, রায়হানুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসাইন, বুলবুল আহমাদ, আযীযুর রহমান, শামীম হোসাইন, শাহাবুদ্দীন, আবদুল খালেক, আরীফুল ইসলাম, মাহমূদুল হাসান, ইসহাক আলী, মাযহারুল ইসলাম, আবদুল্লাহ আল-মামুন। মাহবুবুর রহমান, ওয়াহেদুল ইসলাম, আনোয়ার হোসাইন, আবদুল কবীর, ফারূক আহমাদ, ইমরান খান, ইউসুফ ছাদেক, আবু তালেব মৃধা, নে'মাতুল্লাহ, মনীরুয যামান (খোকন), হুমায়ুন কবীর, আবু রায়হান, মনীরুয যামান, উজ্জ্বল হোসাইন, আবদুল ওয়াদূদ, শহীদুল্লাহ আল-মাউন, আবুল হাসান, সাখাওয়াত হোসাইন, আসাদুয যামান, সিরাজুল ইসলাম, জুয়েল ইমন, হেলালুদ্দীন, সুলতান মাহমূদ, আবদুল আযীয, আবদুল মান্নান, আপেল, রূহুল আমীন ও মুমিনুল ইসলাম।

❒ **সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী থেকেঃ** শফীকুল ইসলাম।

❒ **বালিয়াডাঙ্গা, ঠাকুরগাঁ থেকেঃ** মামূনুর রশিদ।

❒ **হলীধানী, ঝিনাইদহ থেকেঃ** মাহফূযুল ইসলাম, ফিরোজা, সুফিয়া ও শাহানা।

❒ **ভড়ুয়াপাড়া, পুঠিয়া, রাজশাহী থেকেঃ** মতীউর রহমান।

❒ **ইটাপোতা, লালমণিরহাট থেকেঃ** সাইফুল ইসলাম ও আবদুল লতীফ।

❒ **খোশবাগ, নাচোল, নবাবগঞ্জ থেকেঃ** মুহাম্মাদ আলম ও আবদুল্লাহ।

❒ **খড়খড়ি, মতিহার, রাজশাহী থেকেঃ** দেলোয়ার হোসাইন, মুজাহিদ ও বিলকিস।

❒ **ওসকে বাজার, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর থেকেঃ** হাসিবুদ-দৌলা।

❒ **মহিশখোচা মাদরাসা, লালমণিরহাট থেকেঃ** আহসানুল্লাহ, সাইফুল্লাহ আল-মামুন, শাখাওয়াতুল্লাহ আল-বাশির, হাবীবুল্লাহ ও রফীকুল ইসলাম।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তরঃ

১. চাচা যুবাইর-এর সহযোগিতায়। সংগঠনটির নাম 'হিলফুল ফযূল'।
২. সিরিয়ায়।
৩. দুধ ভাই আবদুল্লাহ ও বোন শায়মা। তাদের সঙ্গে তিনি মেশ চড়াতেন।

৪. দাসী উম্মে আয়মান এর সঙ্গে।
৫. বসরা নগরীর বুহাইয়া নামক সন্ন্যাসী।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তরঃ

১. ইংরেজী অক্ষর "H" (যেমন- Head, Hand, Heart, & Body.)
২. ইংরেজী অক্ষর "A" (যেমন- Dhaka, Khulna, Jessore, Rajshahi, Pabna & Sylhet)।
৩. 'Ear' যেমন- Year, Bear, Near, Hear.
৪. মধ্যবর্তী অক্ষর 'K'
৫. Chair, Hair, Air.

চলতি সংখ্যার একটুখানি বুদ্ধি খাটাও

১. ১২ পাতার একটি বই সুন্দর করে বাঁধা
৩০ দিনে এক পাতা পড়ে তবু লাগে না ধাঁধাঁ।
২. কালো মাথা সরু গা থাকে সবার বাড়ী
মায়ের শরীরে ঘষা দিলে জ্বলে উঠে তাড়াতাড়ি।
৩. কাঠের শরীর দেখতে ভাল ধারাল তার মুখ
গাছের সাথে যুদ্ধ করতে লাগে বড় সুখ।
৪. মানুষ খায়, গরু খায়, বাঘ-ভাল্লুক নয়
শহর-গ্রাম ঘুরে বেড়ায় চোর সে নয়
উড়ে উড়ে পেখম মেলে ময়ূরও সে নয়।
৫. তিন অক্ষরে শহরের নাম বাংলাদেশে বাস
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে জলে করে বাস
শেষ অক্ষর বাদ দিলে মনে থাকে আশা
সকল অক্ষর মিলে অর্থ হয় নিরাশা।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী জগৎ)

১. কোন্ পাখি বৃষ্টির পানি ছাড়া অন্য পানি পান করে না?
২. কোন্ পাখি সবচেয়ে বেশী উড়তে পারে? একটানা কত দূর যেতে পারে?
৩. কোন্ পাখি চুষে চুষে পানি পান করে?
৪. ত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় কোন্ প্রাণী?
৫. কোন্ প্রাণী শীতকালে শীত নিদ্রাযাপন করে?

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠন

(৯৬) শামসুন নাহার ইসলামিয়া মাদরাসা (বালিকা) শাখা, ওয়াপদা, কলাবাগান, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আবদুল ওয়ারেস
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ মনযূরুল হক
পরিচালিকা ঃ শারমীন আখতার
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ সাজিয়া আফরীন, ফাহমিদা খাতুন, মেহেরীন খাতুন ও তৃষা খাতুন।

(৯৭) আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা, জয়পুরহাটঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ গোলজার হোসাইন
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন সরকার
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ আবদুল মুমিন, দেলোয়ার হোসাইন, নাহিদ হাসান ও এহসান হাবীব।

(৯৮) আল-মারকাযু ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব শাখা, শিমুলবাড়ী, গাইবান্ধা (দঃ পূঃ)ঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আবদুর রাযযাক
উপদেষ্টা ঃ আলতাফুর রহমান
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আবদুল হাকীম
৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ হাসানুল মাহদী, আল-আমীন, আনোয়ার হোসাইন ও আরীফুর রহমান।

প্রশিক্ষণ

গত ৮ই জুলাই '৯৯ বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীতে ২০০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরী পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। সোনামণিদের চরিত্র গঠন, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষা এবং খেলার মাধ্যমে সংগঠন শিক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

সংক্ষিপ্ত এই প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর উপদেষ্টা ও নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয লুৎফুর রহমান, যেলা কমিটির সহকারী পরিচালক, মুযাফ্ফর হোসাইন ও মহানগরী কমিটির পরিচালক মুহাম্মাদ নাজিমুদ্দীন, সহকারী পরিচালক যিয়াউল হক প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন নওদাপাড়া মাদরাসার শাখা পরিচালক মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান।

সোনামণি সংগঠনে সাপ্তাহিক বৈঠকের গুরুত্ব

-মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

সোনামণি সংগঠনের প্রতিটি শাখা ও এলাকায় সপ্তাহের যে কোন সুবিধামত দিন ও সময়ে সাপ্তাহিক বৈঠক করা অপরিহার্য। কারণ আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা দেশ গড়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এই সাপ্তাহিক বৈঠকের

মাধ্যমে। আমাদের দেশের চরম চারিত্রিক ও সামাজিক অবক্ষয় রোধের জন্য প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেক সদস্য-সদস্যাকে নিয়ে নিয়মিত পারিবারিক বৈঠক করা একান্ত প্রয়োজন। রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়া তথা জ্ঞান আহরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় ও পদ্ধতি হচ্ছে সাপ্তাহিক বৈঠক। তাই মহান রাব্বুল আলামীন জ্ঞানীদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন- 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং জ্ঞানার্জন করেছে মহান আল্লাহ তাঁদের পদমর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন' (মুজাদালা ১১)।

আল্লাহ্র নিকট জ্ঞানী সম্প্রদায়ই সর্বাধিক মর্যাদাশীল ও সম্মানের অধিকারী।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পৃথিবীর সর্বোত্তম শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সম্পর্কে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়' (বুখারী)।

এই হাদীছের মর্মানুযায়ী বুঝা যায় যে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মর্যাদা তারাই পাবেন যারা নিজেরা পবিত্র কুরআন শিখেন এবং অপরকে শিক্ষা দেন। এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধুমাত্র মাদরাসা, স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষার্থী হ'লেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার কথা বলেননি বরং তার সাথে শর্ত দিয়েছেন কুরআনী শিক্ষাকে। কুরআনের গুণাবলী সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কুরআনের দ্বারা বহু সম্প্রদায়কে উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং এর দ্বারা অন্যান্যদের মানহানি করেন (মুসলিম) আব্দুল মান্নান বিন হেদায়েতুল্লাহ)। তাই আমাদের জীবনের সার্বিক শিক্ষাই কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত হ'তে হবে। সাধ্যমত জ্ঞানার্জনের জন্য আমাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। জ্ঞানার্জন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, যারা জ্ঞানার্জন করেনি আর যারা জ্ঞানার্জন করে, তারা উভয়ে কি সমকক্ষ হ'তে পারে? (যুমার ৯)।

নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকের উপকারিতাঃ

১. সময়ানুবর্তিতাঃ প্রতি সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে বৈঠক করার কারণে সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়া হয়।

২. নেতৃত্বের সৃষ্টিঃ এ সময় একজন বৈঠক পরিচালকের নির্দেশে সুন্দর ও সাবলীলভাবে বৈঠক পরিচালিত হয় বিধায় নেতৃত্বের অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

৩. আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনঃ একজন আলোচকের আলোচনা সবাই ধৈর্য ও আনুগত্যের সাথে শ্রবণ করে। বৈঠক পরিচালকের অনুমতি ব্যতীত কেউ বৈঠক থেকে প্রত্যাগমন করে না বিধায় আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়।

৪. সংগঠনের চাবিকাঠিঃ সাপ্তাহিক বৈঠককে সংগঠনের মূল চাবিকাঠি বলা হয়। কারণ এর মাধ্যমেই সংগঠনের বাস্তবায়ন ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

৫. জ্ঞানের প্রসার ও প্রখরতা বৃদ্ধিঃ এর মাধ্যমে সঠিক জ্ঞানার্জন হয়, যা পরবর্তী জীবনে পরিবার, সমাজ তথা দেশের কাজে বাস্তাবায়নের মাধ্যমেই জ্ঞানের প্রসার ও প্রখরতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৬. দাওয়াতী কাজঃ সাপ্তাহিক বৈঠকের মাধ্যমে অত্যন্ত সহজভাবে দাওয়াতী কাজ করা সম্ভব। বৈঠকে আলোচিত বিষয় থেকে অনেকে সঠিক জ্ঞানার্জন করতে পারে। যারা সাপ্তাহিক বৈঠকের দাওয়াতে সাড়া দিবে, তাদেরকে আরও গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি বৈঠকে ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সংগঠনের ক্যাডার তৈরী করা সম্ভব।

৭. দ্বীন প্রচারের পদ্ধতি শিক্ষাঃ সাপ্তাহিক বৈঠকের মাধ্যমে মনের মধ্যে লুক্কায়িত বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান সম্ভব। ফলে এর মাধ্যমে সঠিক জ্ঞানার্জন করে তা দ্বীন প্রচারের বা কৌশল অর্জন করা যায়।

৮. দরস ও বক্তৃতার প্রশিক্ষণঃ প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর বক্তৃতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফলে এর মাধ্যমে একজন ভাল আলোচক ও বক্তা হওয়া সম্ভব।

৯. আমলের সংশোধনঃ ত্রুটিযুক্ত ও ভুল আমল সংশোধনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হ'ল সাপ্তাহিক বৈঠক। ইসলামের নামে প্রচলিত কুসংস্কার প্রতিরোধে ইহা প্রতিটি পরিবারের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

১০. পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করেঃ সাপ্তাহিক বৈঠকের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখের শরীক হওয়া যায় এবং পারস্পরিক নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে ভুলত্রুটির অবসান হয়। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। ইহা ভালবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি এবং পারস্পরিক হক আদায় করতে সার্বিক সহযোগিতা করে। ফলে আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ তথা দেশ গড়া সম্ভব।

১১. অতুলনীয় জ্ঞানার্জনঃ সাপ্তাহিক বৈঠকের মাধ্যমে যে ধর্মীয় ও সাধারণ জ্ঞান অর্জিত হয় তা মাদরাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করা সম্ভব নয়। এর প্রভাবে সোনামণিরা আত্ম বিশ্বাসী হয়ে উঠে। ফলে ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণা তথা শালীন পোষাক এবং মাতা-পিতা ও শিক্ষক-গুরুজনদের প্রতি আচরণ ইত্যাদির সঠিক জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হয়।

১২. পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করাঃ সাপ্তাহিক বৈঠকের

মাধ্যমে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সকল কাজ উত্তম রূপে যাচাই বাছাই এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব।

১৩. খোলামেলা আলোচনার অভ্যাস ও সাহস গড়ে উঠেঃ সাপ্তাহিক বৈঠকে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে একজন আলোচককে যে কোন সভা-সমিতি ও মাহফিলে নির্ভয়ে ও সঙ্কোচহীন ভাবে খোলামেলা আলোচনা করার অভ্যাস এবং সৎ সাহসী হিসাবে গড়ে তোলে।

১৪. সময়ের কাজ সময়ে করাঃ ইহার মাধ্যমে মনটাকে সঠিক সময়ে সঠিক কাজ দেওয়া সম্ভব। ফলে মস্তিষ্ক অলস ও কুচিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ, রাসূল, পরকাল, ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন সম্ভব।

১৫. সত্যিকারে দ্বীনের মুজাহিদ হিসাবে গড়ে উঠাঃ সাপ্তাহিক বৈঠকের মাধ্যমে একজন সোনামণিকে সত্যিকার দ্বীনের মুজাহিদ হিসাবে গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি করে।

অতএব সকল সোনামণি তথা সকল মুসলিম ভাই বোনদেরকে নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক করে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ে আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ তথা দেশ গড়ার উদাত্ত আহ্বান জানাই। ফালিল্লা-হিল হামদ্।

সোনামণিদের স্বাস্থ্য

প্রিয় সোনামণি! সালাম নিয়ো। পর- তোমরা নিম্নোক্ত অভ্যাসগুলি নিয়মিতভাবে গড়ে তোলঃ

১. সুবহে ছাদিকের সময় ঘুম থেকে উঠ। ফজরের আযান শুনে মোটেই অলসতা করা চলবে না। তা করলে আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিতে অবহেলা করা হবে, যা রীতিমত গোনাহের কাজ।

২. ঘুম থেকে ওঠার সময় দো'আ পড়ঃ **আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্‌ইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর**। (অর্থঃ গত সংখ্যায় দো'আ কলামে দেখে নাও)।

৩. এবারে টয়লেটে প্রবেশকালে দো'আ পড়ঃ **আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিনাল খুবছে ওয়াল খাবা-ইছি**।

৪. টয়লেট সেরে সাবান দিয়ে হাত ধুবে। অতঃপর নরম যয়তুন ডাল বা অন্য কিছু দিয়ে ভাল ভাবে মিসওয়াক কর ও ওযূ করে বেরিয়ে আস। এসময় দো'আ পড়ঃ **আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া 'আফা-নী**। অথবা **'গোফরা-নাকা'**।

৫. এবারে জার কিছু চাউল হাতে নাও ও এক গ্লাস বিশুদ্ধ বাসি পানি চাউল সমেত বসে পান কর। চাউল চিবাবেনা। গ্লাসের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলবে না। বরং বাইরে নিঃশ্বাস ফেলবে ও ধীরে পানি পান করবে। দিনে-রাতে যখনই ঘুম থেকে উঠবে তখনই বিশুদ্ধ পানি পান করবে। এতে গ্যাষ্ট্রিকের ঝামেলা থেকে ইনশাআল্লাহ মুক্ত থাকবে।

৬. এরপর ভালভাবে চুল আচড়াবে। পরিবারের প্রত্যেকের পৃথক চিরুনী থাকবে। তারপর ফজরের জামা'আতে মসজিদে চলে যাবে। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবেঃ **বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ**।

৭. মসজিদ থেকে ফিরে বাড়ীতে প্রবেশকালে গৃহবাসীর উদ্দেশ্যে 'সালাম' দিবে। অতঃপর কমপক্ষে ১৫ মিনিট হালকা ব্যায়াম করবে। রাস্তায় দৌড়াবে অথবা ঘরে, ওঠানে কিংবা ছাদের উপরে ব্যায়াম করবে। এরপর সুন্দরভাবে ওযূ করে ও এক গ্লাস পানি পান করে কুরআন শরীফ পড়তে বসবে। ১৫ মিনিট তেলাওয়াত করে ক্লাসের লেখা পড়া শুরু করবে।

৮. ক্লাসে গিয়ে ওস্তাদজীদের ও সহপাঠিদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করবে। সর্বদা হাসিমুখে থাকবে। গোমড়া মুখো হবে না। কখনই মিথ্যা কথা বলবে না।

৯. সর্বদা পিতা-মাতা ও গুরুজনদের কথা মেনে চলবে। কখনই অবাধ্য হবে না।

১০. আজকের কাজ আজকেই সারবে। কালকের জন্য রেখে দিবে না। সকল কাজ সময়মত ও নিয়মিত ভাবে করবে। ইনশাআল্লাহ তোমার স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর হবে। [সঃ সঃ]।

সংশোধনী

গত জুলাই '৯৯ সংখ্যার সোনামণিদের জন্য লিখিত সিলেবাসটি মূলতঃ তিন মাসের জন্য ছিল। যার কারণে ৩টি সূরা, ৩টি হাদীছ এবং অন্যান্য বিষয় তিনটি করে উল্লেখ ছিল। অনিবার্য ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। -পরিচালক, সোনামণি।

*[সোনামণি বিষয়ক প্রবন্ধ, কবিতা, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার উত্তর এবং কমিটি গঠন সংক্রান্ত চিঠিপত্র স্পষ্ট অক্ষরে সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখে প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে। **'সোনামণি বিভাগ, মাসিক আত-তাহরীক নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী'** এ ঠিকানায় পাঠাতে হবে -সম্পাদক]*

স্বদেশ

ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৫শে জুলাই '৯৯ রবিবার বাদ আছর 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন মিলনায়তন' (৫ম তলায়) কাজলা, রাজশাহীতে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'** শীর্ষক একটি ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ও 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর প্রথম মহাপরিচালক প্রফেসর **ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান** এবং আলোচক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও কলা অনুষদের সাবেক ডীন প্রফেসর **ডঃ এ,কে,এম, ইয়াকুব আলী** এবং ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ এফ, এম, এ, এইচ, তাকী**। সভাপতিত্ব করেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষানগরী রাজশাহীর বিভিন্ন কলেজ, মাদরাসাসহ আশপাশের বিভিন্ন স্তরের সুধীবৃন্দের ব্যাপক উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত উক্ত সেমিনারে মাননীয় প্রবন্ধকার বলেন,

আহলেহাদীছ অর্থ আহলে ছহীহ হাদীছ। যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ হাদীছের অনুসারী। তিনি বলেন, আহলেহাদীছগণ মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর খাঁটি ইসলামকে বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবহারিক জীবনে অনুসরণ করার সাবধানী ও সক্রিয় প্রচেষ্টার অঙ্গীকার নিয়ে জীবন যাপন করার পক্ষপাতী। তারা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে মানুষের মনোবৃত্তি ও আচরণের একটি ধারাবাহিক ধর্মীয় শুদ্ধি আন্দোলন হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত চলমান তৎপরতা রূপে প্রতীয়মান করার প্রয়াস পান। তিনি আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'হিন্দুস্থানে আহলেহাদীছ আন্দোলন চারটি বুনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ১- নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ২- সুন্নাতের ইত্তেবা ৩- জিহাদী জাযবা ও ৪- আল্লাহ্র নিকটে বিনীত হওয়া। তাঁর মতে এ চারটি বৈশিষ্ট্য সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদের মাধ্যমে সুনিপুণভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

মাননীয় প্রবন্ধকার স্বীয় আলোচনায় আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায় -এর পার্থক্য তুলে ধরেন এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে আহলেহাদীছ আলেমদের চিন্তার স্বচ্ছতা ও মাহাত্ম্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি হযরত ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবুবকর (রাঃ), সালেম বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) প্রমুখ ইসলামের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ্দের নাম উল্লেখ করে বলেন, তাঁরা ছিলেন 'হাদীছের ফক্বীহ' বা ফক্বীহুল হাদীছ। তাঁরা কুরআন-হাদীছ ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে ফায়ছালা দিতেন। কিন্তু পরবর্তীতে আইনের ফিক্বহের যুগ আরম্ভ হয় এবং কুরআন-হাদীছ-ইজমা ও ক্বিয়াসের চতুর্পদী পদ্ধতি অবলম্বন করে নিজেদের সুচিন্তিত মতামত অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের উপরে সিদ্ধান্ত প্রদান করা শুরু হয়। তিনি বলেন যে, ইসলামী আইন ব্যবস্থার এ দু'টি ধারা শাহ ওয়ালিউল্লাহ স্বীয় গ্রন্থসমূহে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি আহলেহাদীছের প্রতি প্রবল সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ ও তাঁর পরে মাওলানা বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী ছাদেকপুরী বিহার ও বাংলাদেশ অঞ্চলে আহলেহাদীছকে একটি জনপ্রিয় আন্দোলনে পরিণত করেন। এঁদের পরে মিয়াঁ নাযীর হুসায়েন দেহলভী, সৈয়দ ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী প্রমুখ বিদ্বান ইলমে হাদীছে বিপুল অবদান রাখেন। বিশেষ করে মিয়াঁ ছাহেবের ছাত্র মণ্ডলী সারা ভারতবর্ষে এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অনন্য অবদান রাখেন। অতঃপর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' নামে মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব দেহলভীর মাধ্যমে প্রথম আহলেহাদীছের সংগঠন কায়েম হয়। তারপর থেকে এযাবত উপমহাদেশে আহলেহাদীছের অনেকগুলি সংগঠন গড়ে উঠেছে।

সম্মানিত প্রবন্ধকারের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠের পর সম্মানিত আলোচকদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে **প্রফেসর ডঃ এ,কে,এম ইয়াকুব আলী** তাঁর আলোচনায় বলেন, তাবেঈ যুগের পরে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদ হয়। ফলে যুক্তি তর্কের যুগ শুরু হয়। তখন তার খণ্ডনে 'রায়'-এর প্রচলন হয়। এ সময়ে শুধু চার ইমাম নয়, প্রচুর মুজতাহিদ ইমাম আসেন। শাহ অলিউল্লাহ্র সময়ে উপমহাদেশে হাদীছের দারস ও তাদরীসের সূচনা হয় ও তা আন্দোলনে রূপ নেয়। হিন্দুস্থানে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

মাননীয় আলোচক আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদের সময় থেকে 'রাফ'উল ইয়াদায়েনের প্রচলনের মাধ্যমে উপমহাদেশে আহলেহাদীছের সূচনা হয়' বলে এবং 'আহলেহাদীছ পন্থীরা সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর তরীক্বায়ে মুহাম্মাদিয়ার চত্বর থেকে উত্থিত হয়েছে' বলে মাননীয় প্রবন্ধকার যে কথা বলেছেন, তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং এই অংশ দু'টি নিবন্ধ হ'তে বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেন।

পরিশেষে তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন স্বার্থক হবে

তখনই, যখন আমরা সার্বিক জীবনে কুরআন ও হাদীছের অনুসারী হ'তে পারব।

অতঃপর ডঃ **এফ,এম,এ,এইচ, তাকী** তাঁর আলোচনায় বলেন, নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করলে কেউ ৩০% কেউ ২০% ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করেন। ফলে অনেকে নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছ অনুসরণ করা পসন্দ করেছেন। এদিক থেকে আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রশংসার দাবী রাখে। মাননীয় প্রবন্ধকার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন উপমহাদেশ থেকে শুরু হয়েছে' বলে যে কথা বলেছেন, তিনি তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন আরও আগে থেকে ছিল। তিনি বলেন, এ আন্দোলন দিল্লীর তরীক্বায়ে মুহাম্মাদিয়ার চত্বর থেকে উত্থিত হয়নি। তাছাড়া খোদ সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী কোন তরীকা পন্থী ছিলেন কি-না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

অতঃপর সভাপতির ভাষণে **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে সর্বপ্রথম 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উপরে একটি মনোজ্ঞ সেমিনার অনুষ্ঠিত হওয়ায় আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করেন এবং হানাফী বিদ্বানদের মধ্যে তিন তিনজন স্কলার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উপরে প্রবন্ধ পাঠ ও মূল্যবান আলোচনা পেশ করায় তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, ৩৭ হিজরীর পরবর্তী যুগে যখন বিভিন্ন বিদ'আতী ফের্কার আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে, তখন থেকে মুসলিম উম্মাহ আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল বিদ'আ নামে দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীছ একই অর্থে পরিচিত। ইমাম শা'বী (২২-১০৪ হিঃ) ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে 'আহলুল হাদীছ' বলতেন। শায়খ আবদুল কাদের জীলানী (৪৯১-৫৬১ হিঃ) 'আহলুল হাদীছ ব্যতীত আহলে সুন্নাতের অন্য কোন নাম নেই' বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনু হযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ)-এর উদ্ধৃতি পেশ করে তিনি বলেন, আহলেহাদীছ কেবল বিগত যুগের হাদীছপন্থী ফক্বীহ ও মুহাদ্দেছীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাঁদের নীতির অনুসারী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী 'আম জনসাধারণও সকল যুগে 'আহলুল হাদীছ' নামে কথিত হ'তেন এবং আজও হয়ে থাকেন। যেমন হানাফী-শাফেঈ ইত্যাদি বললে তাদের আলেম ও বে-এলেম সকলকে বুঝানো হয়।

তিনি সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর নিকটে আল্লামা শাহ ইসমাঈল ও আল্লামা আবদুল হাইয়ের বায়'আত গ্রহণের পটভূমি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, তার পূর্বেই শাহ আবদুল আযীয ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' বা যুদ্ধ এলাকা ঘোষণা দিয়ে দখলকার ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে জনগণকে জিহাদের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত করেছিলেন। এদিকে পাঞ্জাবে ইংরেজ ও শিখ কর্তৃক মুসলিম নির্যাতনের বীভৎস চেহারা দীর্ঘ দু'বছর যাবত নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করে শাহ ইসমাঈল নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, সশস্ত্র জিহাদ ব্যতীত এই যালেমশাহী উৎখাতের অন্য কোন পথ খোলা নেই। তিনি দিল্লীতে ফিরে এসে গভীর চিন্তায় মগ্ন হন। এরি মধ্যে পূর্ব পরিচিত সৈয়দ আহমাদের দিল্লী উপস্থিতি তাঁর মধ্যে আশার সঞ্চার করে। উল্লেখ্য যে, সৈয়দ আহমাদ ইতিপূর্বে শাহ আবদুল আযীযের নিকটে দু'বছর ছাত্র ছিলেন। অতঃপর টোংকের নওয়াব আমীর খান পিণ্ডারীর সেনাবাহিনীতে দীর্ঘ সাত বছর চাকুরী করেন। তিনি সেখানে থেকেই দিল্লীতে মাদরাসা রহীমিয়ার জন্য চাঁদা আদায় করে পাঠাতেন। ফলে অলিউল্লাহ পরিবারের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা পূর্ব থেকেই ছিল।

আমীর খান ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করায় সৈয়দ আহমাদ ক্ষুব্ধ হ'য়ে চাকুরী ত্যাগ করে দিল্লী চলে আসেন ও স্বীয় উস্তাদ শাহ আবদুল আযীযের নিকটে সশস্ত্র জিহাদের আকাংখা ব্যক্ত করেন। উস্তাদ তাকে সম্মতি দেন ও স্বীয় ভাতীজা শাহ ইসমাঈল ও জামাতা আবদুল হাইকে তাঁর নিকটে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণের নির্দেশ দেন। সৈয়দ আহমাদ নিঃসন্দেহে একজন দ্বীনদার, পরহেযগার ও খাঁটি দেশ প্রেমিক সৈনিক ছিলেন। তিনি নকশবন্দীয়া-মুজাদ্দেদীয়া বাতেনী তরীকার দাওয়াত নিয়ে তাঁর উস্তাদের নিকটে আসেননি। এধারণা করাও ঠিক হবে না যে, শাহ আবদুল আযীয, শাহ ইসমাঈল, মাওলানা আবদুল হাই প্রমুখ সে যুগের সেরা ইসলামী নেতৃবৃন্দের মধ্যে 'তাযকিয়ায়ে নফসে'র বা আত্মশুদ্ধির কোন কমতি ছিল। অতএব তাঁদের এ বায়'আত ছিল একজন ঈমানদার কুশলী সৈনিককে ভবিষ্যৎ ইসলামী জিহাদের সেনাপতিত্বে বরণ করার ও তাঁর প্রতি নিখাদ আনুগত্যের বায়'আত মাত্র।

তিনি বলেন, সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল পরিচালিত জিহাদ আন্দোলন শুধু বৃটিশ ও শিখ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল না। বরং সমাজে ইসলামের নামে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আত সমূহের বিরুদ্ধে ছিল আপোষহীন সামাজিক আন্দোলন। ফলে সেযুগেও যেমন দুনিয়া পূজারী বহু আলেম এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। আজও তেমনি বহু আলেম ও বিদ্বান জেনে অথবা না জেনে এ আন্দোলনের বিরোধিতা করে থাকেন।

তিনি বলেন, মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই কেবল মুসলিম ঐক্য সম্ভব। আমাদের সৃষ্ট বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকা মুসলিম ঐক্যের পথে যে বাধার প্রাচীর হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, এইসব প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে উদার মনে প্রত্যেকের আক্বীদা ও আমলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে বিচার করে নেওয়ার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এসেছে। আসুন এছলাহের মন নিয়ে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি হই। আহলেহাদীছের ফোরামে হানাফী পণ্ডিতগণকে দাওয়াত দিয়ে ও মুক্ত আলোচনার

সুযোগ দিয়ে আমরা এ পথে দৃষ্টান্ত রেখেছি। আল্লাহ পাক সুযোগ দিলে আগামীতে আবারও আমরা এধরণের পদক্ষেপ নেব ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত আলোচকদ্বয় ও মাননীয় সভাপতি ছাহেবের আলোচনার পরে মাননীয় প্রবন্ধকার দাঁড়িয়ে বলেন, আপনাদের দেওয়া সংশোধনীগুলি আমি বিবেচনা করব এবং আমার প্রবন্ধে সংযোজন করব ইনশাআল্লাহ।

রপ্তানী প্রবৃদ্ধিতে মারাত্মক ধ্বস!

দেশের রপ্তানী প্রবৃদ্ধিতে মারাত্মক ধ্বস নেমেছে। চার বছর আগে অর্জিত ৩৭.১ শতাংশ রপ্তানী প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে গত অর্থ বছরে ১.১ শতাংশে নেমেছে। গত ৩০শে জুন সমাপ্ত অর্থ বছরে অর্জিত রপ্তানী প্রবৃদ্ধির হার ১৩ বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে। শুধু তাই নয় চা, চামড়া, হিমায়িত খাদ্য ও কাঁচা পাটের মত প্রধান প্রধান রপ্তানী পণ্যের ক্ষেত্রে বিদায়ী অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক। প্রায় সকল পণ্যের রপ্তানী আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বিদায়ী অর্থ বছরের ১০ মাসের পরিসংখ্যান থেকে এ চিত্র পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট দু'মাসের চূড়ান্ত তথ্য পাওয়া না গেলেও একই প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। রপ্তানী খাতের প্রবৃদ্ধিতে মারাত্মক ধ্বসের জন্য সরকার এককভাবে বন্যাকে দায়ী করলেও রপ্তানীকারকগণ বলছেন- বন্যাই ধ্বসের একমাত্র কারণ নয়। মারাত্মক বিদ্যুৎ সংকট, বিশ্ববাজারে অসম প্রতিযোগিতা, রপ্তানী পণ্যের বহুমুখী করণে ব্যর্থতা, বন্দরে জটিলতা প্রভৃতি রপ্তানী আয় হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ বলে রপ্তানী কারকগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর পর্যন্ত রপ্তানী আয়ের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই ১৩ বছরে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ৩৭.১ শতাংশ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ১৯৮৬-৮৭ সালে ৩১.১ ভাগ। গত ১০ জুন বাজেট ঘোষণা উপলক্ষে প্রকাশিত অর্থনৈতিক দলীলে বিদায়ী অর্থ বছরের জুলাই '৯৮ থেকে মার্চ '৯৯ পর্যন্ত ৯ মাসের রপ্তানী প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে ১.১ শতাংশ। অর্থনৈতিক সমীক্ষার ১৫০ পৃষ্ঠায় ৪২ নং সারনীতে এ পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে।

মহিলা প্রধানমন্ত্রী বা মহিলা নেত্রীর অধীনে আর চাকুরী নেব না

-ডঃ ওয়াজেদ মিয়া

বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ এম,এ, ওয়াজেদ মিয়া বলেছেন, কুমিল্লার আমলা-মন্ত্রী ম,খা, আলমগীর আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে গণ্ডগোল লাগিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর জন্য সে বিদেশ থেকে একাধিক অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রী এনে শেখ হাসিনাকে বশীভূত করেছে। কিন্তু এই সব অনারারী ডিগ্রী প্রধানমন্ত্রী তাবিজ বানিয়ে ঝুলিয়ে রাখা ছাড়া আর কোন কাজে লাগাতে পারবে না। ডঃ ওয়াজেদ মিয়া অভিযোগ করেন, আমলারা এখন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মত বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকেও ক্ষমতা থেকে ফেলে দেয়ার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। কিন্তু এই প্রধানমন্ত্রীর তা বোঝার ক্ষমতা নেই। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আসলে কোন কাজ নেই। তাকে আমি এখন গণভবনে খুঁজে পাচ্ছি না। সে কখন কোথায় যায়, কি করে আমি তার কিছুই জানি না।

বাংলাদেশকে এখন আল্লাহ চালাচ্ছে উল্লেখ করে ডঃ ওয়াজেদ মিয়া বলেন, বাংলাদেশ প্রকৃত পক্ষে এমন ভাবেই চলছে যে, এখানে প্রধানমন্ত্রীর মত কারও কোন কাজ নেই। আমাকেও ওরা অবসর দিয়েছে। তাই আল্লাহ্‌র নামে আমি শপথ নিয়েছি কোন মহিলা প্রধানমন্ত্রী বা মহিলা নেত্রীর অধীনে আর কখনো কোন চাকুরী নেব না।

ডঃ ওয়াজেদ মিয়া গত ১০ জুলাই রাজধানীর ডায়াবেটিক হাসপাতাল মিলনায়তনে আয়োজিত 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে সাংবাদিকদের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

দেশের শতকরা ৮০ ভাগ নৌপথই ঝুঁকিপূর্ণ

বর্তমানে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ আভ্যন্তরীণ নৌপথ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। মূল সমস্যা নদীগুলোর বুকে জন্ম নেয়া অসংখ্য ডুবো চর এবং প্রতিনিয়ত খাঁড়ি বদল। সরকার ড্রেজিংয়ের কাজে ঠিকমত হাত দিতে পারেনি ড্রেজিং বহরের অভাবে। লঞ্চ মালিকসহ খোদ আইডব্লিউটিসিও আশংকা করছে যে, আগামী শুকনো মৌসুমেই দেশের ব্যাপক নৌপথ ক্ষীণ হয়ে পড়বে এবং কোথাও কোথাও নৌপথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে যাবে।

জাল সার্টিফিকেট তৈরীর কারখানা

পুলিশ জাল সার্টিফিকেট তৈরীর কারখানার সন্ধান পেয়েছে। গত ৬ জুলাই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার শফীকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশ দল জালিয়াত চক্রের দু'জনকে গ্রেফতার করেছে।

গোয়েন্দা পুলিশের দলটি মতিঝিল থানার ১৪ নং পুরানা পল্টন দারুস সালাম অর্কেড-এর ২য় তলায় ৯নং দোকানে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ জাল পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সীল, ড্রাইভিং লাইসেন্স ফরম, মেডিকেল সার্টিফিকেট, ডিসি ট্রাফিক সীল, পোষ্ট অফিসের সীল ও আই, টি,এ-এর সনদ উদ্ধার করে।

গ্রেফতারকৃত দু'জনের নাম আবদুল জলীল ও বেলাল হোসেন।

বিভিন্ন সংস্থার কাছে পিডিবি'র বকেয়া দু'হাযার কোটি টাকা

বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সহ ডেসার কাছে দু'হাযার একশ ১৩ কোটি ৮৩ লাখ ২২ হাযার টাকার বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী রয়েছে। বারবার তাগাদা দেয়ার পরও এসব প্রতিষ্ঠান বিল পরিশোধ করছে না। বিপুল পরিমাণ এ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের জন্য বিদ্যুৎ সচিব জি,এম মণ্ডল ৩৪টি মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে চিঠি পাঠালেও তাতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি।

এ প্রতিবেদনে ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়ার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় পাওনা অর্থ আদায়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এর পরেও বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরে বিপুল পরিমাণ অর্থ অপরিশোধিত রয়ে গেছে। এর ফলে প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে বিদ্যুৎ সেক্টরের প্রয়োজনীয় সংস্কার উন্নয়ন এবং গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ব্যাহত হচ্ছে।

বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল?

কুখ্যাত 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' বাতিল হয়েছে আজ থেকে প্রায় পৌনে দশ বৎসর পূর্বে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর পূর্বাহ্নে। দুপুরের আগে এই কালো আইন বাতিলের অধ্যাদেশে স্বাক্ষর করে তৎকালিন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট এরশাদ গ্রেফতার হ'য়ে জেলে যান প্রায় ৬ বছরের জন্য। একই সময়ে তিনটি অধ্যাদেশে সই করলেও পরবর্তী প্রেসিডেন্টের অধীনস্থ কর্মকর্তারা সংরক্ষণ করেছেন মাত্র দু'টি। কিন্তু কালো আইন বাতিলের অধ্যাদেশটি গায়েব করা হয় সুচতুরভাবে। এই অপরাধ করেছে কে আজও তার হদিস পাওয়া যায়নি। অথচ এই কালো আইনের যুপকাষ্ঠে বিগত নয় বছরে নির্যাতিত হয়েছে প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ।

জাতি এখন তাকিয়ে আছে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও সুপরিচিত নীতিবান ও সত্যভাষী আজকের প্রেসিডেন্ট ও তৎকালিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাবেক প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের দিকে। জানা গেছে যে, প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই এই সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু সহযোগী দৈনিকের বেরসিক সম্পাদক প্রেসিডেন্টকে দেওয়া ৭২ ঘণ্টা সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বলেন, ৭২ ঘণ্টা কেন ৭২ বছর হ'লেও তিনি আমার চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে পারবেন না। অতঃপর বঙ্গভবন চুপ।

[আমরা চাই এ কালো আইন এখনি বাতিল হৌক! আর দেরী নয়।- সম্পাদক]

সাবধান! মোটা হবার বড়ি খাবেন না

গরু-মহিষ মোটাকরণের জন্য তৈরী 'পামবড়ি' খেয়ে মোটা হচ্ছে কক্সবাজার যেলার সীমান্ত এলাকার মানুষ। দামে সস্তা ও কয়েক মাসে মোটা হয়ে যাওয়া দেখে হাযার হাযার মানুষ বিশেষ করে কৃশকায় তরুণীরা এই বড়ি সেবন করছে। ফলে মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। থাইল্যাণ্ড থেকে মায়ানমার হয়ে আসা ওরাডেক্সন, ডেকাসন, স্ট্রন, ডেক্সামেট ইত্যাদি নামের ট্যাবলেট 'পামবড়ি' নাম ধারণ করে গ্রামে-গঞ্জে ঢুকে পড়ছে। উখিয়া ও টেকনাফের হাট-বাজারে প্রকাশ্যে এগুলি বিক্রি হচ্ছে।

এই বড়ি সেবনের ফলে শরীরে পানি জমে শরীর ফুলে যায় এবং দেহে রক্ত ও পানির পরিমাণ সমান হয়ে যায়। এছাড়াও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে কিডনী, ব্রেইন ও হার্টের উপরে প্রভাব ফেলে। ফলে শরীরে আঘাত কিংবা রোগ হ'লে কোন ঔষধ কাজ করে না। পরিণামে তারা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

নলকূপ দিয়ে গ্যাস বেরোচ্ছে

বরিশালের একটি গভীর নলকূপ থেকে পানির সঙ্গে সামুদ্রিক ঝিনুক ও গ্যাস বের হয়ে আসছে। এছাড়া পার্শ্ববর্তী ৮টি অগভীর নলকূপ থেকে অনবরত পানি ও গ্যাস উঠছে। এই অবস্থায় এলাকাবাসীর মধ্যে চরম আতংক বিরাজ করছে। বরিশাল যেলার বাবুগঞ্জ থানার রাকুদিয়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটছে। সন্ধ্যা ও সুগন্ধা নদীর মাঝখানে রাকুদিয়া গ্রামটি অবস্থিত। সম্প্রতি গ্রামের জনৈক ব্যক্তির রান্নাঘরে চুলা জ্বালাতে গেলে গ্যাসে সমস্ত রান্নাঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অগ্নিদগ্ধ হয় বাবু ঢালী (৪৫) ও আনোয়ার হোসেন (৩৫)। গ্রামের কেউ রাতে কুপি বাতি, হ্যারিকেন ইত্যাদি জ্বালাতে সাহস পাচ্ছে না। এদিকে জনৈক রহমত আলী চাপরাশীর উঠানে ফাটল ধরেছে। অথচ দুটি নদীর কোনোটির তীরই ভাঙছে না।

আহমাদ ইবনে সেলিমের স্বর্ণপদক লাভ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী মির্জাপুরের আহমাদ ইবনে সেলিম ১৯৯৬ সালে ইসলামী ফাউণ্ডেশন রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। সে 'খ' গ্রুপে থানা, যেলা ও বিভাগ পর্যায়ে নির্ধারিত রচনা প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকটিতে প্রথম স্থান অধিকার করে। অতঃপর গত ৩১.৫.৯৯ ইং তারিখে

ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ে উপস্থিত রচনায় (বিষয়ঃ তাওহীদ) চতুর্থ বারেও প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেছে। সে গত ৩রা জুন ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পুরস্কার গ্রহণ করে। তার পিতা এম.এম সেলিম একজন পুস্তক ব্যবসায়ী। দাদা মরহুম আল্লামা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান ও শতাধিক গ্রন্থ প্রণেতা। আহমাদ ইবনে সেলিম এবারে এস,এস,সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে ৮০৮ নম্বর পেয়ে ৫টি লেটারসহ প্রথম বিভাগে স্টার পেয়েছে। সে অবসরে ইসলামী বই পড়ে এবং তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। সে সকলের দো'আ প্রার্থী।

টানবাজার ও নিমতলীর পতিতালয় উচ্ছেদ

গত ২২শে জুলাই দিবাগত গভীর রাতে এক আকস্মিক অভিযান চালিয়ে পুলিশ প্রায় তিনশ' পতিতাকে জোরপূর্বক ধরে পাঁচটি বাসে ভরে নারায়ণগঞ্জের প্রায় দেড়/দু'শ বছরের পুরানো টানবাজার ও নিমতলী পতিতালয় থেকে রাতারাতি উচ্ছেদ করে গাযীপুরের কাশিমপুর সরকারী ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসে। পুলিশ সূত্রে বলা হয় যে, ঐ দুই পতিতাপল্লীতে মোট পতিতার সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৪০০ জন। কিন্তু সবাই আগাম কেটে পড়েছে। তবে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সরেজমিন তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানে ৪ থেকে ৫ হাযার পতিতা বাস করত। ঢাকার কান্দুপট্টী পতিতালয় একইভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। যাদের পুনর্বাসিত পতিতার সংখ্যা পাঁচশ'রও কম। বাকী ৫ থেকে ৬ হাযার পতিতা ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে-বন্দরে বাসা ভাড়া করে তাদের অবৈধ পেশা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন সূত্রে বলা হয়েছে যে, পতিতাবৃত্তির মত একটি নির্মম পেশার প্রতি তারা বরাবরই বিরোধিতা করে আসছে। কিন্তু পতিতাদের পুনর্বাসন ছাড়া তাদের উচ্ছেদ মানে হচ্ছে সমাজের সর্বত্র পতিতাবৃত্তি ছড়িয়ে দেওয়া। এর দ্বারা যুব সমাজ অধঃপতনের দিকে ধাবিত হবে। মানবাধিকার কমিশন সারা দেশের পতিতাদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের জোর সুপারিশ জানিয়েছে ও তার মাধ্যমে সমাজের এই বৃহত্তর সমস্যাটি সমাধানের আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে।

বিদেশ

কাশ্মীর যুদ্ধে ৪ হাযার ভারতীয় সৈন্য নিহত?

গত দশ বছরে জম্মু ও কাশ্মীরে মুজাহিদদের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রায় ৪ হাযার ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জি, পুরুষোত্তম দত্ত গত ১লা জুলাই নয়াদিল্লীতে এ কথা জানান।

এদিকে কাশ্মীরের সাম্প্রতিক সংঘর্ষে কারগিলসহ বিভিন্ন সেক্টরে পাঁচ শতাধিক সৈন্য নিহত ও কয়েক হাযার সৈন্য আহত হয়েছে। তবে বেসরকারী হিসাবে এই হতাহতের সংখ্যা আরও বেশী।

অক্টোবরে বিশ্বের জনসংখ্যা ৬শ' কোটি ছাড়িয়ে যাবে

আগামী অক্টোবরের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা ৬শ' কোটি ছাড়িয়ে যাবে। 'পপুলেশন এ্যাকশন ইন্টারন্যাশনাল' (পিএআই) প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের পরদিন প্রকাশিত এই বিবৃতিতে পিএআই-এর প্রেসিডেন্ট এমি কোয়েন বলেন, বিগত ৩০ বছরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার আওতা সম্প্রসারণ এবং বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের নাজুকতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্ব দারুন অগ্রগতি সাধন করেছে। তিনি বলেন, পিএআই চায় অর্থনৈতিক উৎপাদন ও প্রজনন উভয় ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তি নিজের পসন্দমত বেছে নেয়ার জন্য বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা থাকুক। তিনি আরো বলেন, বিশ্বে লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষের জীবন বাঁচানোর সুযোগ নেই এবং তারা মৌলিক প্রজননশীল স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। আর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই বিশ্বের জনসংখ্যা ৬শ' কোটি ছাড়িয়ে যাবে। বিশ্বের জনসংখ্য ১শ' কোটিতে পৌঁছেছিল ১৮০৪ সালে। কিন্তু মাত্র দেড়শ বছরের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে ১৯৬০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩শ' কোটিতে।

আমেরিকান মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যরোধে নয়া আইন প্রণয়নের উদ্যোগ

আমেরিকান মুসলমানদের অবদানকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য এবং মুসলিম বিরোধী অসহিষ্ণুতা ও তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দু'জন সিনেটর স্পেনসার আব্রাহাম এবং ল্যারি ক্রেগ একটি আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করেছেন। গত ২ রা জুলাই সিনেট প্রস্তাবে ১৩৩ নম্বরের এই বিলটি উত্থাপন করেন মিশিগান থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান দলীয় সিনেটর আব্রাহাম। এটা বিবেচনার জন্য সিনেট বিচার বিভাগীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে। বিলটিতে বলা হয়, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে আনুমানিক ৬০ লক্ষ মুসলমান বাস করছে এবং সেখানে দেড় হাযারেরও বেশী মসজিদ, ইসলামী স্কুল এবং ইসলামী কেন্দ্র রয়েছে।

প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়, 'নবী ইবরাহীমের ধারাবাহিকতায় যে ক'টি মহান ধর্ম আবির্ভূত হয়েছে, ইসলাম তার অন্যতম। ইতিহাস জুড়ে এ ধর্ম গণিত, বিজ্ঞান, ঔষধ, আইন, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্র গুলোকে এগিয়ে নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে'। এই প্রস্তাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, মুসলমানরা মাঝে মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ ও অসহিষ্ণুতার শিকার হয়েছেন এবং তাদেরকে নেতিবাচকভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইন বিলে এ ধরণের কার্যকলাপের নিন্দা করা হয়েছে।

স্বামীদের রান্না ও থালা-বাসন ধোয়ার দাবীতে মেক্সিকোয় গৃহিণীদের ধর্মঘট

মেক্সিকোর একদল গৃহিণী তাদের স্বামীদের রান্না করা, জামা-কাপড় ইস্ত্রি করা ও থালা-বাসন ধোয়ার দাবীতে বৃহস্পতিবার ধর্মঘট পালন করেছে।

একটি ঘরের কাজকর্ম দ্বারা একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবার তথা পুরো সমাজ উপকৃত হয়- এ ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 'মহিলাদের সমান অংশগ্রহণ প্রোগ্রাম' নামক মেক্সিকো সিটির একটি সরকারী এজেন্সির পরিচালক গ্যাবরিয়েলা দেলগাদো ব্যালেস্ত্রো একথা জানান।

এজেন্সির এক জরিপে দেখা গেছে, ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের তুলনায় মেক্সিকোর পুরুষরা গৃহের কাজে অপেক্ষাকৃত কম সম্পৃক্ত হয়। যদিও এদেশের মহিলারা ব্যাপকভাবে বাইরের কাজে বর্তমানে নিযুক্ত হচ্ছে। ঠিক কতজন মহিলা এ ধর্মঘটে অংশ নেয় তা জানা যায়নি।

ওআইসি ফিক্বহ একাডেমীতে বাংলাদেশের প্রস্তাব নাকচ

'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা' ওআইসি-র ফিকহ একাডেমীতে সদস্য পদের জন্য বাংলাদেশ সরকার ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মহাপরিচালক মাওলানা আবদুল আউয়ালকে মনোনয়ন দিয়ে দ্বিতীয়বার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, তা নাকচ হয়ে গেছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। জানা গেছে, মাওলানা আবদুল আউয়াল ইসলামী আক্বীদা বিরোধী কাদিয়ানীদের সমর্থক হওয়ার প্রশ্নে বিতর্কিত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় তার নামে দেয়া সরকারের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয় হিসাবে ফিকহ একাডেমী নাকচ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি সত্যিকার মুসলমান নন।

সূত্রে আরো বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকারকে পাঠানো ওআইসি-র পত্রে বিকল্প প্রার্থী হিসাবে অন্য একজন বিজ্ঞ ইসলাম ধর্ম শাস্ত্রবিদকে মনোনয়ন দিয়ে প্রস্তাব পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। যে ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়া হবে তাকে অবশ্যই ঈমান ও আক্বীদা সমৃদ্ধ হ'তে হবে বলে পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান সরকার এর আগেও ঐ একই ব্যক্তিকে ফিক্হ একাডেমীর সদস্য পদের জন্য মনোনয়ন দিয়ে প্রস্তাব পাঠালে একাডেমী সেই প্রস্তাবও ফেরত পাঠিয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট মহলে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, ইসলামী আক্বীদার প্রশ্নে যে ব্যক্তিটি সর্ব মহলে বিতর্কিত, তিনি কিভাবে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত একটি ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে বহাল থাকতে পারেন। এমন বিতর্কিত ব্যক্তি যে ইসলামী গবেষণাকে ব্যাহত করতে পারেন এবং এমনকি ইসলামের শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে এ দেশের মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারেন সে ব্যাপারেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

ভারতীয় ক্যাপসুলে ময়দা ও চক-পাউডার!

জীবন রক্ষাকারী ভারতীয় এন্টিবায়োটিক এমোক্সিসিলিন ক্যাপসুলে শুধুমাত্র ময়দা এবং চক-পাউডার পাওয়া গেছে। গত ৫ জুলাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের ৭ম ব্যাচের এম, ফার্মের ছাত্র অমিতাভ সাহা। ঢাকা মিটফোর্ড মার্কেট থেকে সংগৃহীত ঔষধ পরীক্ষায় এ তথ্য মিলেছে। অমিতাভ সাহা বাংলাদেশে প্রাপ্ত ভারতীয় ঔষধের উপর গবেষণা কাজ শুরু করেছেন। তাকে সহায়তা করছেন ঐ বিভাগীয় প্রধানসহ কয়েকজন অধ্যাপক।

অমিতাভ কাজের শুরুতেই ভারতীয় চারটি কোম্পানীর এমোক্সিসিলিন ক্যাপসুলে বিন্দু মাত্র এমোক্সিসিলিন খুঁজে পাননি। প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলো হ'ল মুম্বাইয়ের ওয়েল হেলথ ফার্মা, সিনকো ফার্মা, কোডাক ফার্মা। বাংলাদেশের বাজারগুলোতে ক্যাপসুলগুলো বেশ কম দামেই পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া ভারতীয় হেলিক্স ফার্মা কর্তৃক প্রস্তুত করা রেনিটিডিন ট্যাবলেটটিও নিম্নমানের বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তুরস্কের প্রতি ইউরোপ-

ওজালানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হ'লে সম্পর্কের অবনতি হবে

তুরস্কের একটি আদালতে গত ৩০ জুন কুর্দী বিদ্রোহী নেতা আবুদল্লাহ ওজালানের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার ফলে দেশটির সাথে তার ইউরোপীয় মিত্রদের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপীয় নেতারা তুরস্ককে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, ওজালানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হ'লে তুরস্কের সাথে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটবে। এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়নে তুরস্কের যোগদানের আশু সম্ভাবনায়ও ছেদ পড়তে পারে।

উল্লেখ্য যে, গত ১৫ বছর ধরে গেরিলা সংঘর্ষের মাধ্যমে ৩৭ হাযার লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে তুরস্কের একটি আদালত...তারিখে? কুর্দী বিদ্রোহী নেতা আবদুল্লাহ ওজালানের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে।

১৫ জাতির ইইউ-এর সভাপতিত্বকারী জার্মানী ওজালানকে বাঁচিয়ে রাখার আহবান জানিয়েছে। অপরদিকে

সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল, ইটালী, রাশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকাও ওজালানকে মৃত্যুদণ্ড হতে মুক্তি দেয়ার আহবান জানিয়েছে।

জাপানে ৩৩ হাযার লোকের আত্মহত্যা!

জাপানে গত বছর প্রায় ৩৩ হাযার লোক আত্মহত্যা করেছে। এর আগে এক বছরে এত বেশী লোক আর আত্মহত্যা করেনি। ১৯৯৭ সালে আত্মহত্যা করেছে ৩২,৮৬৩ জন। এদের মধ্যে ২৩০১৩ জন পুরুষ এবং ৯৮৫০ জন মহিলা। গত বছর আত্মহত্যার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩৫ ভাগ বেশী। এটা একটা ঐতিহ্য হয়ে গেছে যে, জাপানে লজ্জাজনক কোন কাজ কিংবা আর্থিক ক্ষতির কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। আর্থিক হতাশাও আত্মহত্যার একটি কারণ। এ মাসে (জুলাই) এক সরকারী জরিপে দেখা গেছে যে, মে '৯৯ মাসে ২০ লাখ ২০ হাযার লোক ছিল বেকার।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ?

কয়েকটি রক্ষণশীল দেশ ও ভ্যাটিকানের আপত্তি সত্ত্বেও ১৮০টি দেশের প্রতিনিধিরা বিশ্বের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নতুন প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এসব প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে গর্ভপাতে মহিলাদের অধিকার প্রদান এবং বয়ঃসন্ধি থেকেই যৌন শিক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান।

১৯৯৪ সালে মিশরের রাজধানী কায়রোয় অনুষ্ঠিত বিতর্কিত ঐতিহাসিক 'জনসংখ্যা সম্মেলনে' গৃহীত প্রস্তাবাবলীর আলোকে বিশ্বের জনসংখ্যা কমাতে ২০ বছর মেয়াদী একটি উচ্চাভিলাষী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। বিশ্বের জনসংখ্যা এ বছর ৬০০ কোটিতে পৌঁছেছে।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে তিন দিন ব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কায়রো সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতি, পর্যালোচনা ও এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নে নতুন নতুন প্রস্তাব গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া। তবে মহিলাদের গর্ভপাতের অধিকার প্রদান নৈতিক কি অনৈতিক এবং পরিবার-পরিকল্পনা ও যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে মেয়েদের শিক্ষা প্রদান বৈধ না অবৈধ অথবা এই সব কর্মসূচীতে অর্থের যোগান দান প্রভৃতি নিয়ে সম্মেলনে ব্যাপক বিতর্ক ও প্রচণ্ড দর কসাকষি হয়।

উল্লেখ্য যে, প্রগতিশীল মহিলা গ্রুপগুলো এই চুক্তির প্রশংসা করেছে। তারা বলেছে যে, এই অনুমোদনের ফলে বিশ্বের সরকার সমূহ প্রজনন স্বাস্থ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে এখন বাধ্য।

[ইসলামী নৈতিকতা বিরোধী যে প্রস্তাবই নেওয়া হবে, তাতে পারিবারিক ও সামাজিক শৃংখলা বিধ্বস্ত হ'তে বাধ্য। জনসংখ্যা কমাতে কমাতে মানুষকে সন্তানহীন করলে অবশেষে পৃথিবী নামক গ্রহটি কেবল বুড়ো-বুড়ীদের আড্ডাখানা হবে। যুবশক্তি ছাড়া বিশ্বকে এগিয়ে নেবে কারা? আর সন্তান না থাকলে পিতা-মাতারা উন্নয়নমূলক কাজ করবে কাদের জন্য? সন্তান কমানোর প্রচারণার ফলে বর্তমানে বড় লোক ও শিক্ষিত লোকদের সন্তান কমেছে। পক্ষান্তরে বিশ্বের অধিকাংশ অশিক্ষিত ও রাজধানীর ছিন্নমূল ও ভাষমান বস্তিবাসীদের সন্তান সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আর বাড়ছে সন্ত্রাস ও অসামাজিক কার্যকলাপ। আগামী দিনে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বা শক্তির জোরে ভদ্র লোকদের হটিয়ে সবকিছু দখল করে নেবে। বিষয়টি একবার নেতারা ভেবে দেখবেন কি? -সম্পাদক]

যুদ্ধে খাদ্য প্রযুক্তি!

চীনে বর্তমানে এক নতুন ধরণের পারমাণবিক যুদ্ধ প্রযুক্তির গবেষণা চলছে। এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নতুন ধরণের পারমাণবিক মলিক্যুল, যুদ্ধ কালীন বিশেষ খাদ্য, মাটির নীচের কল-কারখানা, মানব দেহে জিন পরিবর্তন প্রভৃতি। তারা এমন ধরণের প্রোটিণসমৃদ্ধ খাদ্য আবিষ্কার করছে, যা যুদ্ধ কালীন সময়ে ব্যবহার্য এবং একবার খেলে ৭ হ'তে ১৫ দিন পর্যন্ত ক্ষুধা লাগবে না বা খাদ্যের প্রয়োজন পড়বে না।

[অবশেষে খাদ্যও যুদ্ধ প্রযুক্তি হিসাবে গবেষণার বস্তুতে পরিণত হ'ল। -সম্পাদক]

বিমান দুর্ঘটনায়

জন, এফ, কেনেডি জুনিয়র নিহত

গত ১৬ই জুলাই এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় মার্কিন জনগণের হৃদয়ে রাজার আসনে সমাসীন আত তায়ীর গুলিতে নিহত প্রেসিডেন্ট জন, এফ, কেনেডির একমাত্র জীবিত পুত্র যুবরাজের মর্যাদায় অভিষিক্ত সকলের সুপরিচিত 'জন জন' (৩৮), তার স্ত্রী ক্যারোলিন বেসেট কেনেডি (৩৩) ও শ্যালিকা লরেন সেসেট (৩৪) নিহত হয়েছেন।

রাত ৯টা ৩৮ মিনিটে নিউজার্সির কাউওয়েলের এসেক্স বিমানবন্দর থেকে এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত বিমানটি কেনেডি নিজেই চালিয়ে করে চাচা রবার্ট কেনেডির কনিষ্ঠ কন্যা রোরির বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে স্ত্রী ও শ্যালিকা সহ মার্থাস ভাইন ইয়ার্ডে যাচ্ছিলেন।

বহু খোজাখুঁজির পর গত ২১ জুলাই কেনেডি জুনিয়র এবং ২২ জুলাই তার স্ত্রী ও শ্যালিকার লাশ আটলান্টিক মহাসাগরে নিমজ্জিত বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়। মার্কিন নৌবাহিনীর ডুবুরীরা মার্থাস ভাইন ইয়ার্ডের সমুদ্র উপকূল থেকে ১২ কিঃ মিঃ দূরে ৩৫ মিটার গভীর পানির নীচ থেকে এই তিনটি লাশ উদ্ধার করে। তাদের এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমেরিকানদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। গীর্জায় গীর্জায় প্রার্থনা করা হয়। তাদের তিন জনের লাশ ভস্ম করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। কেনেডির পূর্ব ইচ্ছানুযায়ী এই ব্যবস্থা করা হয়। কারণ পিতার সাথে সমুদ্রই ছিল তার খেলা করার অন্যতম স্থান।

তদন্তকারীরা বিমান দুর্ঘটনার সঠিক কারণ নির্ণয়ে সক্ষম হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে প্রতিকূল আবহাওয়া, বিমান চালনায় অদক্ষতাই এই দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

মুসলিম জাহান

পবিত্র কুরআন পাঠে নিষেধাজ্ঞা আরোপ!

তুরস্কে ইসলামের উপর নতুন করে আঘাত হানা হয়েছে। গত ২২ জুলাই বৃহস্পতিবার তুর্কী পার্লামেন্টে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য আইনের সংশোধনী পাস করা হয়েছে। তুরস্কে সরকারী পর্যায়ে 'ডাইরেক্টর অব রিলিজিয়াস এফেয়ার্স' পরিদপ্তর কুরআন শিক্ষার যে প্রচলন চালু রেখেছে, তাতে এ নতুন সংশোধনী মোতাবেক ১২ বছরের কম বয়সী ছেলে-মেয়েরা পবিত্র কুরআন মজীদ শিক্ষা করতে পারবে না। এর আগে এ বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য নির্দিষ্ট কোন বয়ঃসীমা নির্ধারিত ছিল না। দীর্ঘ বিতর্কের পর বিষয়টি ভোটে দেয়া হ'লে ২২১ ভোট সীমা নির্ধারণের পক্ষে এবং ১৩৩ ভোট বিপক্ষে পড়ে। ফলে ৮৮ ভোটের ব্যবধানে আইনের সংশোধনীটি পার্লামেন্টে পাস হয়।

[তুরস্ক এককালে ছিল ইসলামী খেলাফতের রাজধানী। মাত্র ৭৫ বছর আগে ১৯২৪ সালে কামাল পাশার মাধ্যমে ইসলামী খেলাফত উৎখাত করে সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র চালু করা হয়। পরিনামে সেখান থেকে ইসলামী শাসক হটানোর সাথে সাথে বর্তমানে ইসলাম উৎখাতের চক্রান্ত চলছে। অথচ পার্লামেন্ট সদস্যরা সবাই মুসলমান। নিজের ঘর বাস করেও তারা এখন বিদেশী খৃষ্টানদের হাতে বন্দী। আদর্শ চেতনাহীন মুসলমান আর অমুসলমানে পার্থক্য কোথায়? - সম্পাদক]

এক হাযার মসজিদের মধ্যে নিউইয়র্কেই ১৫০টি

আমেরিকায় এক হাযারেরও বেশী মসজিদ রয়েছে। এর মধ্যে নিউইয়র্ক স্টেটে রয়েছে ১৫০টি। 'ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা' (ইকনা)-এর মুখপাত্র এই তথ্য জানান। উত্তর আমেরিকায় ইসলাম ধর্মের লালন এবং প্রসারে ইকনা ১৯৭০ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে এই সংগঠনের ৮০টি শাখার মাধ্যমে ২৫ হাযার মুসলমান নয়া প্রজন্মে ইসলামী শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। ইকনা'র মুখপাত্র জানান, আমেরিকার ৫০টি স্টেটের মধ্যে নিউইয়র্কেই অধিক মুসলমান বসবাস করে। এই সিটিতে ছোট-বড় সব মিলিয়ে ১৫০টি মসজিদ রয়েছে। এর মধ্যে কমপক্ষে ৪৫টি পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশীদের নেতৃত্বে।

উল্লেখ্য, ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকার নেতৃত্বে রয়েছেন একজন বাংলাদেশী। এর সদস্যদের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, স্পেন, মরক্কো, ইন্দোনেশিয়া, বসনিয়া, চীন, জাপান, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের নাগরিক রয়েছেন।

নবুঅতের দাবী !

কায়রোতে আরেক ব্যক্তি গত ২৭শে জুলাই '৯৯ মিসরের বেলকাস শহরে এক মসজিদে ছালাতের সময় দাঁড়িয়ে আরো এক ব্যক্তি নবুঅতের দাবী করে। অতঃপর আলী আল সৈয়দ মোহাম্মদ এনানি (৩৭)-কে গ্রেফতার করা হয়।

এর আগে মোহাম্মদ ইব্রাহীম মাহফূয নামে এক ব্যক্তি অনুরূপভাবে নবুঅত দাবী করায় তাকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম মসজিদ

কাজাখস্থানের মুফতী গত ৫ই জুলাই একটি নতুন মসজিদ উদ্বোধন করেছেন। এই মসজিদ হচ্ছে মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম জামে মসজিদ। এই মসজিদ নির্মাণ করতে ১১ বছর সময় লেগেছে। এ বছর চূড়ান্তভাবে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুফতী রাতবেক নিসান বায়ুলি বলেন, এটা হচ্ছে একটি দীর্ঘ ও কঠিন প্রক্রিয়া। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত দিনের জন্য আমি প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাই। এই মসজিদ নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৮০ লাখ ডলার।

জেরুজালেম ইসরাঈলের চিরস্থায়ী রাজধানী

-হিলারী ক্লিনটন

মার্কিন ফার্স্ট লেডী হিলারী রডহ্যাম ক্লিনটন জেরুজালেম প্রশ্নে ইসরাঈলের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, জেরুজালেম ইসরাঈলের চিরস্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য রাজধানী। তিনি নিউইয়র্ক ভিত্তিক একটি অর্থোডক্স ইহুদী সংস্থাকে বলেন, যদি নিউইয়র্ক বাসী তাকে মার্কিন সিনেটর হিসাবে নির্বাচিত করেন, তবে তিনি তেলআবিব থেকে জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস সরিয়ে নিতে ইসরাঈলের স্বপক্ষে জোরালো সমর্থন জানাবেন। গত ২ জুলাই তারিখে দেয়া অর্থোডক্স ইউনিয়নের কাছে পাঠনো এক চিঠিতে তিনি একথা জানান। অথচ মার্কিন নীতিতে বলা হয়েছে যে, ইসরাঈল ও ফিলিস্তিনের এক সঙ্গে সীমান্ত উদ্বাস্তু এবং ইহুদী বসতি স্থাপন সহ চূড়ান্ত মর্যাদা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করে জেরুজালেমের ভাগ্য নির্ধারণ করা উচিত।

মার্কিন নীতি ভঙ্গ করে এরূপ বিবৃতি প্রকাশ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে জানতে চাইলে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জেম্স কোলে হিলারীর এই ভিন্ন নীতির ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া জানাতে অস্বীকার করেন।

আফগানিস্তানে আমেরিকান নিষেধাজ্ঞা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আফগানিস্তানের তালেবান শাসকদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। সৌদি ধনকুবের উসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। গত ৫ জুলাই এক কার্যনির্বাহী আদেশ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ক্লিনটন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

বিল ক্লিনটন বলেন, বর্তমানে লাদেন ও তার নেটওয়ার্ক আমেরিকার বিরুদ্ধে নতুন আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। এই নিষেধাজ্ঞা তালেবান নিয়ন্ত্রণাধীন ৮৫ শতাংশ আফগান অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞা আফগান জনগণের জন্য নিয়োজিত মার্কিন মানবিক সাহায্যকে প্রভাবিত করবে না। যুক্তরাষ্ট্র এই সাহায্য খাতে ৪ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। পাকিস্তানে বসবাসরত আফগান শরনার্থীদের জন্য এই ত্রাণ সাহায্য দেয়া হয়। তাছাড়াও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভুমিকম্পন জনিত ত্রাণ ও মাইন আপসারণের কর্মসূচী এ নিষেধাজ্ঞা আওতার বাইরে থাকবে। উল্লেখ্য যে, তালিবান প্রশাসক এই নিষেধাজ্ঞাকে তাৎক্ষনিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। তালিবান প্রশাসনের পক্ষে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর পাকিস্তান ভিত্তিক আফগান ইসলামী সংবাদসংস্থাকে (এ আই পি) দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কোন নিষেধাজ্ঞাকে গুরুত্ব দেই না।

শায়খ আলবানীর বাদশাহ ফায়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ

বর্তমান বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুহাদ্দিছ ও অদ্বিতীয় রিজাল শাস্ত্রবিদ **শায়খ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী** (৮৬) ১৪১৯ হিঃ মুতাবেক ১৯৯৯ইং সনের 'ইসলামী গবেষণা ও হাদীছের খিদমত' বিষয়ে 'বাদশাহ ফায়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার' লাভ করেছেন। তাঁর পক্ষ থেকে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম শাক্বরাহ রিয়াদে গিয়ে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। আলবেনীয় বংশোদ্ভূত এই মহামনীষী সারাটি জীবন হাদীছের খিদমতে ব্যয় করেন। মিশকাত ও সুনানে আরবা'আহ সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থসমূহ হ'তে ছহীহ ও যঈফ হাদীছ সমূহ বাছাই করে তিনি হাদীছের অনুসারী মুমিন-মুত্তাক্বীদের ও সর্বোপরি খাঁটি ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অশেষ অবদান রেখে চলেছেন। যদিও তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টা অনেকেরই চক্ষুশূল হয়েছে এবং তাঁকে পথের কাঁটা মনে করে তাঁর বক্তৃতা ও দরস সমূহের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়েছে। তবুও হকপন্থী এই আপোষহীন বিদ্বান তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের আলবেনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২২ সালে পিতা খ্যাতনামা হানাফী আলেম নূহ বিন আদমের সাথে আলবেনিয়া হ'তে সিরিয়ায় হিজরত করেন ও রাজধানী দামেস্কে বসবাস শুরু করেন। '৬০-এর দশকে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শায়খুল হাদীছ' ছিলেন। হাদীছ বিষয়ক ৪০-এর অধিক বৃহদাকার অমূল্য গ্রন্থরাজি তাঁকে বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধা ও খ্যাতির শীর্ষে সমাসীন করেছে। তিনি সিরিয়ার জামা'আতে আহলেহাদীছ-এর আমীর।

প্রকাশ থাকে যে, ১৯৭৫ সালে বাদশাহ ফায়ছালের আকস্মিক শাহাদাতের পর ইসলামী গবেষণা ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে তাঁর নামে ১৯৭৭ সালে এই পুরস্কার চালু করা হয় এবং ১৯৭৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বখ্যাত ১৫৭ জন মনীষী বিদ্বান এই পুরস্কার লাভে ধন্য হয়েছেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইসলামী শরীয়ত, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখার জন্য প্রতি বছর এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন চরিত লিখে ইতিপূর্বে আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (ইউপি, ভারত) এই পুরস্কার লাভ করেন, যা 'আর-রাহীকুল মাখতূম' নামে বাংলা ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এই পুরস্কারের জন্য একটি সম্মাননা সহ নগদ সাড়ে সাত লাখ সঊদী রিয়াল দেওয়া হয়ে থাকে।

[আমরা মনে করি এই পুরস্কার শায়খ আলবানীর মর্যাদা যতটুকু না বৃদ্ধি করেছে, তার চেয়ে খোদ পুরস্কারটিই অধিক মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। -সম্পাদক]

সঊদী আরবের নতুন মুফতীয়ে 'আম

সঊদী আরবের সাবেক মুফতী সামাহাতুশ শায়েখ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (৮৬) গত ১৩ই মে'৯৯ ইন্তেকাল করলে তাঁর নায়েব মুফতীয়ে 'আম **শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলে শায়েখ** এক শাহী ফরমান বলে মুফতীয়ে 'আম পদে বরিত হন। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

বর্তমান মুফতী ১৩৬২ হিজরীতে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি আধুনিক সঊদী আরবের আধ্যাত্মিক নেতা যুগসংস্কারক পণ্ডিত ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (১১১৫-১২০৬ হিঃ)-এর ৬ষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষ। ১৩৮৪ হিঃ থেকে তিনি রিয়াদের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৪০২ হিজরীতে তাঁকে আরাফাতের ময়দানে মসজিদে নামিরা-র খত্বীব নিযুক্ত করা হয়। ১৪০৭ হিজরীতে তাঁকে সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ-এর সদস্য মনোনীত করা হয়। ১৪১২ হিজরীতে তাঁকে নায়েব মুফতীয়ে 'আম পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। সবশেষে প্রধান মুফতী শায়খ বিন বায -এর মৃত্যুর পরে তাঁকে উক্ত পদে আসীন করা হ'ল।

প্রতি বছর হজ্জের মওসুমে তিনি রিয়াদ থেকে মক্কায় চলে যান ও বায়তুল্লাহ শরীফে জামা'আতে ইমামতি করেন। আপোষহীন সত্যভাষী খত্বীব হিসাবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। রিয়াদের তুর্কী বিন আবদুল্লাহ জামে মসজিদে ১৪১২ হিঃ থেকে তিনি খত্বীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর খুৎবাতুল জুম'আ প্রতি সোমবার সঊদী সময় বাদ আছর ৪-৫৫ মিঃ রেডিও-তে প্রচার করা হয়। প্রতি শনিবার বিকেল সোয়া ৪-টায় তিনি টেলিফোনে জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দেন, যা রেডিও-তে প্রচারিত হয়। প্রতি সোমবার রাত্রি সাড়ে ৯-টায় রেডিও-তে ধর্মীয় প্রশ্নসমূহের জবাব দেন। সপ্তাহে একবার রেডিও 'নেদায়ে ইসলাম' মক্কা থেকে তিনি মাগরিবের ছালাতের পর ধর্মীয় প্রশ্ন সমূহের জবাব দেন।

বাদশাহ হাসান-এর ইন্তেকাল

মরক্কোর জনগণের প্রিয় নেতা ও মুসলিম জাহানের অন্যতম বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর 'ওআইসি'-র আল-কুদস কমিটির চেয়ারম্যান মরক্কোর দীর্ঘ ৩৮ বছরের জনপ্রিয় শাসক বাদশাহ হাসান (৭০) গত ২৩শে জুলাই শুক্রবার নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রাবাতের ইবনে সিনা হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লি-ল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন*। তাঁর জ্যেষ্ট পুত্র সিদ্দি মোহাম্মাদ (৩২) নতুন বাদশাহ হয়েছেন।

গত ফেব্রুয়ারীতে মৃত্যুবরণকারী জর্ডানের বাদশাহ হোসেন ও মরক্কোর বাদশাহ হাসান উভয়ে ছিলেন শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বংশধর এবং মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘস্থায়ী শাসক।

১৯৬১ সালে পিতা ৫ম মোহাম্মাদের মৃত্যুর পর তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং জর্ডানের বাদশাহ হোসেনের মত বহু ঝড়-ঝাপ্টা মোকাবিলা করে স্বীয় যোগ্যতা দূরদর্শিতা শহনশীলতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার বলে আরব বিশ্বের অন্যতম সেরা জনপ্রিয় শাসক হিসাবে গর্বিত হন।

১৯৭৫ সালে যখন জাতিসংঘ স্পেনীয় উপনিবেশ পশ্চিম সাহারা-র স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়, তখন বাদশাহ হাসান তিন লক্ষ নিরস্ত্র লোকের এক বিশাল 'গ্রীণ মার্চ' মিছিলের আয়োজন করে সীমান্ত অতিক্রম করান ও পশ্চিম সাহারাকে মরক্কোর অংশ বলে দাবী করেন। এই নিরস্ত্র গ্রীণমার্চ মিছিল দেখে স্পেন দ্রুত তার সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয়। বাদশাহ হাসান তাঁর দেশে বহু দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তবে একটা শর্ত ছিল এই যে, রাজতন্ত্র সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে এই শর্ত কঠোরভাবে মেনে চলতে হ'ত। মরক্কোর জনগণ এই নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছিল।

আরব বিশ্বের মধ্যে একমাত্র তাঁর সাথেই ইসরাঈলের গোপন সুসম্পর্ক ছিল। যদিও কোন চুক্তি ছিল না। বাদশাহ হাসান ছিলেন একজন বরেণ্য শাসক ও দূরদর্শী রাষ্ট্র নায়ক। তাঁর মৃত্যুতে মুসলিম বিশ্ব একজন যোগ্য নেতাকে হারাল।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি ও নতুন বাদশাহর ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য দো'আ করছি। -সম্পাদক]

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মাসিক **আত-তাহরীকে** বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য দেশের প্রতিটি যেলায় কমিশনের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীগণ ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সহ আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর '৯৯-এর মধ্যে সম্পাদক বরাবরে আবেদন করুন!

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

চাঁদে হোটেল

পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে ভবিষ্যত পৃথিবী যখন ধ্বংসের মুখোমুখি হবে এবং মনুষ্য বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়বে, তখন পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ হবে মানব কুলের বেঁচে থাকার একমাত্র ঠিকানা। আর এ উদ্দেশ্যে চাঁদে এখন হোটেল নির্মাণের আয়োজন চলছে এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে শেয়ার বিক্রি শুরু হয়েছে।

চাঁদে মানুষ অবতরণের ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে গত ২০ জুলাই ঢাকায় আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তরা এ তথ্য তুলে ধরেন।

ধানমণ্ডি 'চাইল্ডহুড এডুকেশন ইনষ্টিটিউটে' আয়োজিত এ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান জাদুঘরের সাবেক মহা পরিচালক ডঃ খান মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, ডঃ মুবারক আলী আখন্দ, বুয়েটের অধ্যাপক ডঃ আলী আসগর এবং জোতির্বিদ্যা সমিতির সাধারণ সম্পাদক এফ,আর, সরকার।

সভায় ডঃ কে,এম সিরাজুল ইসলাম বলেন, মহাকাশ চর্চা আল্লাহ্র প্রতি মানুষের বিশ্বাস বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। এজন্য কুরআনে বারবার আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রের কথা এসেছে।

ডঃ আলী আসগর মানব দৃষ্টিকে আকাশের দিকে আরও প্রসারিত করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, একমাত্র মানুষই আসমানের দিকে তাকায়, অন্য সব প্রাণী খাদ্যান্বেষণে কেবল মাটির দিকে তাকায়।

শিশুকে অতিমাত্রায় ড্রিংকস পান করানো থেকে বিরত থাকুন

শিশুকে অতি মাত্রায় ড্রিংকস পান করানো উচিত নয়। আমাদের দেশের মা-বাবা শিশুকে অতিমাত্রায় জুস ও দুধ পান করান। এতে শিশুর খাবারের অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদানের ঘাটতির বিষয়টি তারা বুঝতে পারেন না। বিশেষজ্ঞদের মতে, জুস দৈনিক ৬ আউন্স এবং দুধ দৈনিক ১৫ আউন্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। এই সব তরলের মধ্যে বিদ্যমান চর্বি ও চিনি শিশুর ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং শিশুকে সক্রিয় ও খুশী রাখতে চেষ্টা করে, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু এতে শিশু সুষম খাবার থেকে বঞ্চিত হয়। এসব ড্রিংকস-এ থাকে সোডা, যা শিশুকে পেট ভরার অনুভূতি দেয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় কোন পুষ্টিকর উপাদানের যোগান দেয় না। তাই শিশুকে অতিমাত্রায় ড্রিংকস পান করানো থেকে বিরত থাকুন এবং শিশুর বয়স অনুসারে সুষম খাদ্য তালিকা অনুযায়ী শিশুকে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ান।

কেঁচো ও মানুষের মিল!

একটি কুৎসিত কেঁচো আর একটি সুন্দরী মেয়ের মধ্যে কোন মিল রয়েছে কি? আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় কোন মিল নেই এবং থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জিন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, কেঁচো ও মানুষের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ জিন একই রকমের। জিনের বিশ্লেষণ থেকে জানা যাচ্ছে আরও নতুন নতুন তথ্য।

বর্জ্য দিয়ে সার ও বায়োগ্যাস তৈরীর প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ

বন্দরনগরী চট্টগ্রামের পরিবেশ দূষণ রোধ ও প্রতিদিনের বর্জ্য ব্যবহার করে সার ও বায়োগ্যাস তৈরীর জন্য নগরীর হালিশহরে একটি 'সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট' স্থাপিত হ'তে যাচ্ছে। নেদারল্যাণ্ড সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এই প্ল্যান্টটি বাস্তবায়িত হবে বলে জানা গেছে। চট্টগ্রামে নেদারল্যান্ড সরকারের প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলে সিটি কর্পোরেশন সূত্র জানিয়েছে। প্ল্যান্টটি বাস্তবায়িত হ'লে এটিই হবে বাংলাদেশে এ ধরণের প্রথম প্রকল্প। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা জানা না গেলেও সংশ্লিষ্ট সূত্র ধারণা করছে যে, কমপক্ষে ৭০ থেকে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ইতিমধ্যে নেদারল্যান্ড সরকারের উচ্চ পর্যায়ের দু'টি বিশেষজ্ঞ টিম চট্টগ্রাম সফর করে গেছে। তারা চট্টগ্রামের হালিশহর আনন্দবাজার এলাকায় সিটি কর্পোরেশনের প্রতিদিনের আবর্জনা 'ডাম্পিং' এর স্থান এবং কি ধরণের আবর্জনা জমা হয় নগরীতে সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন। সফরের পরেই তারা চট্টগ্রামে এই ধরণের একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে ইতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেন।

দিনাজপুরে আরও একটি কয়লা খনি আবিষ্কৃত

দিনাজপুরে আরও একটি কয়লা খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। ফুলবাড়ী থানা সদরের অদূরে তেলকুপের কাছে এই নতুন কয়লা খনিটি আবিষ্কৃত হয়। ভূগর্ভের ১৫১ মিটার (৪৯৫ ফুট) নীচে আবিষ্কৃত এই কয়লা খনিটি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। এর পুরুত্ব ১২৬ ফুট। এই কয়লা খনিতে বিটুমিনাস জাতীয় কয়লা রয়েছে বলে জানা গেছে। অনুসন্ধানে নিয়োজিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার বহুজাতিক কোম্পানি 'বিএইচপি' এই খনির সন্ধান পেয়েছে। নতুন খনির কয়লার মান অতি উন্নত, যা 'গন্ডোয়ানা' কয়লা নামে পরিচিত। এই কয়লা দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনায় পাওয়া যায়। **এটি বাংলাদেশের পঞ্চম কয়লা খনি।** দেশের প্রথম কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয় ১৯৬২ সালে জামালগঞ্জে। ২৮০০ ফুট গভীরে এই কয়লা খনিতে ১,০৫৩ মিলিয়ন টন কয়লা মজুত রয়েছে। দ্বিতীয় কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয় ১৯৮৫ সালে দিনাজপুর যেলার বড়পুকুরিয়ায় ৪২৫ ফুট গভীরে। এই খনিতে ৬৮৯ মিলিয়ন টন কয়লা মজুত রয়েছে। ৫.২৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে এই কয়লা খনি। তৃতীয় কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয় ১৯৮৯ সালে খালাশপুরে। ৪৮৩ ফুট গভীরে কয়লা মজুতের পরিমাণ ৬৮৫ টন। চতুর্থ কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয় দিনাজপুর যেলার দীঘিপাড়ায় ১৯৯৫ সালে। ১,০৭৫ ফুট গভীরে এই খনিতে মজুত কয়লার পরিমাণ এখনও জানা যায়নি।

২০২৫ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১০ ভাগ তলিয়ে যাবে!

গ্রীণ হাউস ইফেক্টের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে ২০২৫ সালে পৃথিবীর নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যাবে। পৃথিবীর নিম্নাঞ্চল হিসাবে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের এক-দশমাংশ পানির নিচে ডুবে যাবে। এ সময় প্রায় এক কোটি লোক গৃহহীন হয়ে পড়বে। এর প্রভাবে উত্তরাঞ্চলসহ শহর এলাকায় অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপ দেখা দেবে।

আবহাওয়া ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জানান, বিশ্বব্যাপী ক্রমশ বন উজাড় এবং শিল্পের প্রসার ঘটায় বায়ুমণ্ডলে গ্রীণ হাউস গ্যাসের (কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন) ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে দূষণ প্রক্রিয়া আজ আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রথমতঃ পানির আয়তন বেড়ে সমুদ্রের বিস্তার ঘটবে। দ্বিতীয়তঃ ভূমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীণল্যান্ড, আলাস্কা, সাইবেরিয়া এবং এন্টার্কটিকাসহ সকল স্থানের বরফ গলতে শুরু করবে। ফলে সমুদ্রের উত্থান ঘটবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে প্রতি ১০ বছরে ৪ থেকে ৬ সে.মি. করে সমুদ্রের উত্থান হবে। তখন পৃথিবীর নিম্নাঞ্চল ক্রমান্বয়ে প্লাবিত হ'তে থাকবে। এর ফলে পৃথিবীর নিম্নভূমি হিসাবে বাংলাদেশ ডুবে যাবে। ২০২৫ সালের হিসাবে বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চল দক্ষিণাঞ্চলের এক-দশমাংশ পানির নিচে ডুবে যাবে।

আবহাওয়া বিভাগের সাবেক পরিচালক হামীদুয্যামান খান চৌধুরী বলেন, গ্রীণ হাউস গ্যাসের ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে স্থায়ী বরফাচ্ছন্ন এলাকার বরফ গলে যাবে। সমুদ্রে জলস্ফীতি দেখা দেবে। পৃথিবীর কোটি কোটি লোক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে পৌণঃপুণিক প্লাবণ ও সহায়-সম্পদ বিনাশের শিকার হবে। হামীদুয্যামান খান আরও বলেন, বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বিশ্বব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেবে তা সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, বিজ্ঞানীদের কম্পিউটার মডেলের তথ্যানুযায়ী আগামী ২১০০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩.৪ থেকে ৪.৬ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এ সময় বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৩০-৪০ ভাগ লোক আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে।

তিনি বলেন, এ সমস্ত অনেকটা অনুমানভিত্তিক। কেননা বাংলাদেশ সম্পর্কে পর্যাপ্ত আবহাওয়া তথ্য হাতে নেই।

সংগঠন সংবাদ

তাবলীগী সফর

যেলাঃ ঠাকুরগাঁ

গত ৮ ও ৯ই জুন মঙ্গল ও বুধবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী ও সহকারী প্রচার সম্পাদক এস, এম, আবদুল লতীফ ঠাকুরগাঁ যেলার বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন।

নেতৃদ্বয় প্রথমদিন বাদ আছর রাণীশংকৈল অস্থায়ী যেলা কার্যালয়ে যেলা সভাপতি মাওলানা যহূরুল হক -এর সভাপতিত্বে যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে তারা যেলার সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা করেন এবং যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন।

তাঁরা নবপ্রতিষ্ঠিত রাণীশংকৈল মারকাযুল ফুরকান আল-ইসলামী জামে মসজিদ, বায়তুস সালাম জামে মসজিদ, কদমপুর (ওমরা ডাঙ্গা) আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রাণীশংকৈল দক্ষিণ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন।

এ সময় কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী বলেন, বর্তমান এই নব্য জাহেলিয়াতের হাত থেকে মুক্তি পেতে হ'লে মুসলিম জনতাকে মুক্তির একমাত্র পথ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে ফিরে আসতে হবে। নচেৎ মুক্তি অসম্ভব।

প্রশিক্ষণ ও মুহাসাবা

যেলাঃ পাবনা

গত ১৪ই জুন সোমবার বিকাল ৪.৩০ মিনিটে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে পুনঃনির্মিত খয়েরসূতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দোতলায় এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুব সংঘে'র বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে 'নেতৃত্ব ও আনুগত্য' বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সহকারী প্রচার সম্পাদক জনাব এস, এম, আব্দুল লতীফ এবং 'আহলেহাদীছ পরিচিতি'র উপর প্রশিক্ষণ দান করেন কেন্দ্রীয় সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ মোফাখখার হোসাইন ও খয়েরসূতী মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন। প্রশিক্ষণ শেষে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মপরিষদ নিয়ে রাত ৯ ঘটিকার পর থেকে 'মুহাসাবা' বৈঠক শুরু হয়, যা রাত ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে। সবশেষে কেন্দ্রীয় সহকারী প্রচার সম্পাদক সংগঠনের সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা, আন্তরিকতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার জন্য সবাইকে পরামর্শ দিয়ে মুহাসাবা বৈঠক সমাপ্ত করেন।

শেখরে সুধী সমাবেশ

যেলাঃ ফরিদপুর

গত ১৬ই জুন '৯৯ বুধবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ফরিদপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত শেখর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় সহকারী প্রচার সম্পাদক এস, এম, আবদুল লতীফ বলেন, আমাদের সমাজ বর্তমানে নব্য জাহেলিয়াতের ঘোর আমানিশায় নিমজ্জিত। এই জাহেলিয়াত দূর করে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠা এখন আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। তিনি এ দায়িত্ব পালনে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

বর্ষাপাড়ায় সুধী সমাবেশ

যেলাঃ গোপালগঞ্জ

গত ১৭ জুন '৯৯ রোজ বৃহস্পতিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গোপালগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সভাপতি মাওলানা আবদুল হান্নান-এর সভাপতিত্বে কোটালিপাড়া উপযেলাধীন বর্ষাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, সহকারী তাবলীগ সম্পাদক এস, এম, আবদুল লতীফ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। প্রধান অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক বলেন, মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠায় অহি-র বিধানের বিকল্প নেই। এ জন্য সকল বিধান বাতিল করে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। এ আন্দোলনকে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব।

সোহাগদলে সুধী সমাবেশ

যেলাঃ পিরোজপুর

গত ১৮ই জুন '৯৯ শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন

বাংলাদেশ' পিরোজপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী বলেন, শিরক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এই বাংলায় কাজ করে যাচ্ছে। তিনি সবাইকে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত আমল করার আহবান জানান। যেলা সভাপতি অধ্যাপক আবদুল হামীদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় সহকারী তাবলীগ সম্পাদক এস, এম, আবদুল লতীফ ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম প্রমুখ।

তাবলীগী ইজতেমা

যেলাঃ যশোর

গত ১৮ই জুন '৯৯ শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কেশবপুরের তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত মজীদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান বলেন, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান বাদ দিয়ে প্রবৃত্তির পূজারী হয়ে পড়েছে। অথচ মুসলিম জীবনের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে অহি-র বিধানের অনুসারী হওয়া। তিনি সবাইকে নফসের গোলামী পরিহার করে আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র অনুসারী হওয়ার আহবান জানান।

যশোর যেলা সভাপতি আবদুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মাওলানা আবদুল মান্নান, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

লালবাগে সুধী সমাবেশ

যেলাঃ দিনাজপুর

গত ২৩ শে জুন '৯৯ শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের লালবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে পীরদের দৌরাত্ম্য যার পর নেই বৃদ্ধি পেয়েছে। পীরতন্ত্র মানুষের ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস করছে। তিনি সবাইকে পীরতন্ত্রের আজবলীলা থেকে বেঁচে থাকার আহবান জানান।

যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ জসীরুদ্দীন -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় সহকারী তাবলীগ সম্পাদক এস, এম, আবদুল লতীফ এবং 'আন্দোলন'ও 'যুবসংঘ'র যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ।

আহবায়ক কমিটি গঠন

যেলাঃ পঞ্চগড়

গত ২৫ ও ২৬ শে জুন '৯৯ শুক্র ও শনিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী ও সহকারী তাবলীগ সম্পাদক এস, এম, আবদুল লতীফ পঞ্চগড় যেলায় সফর করেন এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যেলা আহবায়ক কমিটি গঠন করেন। যা নিম্নরূপঃ

যেলা আহবায়ক কমিটি (আন্দোলন)ঃ

আহবায়কঃ	মাওলানা আবদুল আহাদ
যুগ্ম আহবায়ক ঃ	মুহাম্মাদ তাযীমুদ্দীন
সদস্যঃ	মুহাম্মাদ মুবারক আলী (মাষ্টার)
"	মাওলানা আয়নুল মা'বূদ
"	মাওলানা ওমর ফারূক
"	মাওলানা ফযলুল করীম
"	এ,টি,এম, সুলায়মান

যেলা আহবায়ক কমিটি (যুবসংঘ)ঃ

আহবায়কঃ	মুহাম্মাদ তোযাম্মেল হক প্রধান
যুগ্ম আহবায়কঃ	" আমীনুর রহমান
সদস্য ঃ	" মুজীবুর রহমান
"	" মকবুল হোসাইন
"	" আনোয়ার হোসাইন
"	" নযরুল ইসলাম
"	" সামী'উল ইসলাম।

ঢাকায় কর্মী সমাবেশ

গত ৮ই জুলাই '৯৯ বৃহস্পতিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ২২০ বংশাল রোড ২য় তলায় মাসিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন বলেন, কর্মীরা সংগঠনের মূল শক্তি। কর্মীদের সংগঠনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। তিনি

কর্মীদের দাওয়াতী কাজ আরো জোরদার করার আহবান জানান।

ঢাকা যেলা সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আবদুছ ছামাদ -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলার সহ-সভাপতি নেছার বিন আহমাদ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রূহুল আমীন ও মাদসারাতুল হাদীছ শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

ইমাম প্রশিক্ষণ '৯৯ অনুষ্ঠিত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে গত ১৪ ও ১৫ই জুলাই'৯৯ দারুল ইমারত আহলেহাদীছ নওদাপাড়া, রাজশাহীতে দু'দিন ব্যাপী ইমাম প্রশিক্ষণ শেষ হয়। প্রশিক্ষণে দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে ৪৮ জন ইমাম অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

পত্রিকা সম্পাদকদের বিশেষ বৈঠক

আহলেহাদীছ জামা'আতের চারটি পত্রিকা **সাপ্তাহিক আরাফাত, মাসিক আত-তাহরীক, মাসিক দারুস সালাম ও দ্বি-মাসিক আহলেহাদীস দর্পণের** সম্পাদকীয় বিভাগ সমূহের এক বৈঠক গত ২রা জুলাই ঢাকার মালিটোলাস্থ মাসিক দারুস সালাম অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের আহবায়ক মাসিক দারুস-সালামের সম্পাদক জনাব শরীফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে বক্তব্য রাখেন, সাপ্তাহিক আরাফাতের পক্ষে জমঈয়তে আহলেহাদীসের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল ওয়াহ্হাব লাবীব ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধ্যাপক মোবারক আলী, মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দারুস সালামের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোবাশ্বের হোসাইন, আহলেহাদীস দর্পণের সম্পাদক অধ্যাপক মোযাম্মেল হক ও হাফেয হোসাইন, বাংলাদেশ টেলিভিশনের কর্মকর্তা মুহাম্মাদ হানীফ।

অধ্যাপক আব্দুল ওয়াহ্হাব লাবীব তার বক্তব্যে বলেন, জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর একমাত্র মুখপত্র সাপ্তাহিক আরাফাত দীর্ঘদিন হ'তে নিয়মিত প্রকাশিত হ'লেও যুগের চাহিদা মেটাতে পারছেনা। তিনি ভবিষ্যতে আরাফাতকে যুগোপযোগী করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

'আহলেহাদীস দর্পণ'-এর সম্পাদক অধ্যাপক মোযাম্মেল হক তাঁর বক্তব্যে আহলেহাদীছদের ভিন্ন ভিন্ন প্লাটফরম হ'তে ৪টি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি সকলের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহবান জানান। তিনি বলেন, পত্রিকাগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্লাটফরম থেকে প্রকাশিত হ'লেও আমাদের লক্ষ্য এক। তাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে একই গতিপথে চলার জন্য তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

মাসিক দারুস-সালাম -এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোবাশ্বের হোসাইন তার বক্তব্যে আহলেহাদীছদের প্রকাশিত পত্রিকা গুলিতে পরস্পর বিরোধী লেখা না লেখার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

অধ্যাপক মোবারক আলী বলেন, আজকের এই বৈঠক নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমাদের ভিন্নতা আমাদের দাওয়াতী কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, দীর্ঘদিনের কাশ্মীর সমস্যার এখনও কোন সমাধান হয়নি। কিন্তু আলোচনাও থেমে নেই। তিনি ঐক্যের স্বার্থে যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি পত্রিকা গুলিতে প্রকাশিত 'ফৎওয়া' অভিন্ন রাখার স্বার্থে একটি সমন্বিত 'ফৎওয়া বোর্ড' গঠনেরও প্রস্তাব রাখেন।

মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন তার বক্তব্যে কলমী জিহাদের সকল সৈনিককে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমাদের ঐক্যের প্রথম ও প্রধান বাধা হচ্ছে আমাদের কেউ কেউ একে অপরের বিরুদ্ধে কলম চালিয়ে থাকি। কিন্তু প্রকারান্তরে তা যে নিজেদের উপরেই এসে পড়ে সে কথা ভেবে দেখি না। তাই আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হ'লে এ হীন ভূমিকা পরিত্যাগ করতে হবে। এমনকি ভিন্ন জামা'আত পন্থীদেরও কটাক্ষ করে লেখা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি তাহরীক-এর নিরপেক্ষ নীতিমালা ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, সম্ভবতঃ একারণই মাত্র ২২টি সংখ্যায় আমাদের প্রচার সংখ্যা দু'হাযার থেকে সাড়ে দশ হাযারে উন্নীত হয়ে সহযোগী সকলের শীর্ষে অবস্থান করছে।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব শরীফ হোসাইন বলেন, অনৈক্য আমাদের অগ্রগতির অন্তরায়। আর এর জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং পত্রিকা গুলিকে পরস্পর সহযোগিতা করা। তিনি ফৎওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী ফৎওয়া নিরসনে একটি ফৎওয়া বোর্ড গঠনেরও প্রস্তাব রাখেন।

বৈঠকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেখা পরিত্যাগ করার এবং তিন মাস অন্তর বৈঠক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আল্লাহ সকল ক্ষমতার উৎস
দেওয়াল লিখন মুছতে হবে
ওসি-র অনুরোধ!

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পার্শ্ববর্তী সরকারী বি,আর,টি,এ-র প্রাচীরের বহির্ভাগে বিরাট বিরাট হরফে লেখা ছিল 'বিশ্ব আশেকে রাসূল (সঃ) মহা সম্মেলন তাং ১২ই রবীউল আউয়াল'। তারিখ চলে যাওয়ার এক মাস পরে সেখানে লেখা হ'লঃ **সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর। জনগণ নয়, আল্লাহ-ই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস**। সঙ্গে সঙ্গে থানায় জি-ডি করা হ'ল আশেকে রাসূল-দের পক্ষ থেকে। ওসি ছাহেব ছুটে এলেন। যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতিকে অনুরোধ করলেন তাদের লেখাটা মুছে ফেলার জন্য। *[মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। - সম্পাদক]*

মারকায সংবাদ

বিগত দিনে দেশের কয়েকজন প্রথিতযশা পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি মারকায পরিদর্শনে আসেন। যেমন,

(১) বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর মিসরীয় অধ্যাপক **ডঃ রাশাদ ফাহমী** ও বাঙ্গালী প্রভাষক **মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ** দেশের বড় বড় ইসলামী প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিদর্শনের এক পর্যায়ে গত ২৭শে মে '৯৯ বৃহস্পতিবার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী পরিদর্শনে আসেন। তাঁরা ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। তাঁরা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর সিলেবাস ও পাঠদান পদ্ধতি এবং যোগ্য শিক্ষক মণ্ডলী ও ছাত্রদের সাথে মত বিনিময়ে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিশেষে মারকাযের সভাপতি **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর আহবানে সাড়া দিয়ে ডঃ রাশাদ ফাহমী মারকাযের জন্য কয়েকজন মিসরীয় অধ্যাপক প্রেরণের ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

(২) গত ১৭ই জুলাই '৯৯ শনিবার বাদ আছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান** ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ রশীদ** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সফরের এক পর্যায়ে মারকায পরিদর্শনে আসেন। মারকাযের সভাপতি **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও অধ্যক্ষ **শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী** তাঁদেরকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান ও মারকাযের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখান। বিশেষ করে দারুল ইফতা-র লাইব্রেরী দেখে তাঁরা খুবই খুশী হন। এটিকে একটি বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপদানের চেষ্টা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে জেনে তাঁরা আরও খুশী হন এবং বিদেশী শিক্ষক নিয়োগে সহযোগিতা করার ব্যাপারে ডঃ মুস্তাফীযুর রহমান দৃঢ় আশ্বাস ব্যক্ত করেন।

(৩) গত ২৫শে জুলাই বাদ মাগরিব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রবীণ অধ্যাপক **ডঃ মঈনুদ্দীন আহমাদ খান** ও তাঁর সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক **ডঃ এ, কে, এম, ইয়াকুব আলী** ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ এফ,এম,এ,এইচ তাকী** মারকাযে আসেন। তাঁরা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন।

(৪) একই দিনে দেশের খ্যাতনামা আইনজীবী ও প্রবীণ রাজনীতিক কুষ্টিয়ার 'রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারে'র প্রতিষ্ঠাতা **এডভোকেট সা'দ আহমাদ** ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর বাহ্‌রুল ইসলাম মারকাযে আসেন ও রাত্রি যাপন করেন। তাঁরা আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রতি তাঁদের আন্তরিকতা ও আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং আন্দোলনের অগ্রগতি বিষয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে দীর্ঘ মত বিনিময় করেন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৭৬)ঃ ফজরের ফরয ছালাতের পর মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরে বসে সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত মুক্তাদীসহ সম্মিলিতভাবে সুর করে পড়া কতটুকু নেকীর কাজ? জানতে চাই।

-এম হক্ব
ডাঙ্গাপাড়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ফজরের ছালাতের পর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়া সংক্রান্ত হাদীছটি যঈফ। পক্ষান্তরে ফজরের ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়া সংক্রান্ত হাদীছগুলি ছহীহ। আর মুক্তাদীদেরকে সাথে নিয়ে সুর করে পড়া বা যিকির করা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আমল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি আপনার প্রভুকে সকাল-সন্ধ্যায় আপন মনে অত্যন্ত বিনীত ও ভীত সন্ত্রস্তভাবে স্মরণ করুন, উচ্চ শব্দে নয়' (আ'রাফ ২০৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তোমাদের প্রভুকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এবং সংগোপনে ডাক' (আ'রাফ ৫৫)। একদা এক সফরে ছাহাবীগণ আওয়াজ করে তাসবীহ পাঠ করলে রাসূল (ছাঃ) তাদের চুপে চুপে তাসবীহ পাঠ করতে বলে বলেন 'তোমরা এমন সত্তাকে ডাকছ না যিনি নির্বোধ ও অন্ধ বরং এমন সত্তাকে ডাকছ যিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২০১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২/১৭৭)ঃ দেশে প্রচলিত সূদী ব্যাংকে চাকুরী করে জীবিকা নির্বাহ করা যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-যয়নাল আবেদীন
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ যে সব স্থানে সূদী লেন দেন হয়, সে সব স্থানে চাকুরী করে জীবিকা নির্বাহ করা জায়েয নয়। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ ভক্ষণকারী, সূদ প্রদানকারী, সূদের লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়ের উপর অভিসম্পাত করেছেন। তিনি আরো বলেন, পাপে তারা সবাই সমান (মুসলিম, মিশকাত ২৪২ পৃঃ)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সৎ ও আল্লাহ ভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে কাউকে সহযোগিতা কর না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি দাতা' (মায়েদা ২)।

প্রশ্ন (৩/১৭৮)ঃ পুরাতন একটি মসজিদ এক পর্যায়ে অনাবাদী হয়ে পড়ে। এমনকি মসজিদের চিহ্নও

বিলুপ্ত হয়ে যায়। উক্ত স্থানে ইমাম থাকার জন্য একটা ঘর নির্মাণ করলে কিছু লোক ঘর নির্মাণ ঠিক হয়নি বলে আপত্তি করেন। এক্ষণে প্রশ্নঃ ঘরটি নির্মাণ শরীয়ত সম্মত হয়েছে কি-না?

-আশরাফুল ইসলাম
নওহাটা, পবা
রাজশাহী।

উত্তরঃ অনাবাদী মসজিদের স্থানে বসবাসের জন্য ঘর নির্মাণ করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আরব গোত্রের এক কৃষ্ণকায় দাসী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তার বসবাসের জন্য মসজিদে একটি তাঁবু বা ছোট ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল' (বুখারী ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ)। কাজেই আপনাদের অনাবাদী মসজিদের স্থানে ইমাম ছাহেবের বসবাসের জন্য ঘর নির্মাণ করা শরীয়ত সম্মত হয়েছে। তবে ঘরটির মালিকানা মসজিদের থাকবে এবং ঘরের উপার্জিত অর্থ মসজিদের কাজে ব্যয় হবে *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১ খণ্ড, ২১৮ পৃঃ; ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ৩য় খণ্ড, ৩৬৮ পৃঃ)*। বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক জুন'৯৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১/৯১।

প্রশ্ন (৪/১৭৯)ঃ বৃষ্টির দিনে যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশার ছালাত একত্রে আদায় করা যায় কি?

-আবুল হোসাইন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ বৃষ্টি-বাদলের দিনে যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশার ছালাত একত্রে আদায় করা যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বৃষ্টির কারণে যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশার ছালাত জমা (একত্র) করে পড়েছিলেন' *(বুখারী ১ম খণ্ড, ৯২ পৃঃ; মুসলিম ১ম খণ্ড, ২৪৫ পৃঃ 'বৃষ্টির কারণে ছালাত একত্র করা' অধ্যায়)*।

প্রকাশ থাকে যে, বৃষ্টি ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার রাতে বাড়ীতে ছালাত আদায় করাও সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির রাতে মুওয়ায্যিনকে 'তোমরা বাড়ীতে ছালাত আদায় কর' বলার জন্য আদেশ করতেন' (বুখারী ১ম খণ্ড ৯২ পৃঃ)। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বৃষ্টির দিনে প্রদত্ত আযানে 'হাইয়া'আলাতাইন' এর পরিবর্তে 'ছাল্লূ ফী রিহা-লিকুম' (صلوا فى رحالكم) বলার জন্য মুওয়ায্যিনকে আদেশ করতেন (বুখারী ১ম খণ্ড, ৯২ পৃঃ)।

প্রশ্ন (৫/১৮০)ঃ কোন পুরুষ যদি অন্য কোন পুরুষের সাথে অপকর্ম করে। তাহ'লে তার শাস্তি কি? এরূপ লোকের পিছনে ইক্বতেদা করা যাবে কি? সে কোন সংগঠনে জড়িত থাকতে পারবে কি।

-আবদুল হালীম ছিদ্দীকী
এলাহাবাদ দাখিল মাদরাসা
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত অপকর্ম শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দনীয় এক জঘন্য অপরাধ। এরূপ অপকর্ম লূৎ (আঃ)-এর সম্প্রদায় করত। আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'অবশেষে যখন আমার শাস্তি এসে গেল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তার উপরে স্তরে স্তরে পাথর বর্ষণ করলাম' (হূদ ৮২, হিজর ৭৪)। কাজেই এরূপ দুষ্কৃতকারীকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। যেন তার শাস্তি অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে যায়' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২য় খণ্ড, ৩৬২ পৃঃ)*।

কিন্তু এরূপ ব্যক্তির পিছনে ছালাতে ইক্বতেদা করা যায় এবং ঐ ব্যক্তি সংগঠনের সাথেও জড়িত থাকতে পারে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ফাসিক ও যালিম বাদশা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পিছনে ছালাত আদায় করেছেন *(নায়ল ৩য় খণ্ড, ১৬৩ পৃঃ)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) মারওয়ানের পিছনে ছালাত আদায় করেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, ২০১ পৃঃ)*।

প্রকাশ থাকে যে, যে সব ইমামকে মুক্তাদীগণ পসন্দ করে না, তাদের ছালাত তাদের কান অতিক্রম করে না। অর্থাৎ কবুল হয় না *(তিরমিযী, মিশকাত ১০০ পৃঃ সনদ হাসান)*। অতএব সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

প্রশ্ন (৬/১৮১)ঃ কাঁচা মালের (তরকারী) নেছাব পরিমাণ হ'লে ওশর দিতে হবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ
রাজপুর
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কাঁচা মাল তথা তরি-তরকারীতে যাকাত (ওশর) নেই। নবী (ছাঃ) বলেন, ليس فى الخضروات صدقة 'শাক-সবযিতে (তথা কাঁচা মালে) কোন যাকাত (ওশর) নেই' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ছহীহুল জামে' হা/৫৪১১ হাদীছ ছহীহ)*। তবে তরি-তরকারী বিক্রয় লব্ধ অর্থে এক বছর অতিক্রম করলে এবং নেছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন (৭/১৮২)ঃ আমার নিজের জমি নেই। অন্যের জমি চাষ করে নেছাব পরিমাণ ধান পেয়েছি। আমাকে এ ধানের ওশর দিতে হবে কি?

-আবদুর রহমান
গোমস্তাপুর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ নিজের বা অন্যের জমিতে উৎপাদিত শস্যের নেছাব পরিমাণ-এর মালিক হ'লে তার ওশর প্রদান করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ

যে অর্থ তোমরা উপার্জন করেছ এবং যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর' (বাক্বারাহ ২৬৭)। আল্লাহপাক আরো বলেন, 'শস্যের হক প্রদান কর শস্য কর্তনের দিন' (আন'আম ১৪১)। কাজেই আপনি আপনার বর্গার জমিতে উৎপাদিত শস্যের নিছাব পরিমাণের মালিক হ'লে উক্ত শস্যের ওশর প্রদান করবেন।

প্রশ্ন (৮/১৮৩)ঃ মাথা থেকে কাপড় পড়ে গেলে বা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ালে ওযূ নষ্ট হবে কি?

-সুফিয়া বেগম
গ্রামঃ মাক্তাপুর
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ওযূ নষ্ট হবে না। কারণ উক্ত দু'টি বিষয় হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ওযূ ভঙ্গকারী বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন (৯/১৮৪)ঃ একটি অবিবাহিত ছেলে গাভীর সাথে অপকর্ম করেছে। তার শাস্তি কি হবে?

-মুযাফ্ফর হোসাইন
ইমাম, শঠিবাড়ী জামে' মসজিদ
মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ পশুর সাথে অপকর্মকারী পুরুষকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। তবে হত্যা করা যাবে না (আবুদাউদ ২য় খণ্ড, ৬১৩ পৃঃ, 'পশুর সাথে অপকর্ম' অধ্যায়, তিরমিযী ১ম খণ্ড, ২৭০ পৃঃ 'পশুর সাথে অপকর্ম' অধ্যায়)। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য এক বর্ণনায় অপকর্মকারী ব্যক্তি ও পশু উভয়কে হত্যার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হাদীছটি যঈফ। হত্যা না করার হাদীছটি ছহীহ (তুহফা ৫ম খণ্ড, ১৬ পৃঃ, 'পশুর সাথে অপকর্ম' অধ্যায়; 'আউনুল মা'বুদ ৬ খণ্ড, ২০১ পৃঃ,।

প্রশ্ন (১০/১৮৫)ঃ জনৈক মুফতী আহলেহাদীছগণকে পথভ্রষ্ট, স্বেচ্ছাচারী, শী'আ সম্প্রদায়ের পদাঙ্ক অনুসারী, ধর্মদ্রোহী ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন। আমরা এই মন্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-মুফীযুদ্দীন
গ্রামঃ জাবেরা, পোঃ গাঙ্গের হাট
থানাঃ মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত মুফতী ছাহেবের অবগত হওয়া আবশ্যক যে, আহলেহাদীছগণ উক্ত হীন মন্তব্যের প্রকৃত হক্বদার না হ'লে তিনি নিজেই এই মন্তব্যের হক্বদার হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী আর তাকে হত্যা করা কুফরী (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪১১ পৃঃ)। রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে কাফের অথবা ফাসেক বলে গালি দেয়, আর সে ব্যক্তি যদি তা না হয়, তাহ'লে ঐ ব্যক্তিই কাফের ও ফাসেক হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪১১ পৃঃ)*।

প্রকাশ থাকে যে, আহলেহাদীছ নুতন কোন দল বা মাযহাবের নাম নয়। মহানবী (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পথ ও পন্থা অনুসরণকারীগণ 'আহলুল হাদীছ' বা আহলুস সুন্নাহ নামে ছাহাবীদের যুগ থেকেই পরিচিতি লাভ করে আসছেন। আহলেহাদীছগণের বৈশিষ্ট্য হ'ল বিনা শর্তে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে নেওয়া। হিন্দুস্থানে পরিচালিত আহলেহাদীছ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে উপমহাদেশের খ্যাতনামা হানাফী মনীষী আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, 'হিন্দুস্থানে আহলেহাদীছ আন্দোলন চারটি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে (১) খালেছ তাওহীদে বিশ্বাস (২) ইত্তেবায়ে সুন্নাত (৩) জিহাদী জাযবা এবং (৪) আল্লাহ্র নিকটে বিনীত হওয়া। আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আহলেহাদীছদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, আহলেহাদীছ বলতে রাসূলের হাদীছের অনুসারীদেরকে বুঝায়। যারা তাক্বলীদের বন্ধন স্বীকার করেন না। যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে একজন খাঁটি মুসলমানের জন্য যথার্থ পথ প্রদর্শক বলে মনে করেন। 'বড় পীর' নামে খ্যাত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) একমাত্র আহলেহাদীছদেরকেই 'আহলে সুন্নাত' বলেছেন (দেখুনঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ পৃঃ ৫৮)।

প্রশ্ন (১১/১৮৬)ঃ রামাযান মাসে লাগাতার ছিয়াম পালনের উদ্দেশ্যে ঋতুবতী মহিলারা কি ঔষধের মাধ্যমে ঋতু বন্ধ রেখে ছিয়াম পালন করতে পারে?

-রফীকুল ইসলাম
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ নারী জীবনচক্রে ঋতু আল্লাহ্র সৃষ্টিগত ব্যাপার, যা পরিবর্তন করা ঠিক নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইহা এমন কিছু যা আল্লাহপাক আদম (আঃ)-এর মেয়েদের জন্য নির্ধারন করেছেন *(বুখারী ১ম খণ্ড, ৪৩ পৃঃ)*।

তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে শারীরিক ক্ষতি না হ'লে সাময়িক ভাবে বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা যায়। শায়খ আবদুল আযীয বিন বায অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেন *(ফাতাওয়াল মার'আত ১২৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১২/১৮৭)ঃ ছাত্ররা শিক্ষা সফরে যায়। আমাদের মাদরাসায় কোন ছাত্র নেই। শুধু ছাত্রী। আমাদের ছাত্রীরা কি শিক্ষকদের সাথে শিক্ষা সফরে যেতে পারে?

-প্রধান শিক্ষক
পলিকাদোয়া মহিলা মাদরাসা
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কোন ছাত্রী মাহরাম ব্যতীত (অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ হারাম) কোন পর পুরুষের সাথে কোন সফরে যেতে পারে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অবশ্যই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যেতে পারে না এবং অবশ্যই কোন মহিলা মাহরাম ব্যতীত সফর করতে পারেনা' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২২১ পৃঃ, 'হজ্জ' অধ্যায়)। অতএব কোন ছাত্রী গায়ের মাহরাম শিক্ষকের সাথে সফর করতে পারে না।

প্রশ্ন (১৩/১৮৮)ঃ আমার অনুপস্থিতিতে আমার মা ছোট ভাইকে পাঁচ কাঠা জমি দেওয়ার অছিয়ত করেন এবং আমার ছোট ভাই-বোন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে সাক্ষী রাখেন। এখন আমার মায়ের অছিয়ত কি মানতে হবে?

-নূরুল হুদা
হাজীডাংগা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উত্তরাধিকারীদের জন্য কোন অছিয়ত নেই। আবু উমামা (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বক্তব্য দিতে শুনেছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক্ব প্রদান করেছেন। কাজেই উত্তারাধিকারীর জন্য কোন অছিয়ত নেই *(আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২৬৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ)*।

অতএব আপনার মায়ের অছিয়ত মানতে হবে না। কারণ এই অছিয়ত মানলে রাসূলের (ছাঃ) হুকুম অমান্য করা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নাফরমানীতে মানুষের কথা মানা যাবে না' *(মিশকাত ৩২১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৪/১৮৯)ঃ আল্লাহ, আল্লাহ; ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অতঃপর শেষে ইল্লাল্লাহ খুব জোরে। এরূপ যিকির কি জায়েয?

-আবদুর রহীম
হুসেনাবাদ, দৌলতপুর
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত যিকিরের শব্দগুলি ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' যিকির ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সবচেয়ে উত্তম যিকির হচ্ছে লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' *(তিরমিযী, মিশকাত ২০১ পৃঃ সনদ ছহীহ)*।

উচ্চৈঃস্বরে যিকির শরীয়ত পরিপন্থী আমল। আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং চীৎকারহীন স্বরে (আ'রাফ ২০৫)। রাসূল (ছাঃ)ও সশব্দে যিকির করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২০১ পৃঃ)*।

আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) একদল মুছল্লীকে মদীনার মসজিদে গোলাকার হয়ে তাসবীহ-তাহলীল করতে দেখে বলেন, 'হে মুহাম্মাদের উম্মতগণ! কত দ্রুত তোমাদের ধ্বংস এসে গেল'? (দারেমী, সনদ ছহীহ)। উক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এরূপ যিকির শরীয়ত সম্মত নয়।

প্রচলিত হালকায়ে যিকির নিঃসন্দেহ বিদ'আত। অর্থাৎ যিকরে জলী ও যিকরে খফী বা আরও এ ধরণের বিভিন্ন তরীকার যিকির ইসলামের নামে নব্য সৃষ্ট- যা পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (১৫/১৯০)ঃ দেশে প্রচলিত 'বৌভাত' অথবা মেয়ে বিদায় অনুষ্ঠান উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন যদি কিছু উপঢৌকন পেশ করে তবে তা গ্রহণ করা যাবে কি?

-আবদুর রাযযাক
গ্রাম+পোঃ কোলগ্রাম
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ প্রচলিত 'বৌভাত' অনুষ্ঠান হিন্দুদের অনুকরণে সৃষ্ট বিদ'আত। এতদ্ব্যতীত বিবাহের পর মেয়ের পিতার বাড়ীতে মেয়ের বিদায় উপলক্ষে অথবা উপঢৌকন গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন অনুষ্ঠান ইসলামে নেই। তবে ছেলের বাড়ীতে বিবাহের পর 'ওয়ালীমা'র অনুষ্ঠান করা সুন্নাত। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'একটি ছাগল হ'লেও ওয়ালীমা কর' *(বুখারী ২য় খণ্ড, ৭৭৬ পৃঃ)*। ওয়ালীমায় বরকে উপহার দেয়া যায়। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একদা যখন নবী করীম (ছাঃ) যয়নবের সাথে বিবাহের বর ছিলেন, তখন উম্মে সুলাইম আমাকে বললেন, চল আমরা রাসূল (ছাঃ)-কে উপঢৌকন পাঠাই। আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ, এর ব্যবস্থা করুন। তিনি খেজুর, মাখন ও পনিরের সংমিশ্রনে তৈরী 'হাইসা' ডেকচিতে ঢেলে মিশিয়ে আমার মারফত রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে পাঠালেন। আমি এসব নিয়ে তাঁর খেদমতে হাযির হ'লে তিনি

বলেন, এগুলো রেখে দাও এবং আমাকে কতিপয় লোকের নাম করে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। এছাড়াও যার সাথে আমার দেখা হবে তাকে দাওয়াত দিতে বললেন। আমাকে তিনি যেভাবে নির্দেশ দিলেন, আমি তদ্রুপ করলাম। যখন আমি ফিরে আসলাম তখন ঘর ভর্তি লোক দেখতে পেলাম ...। অতঃপর তিনি দশ জন করে ডাকলেন এবং তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্র নামে পাশ থেকে খাওয়া শুরু কর' (বুখারী ২য় খণ্ড, ৭৭৫ পৃঃ)। বর্তমানে এই অনুষ্ঠান ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে, যেখানে ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় ও গরীবদের বাদ দেওয়া হয়। যে ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে গরীবদের বাদ দিয়ে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়, সেরূপ অনুষ্ঠান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিকৃষ্ট অনুষ্ঠান বলেছেন *(মুস্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২১৮ 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*। এমনকি উপঢৌকন আদায়ের এমন প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনী করা হয়, যা দেখে পরহেযগার ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এইসব অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকেন। আত্মীয়-মুরব্বীদের দো'আর চেয়ে তাদের উপঢৌকনের দিকেই যেন সবার নযর থাকে। এই মানসিকতা সম্পর্ণরূপে ইসলামী বিরোধী। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (১৬/১৯১)ঃ জি,পি,এফ, এর উপর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সূদ গ্রহণ করা জায়েয কি? উল্লেখ্য যে, জি,পি,এফ -এর টাকা সরকার বাধ্যতামূলক কর্তন করে, তবে সূদ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়।

-আবদুল খালেক
আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রকাশ থাকে যে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বর্ধিত টাকাকে সরকারী হিসাব-নিকাশে সূদ নামে অভিহিত করা হলেও সর্বক্ষেত্রে তা সূদের আওতাভুক্ত দেখা যায় না। ফলে জি,পি,এফ, এর উপর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বর্ধিত টাকা যদি প্রকৃতই সূদ ভিত্তিক হয়, তবে তা কোনক্রমেই গ্রহণ করা জায়েয নয়। আর যদি তা সূদ ভিত্তিক না হয়ে ব্যবসা স্বরূপ অর্থাৎ লাভ লোকসানের ভিত্তিতে হয়, কিংবা অনুদান স্বরূপ হয়, তবে তা গ্রহণ করা জায়েয। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন' (বুখারী ২৭৫)। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট যখন কোন খাবার নিয়ে আসা হ'ত তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন এটি হাদিয়া না ছাদকা? ছাদকা বলা হ'লে তিনি নিজে না খেয়ে ছাহাবাদের খেয়ে নিতে বলতেন, আর হাদিয়া বলা হ'লে তিনি ছাহাবাদের সাথে খাওয়ায় শরীক হ'তেন (বুখারী, 'হাদিয়া গ্রহণ' অধ্যায় হা/২৫৭৬)। উল্লেখ্য যে, অনুদান হাদিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (১৭/১৯২)ঃ মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের জন্য তার সন্তান-সন্ততিরা দান-খয়রাত এবং কুরআন পাঠ করতে পারবে কি? যদি পারে, তবে এর পূণ্য তাদের রূহ পর্যন্ত পৌঁছানোর পদ্ধতি কি?

-রামাযান আলী
শিরইল কলোনী
রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের জন্য দো'আ এবং দান-খয়রাত করা বৈধ হওয়া ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এবং এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে নেকী পৌঁছানোর বিধান শরীয়তে নেই। এ থেকে বিরত থাকা উচিত। বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক **আত-তাহরীক**, নভেম্বর '৯৭ সংখ্যা প্রশ্নোত্তর নং ৫(১৮) ও এপ্রিল '৯৮ প্রশ্নোত্তর নং ১৩(৭৮)।

উল্লেখ্য যে, নিয়ত সহকারে দান-খয়রাত ও দো'আ করলেই সেই পূণ্য মৃত পিতা-মাতার নামে আল্লাহ তা'আলা কবুল করে তার গোনাহ মোচন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকেন। এর জন্য অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করার বিধান শারীয়তে নেই।

প্রশ্ন (১৮/১৯৩)ঃ পাগড়ীসহ টুপি অথবা শুধু টুপি পরা কি সুন্নাত? ছালাতে টুপি পরিধান না করলে কি গোনাহ হবে?

-যহুরুল বিন উছমান
৮নং সড়ক, উপশহর, বাসা নং জি-১৬
দিনাজপুর।

উত্তরঃ স্বাভাবিক অবস্থায় বা ছালাতে শুধু টুপি কিংবা পাগড়ীসহ টুপি পরিধান কোনটিই 'সুনানুল হুদা' নয় (যে সুন্নাত পালনে ছওয়াব হয় কিন্তু না করলে সুন্নাতের খেলাপ হয়)। বরং এটি 'সুন্নাতে যায়েদা'র অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ যদি কোন অবস্থায় টুপি কিংবা পাগড়ীসহ টুপি না পরে, তবে তা সুন্নাতের খেলাপ নয়। এ জন্য তার সমালোচনা করা বা তার সম্বন্ধে কটুক্তি করা সঙ্গত নয়।

উল্লেখ্য যে, পাগড়ী পরা কিংবা টুপিসহ পাগড়ী পরার ফযীলত সম্পর্কে যে সব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেগুলি সবই 'যঈফ'। তবে টুপি ও পাগড়ী মুসলিম সমাজে একটি উত্তম ধর্মীয় লেবাস হিসাবে পরিগণিত। সে

দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিশেষভাবে ছালাতে পরিধান করা উত্তম। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা প্রতি ছালাতের সময় সৌন্দর্য অবলম্বন কর' (আ'রাফ ৩১)। অর্থাৎ উত্তম লেবাস পরিধান কর।

প্রশ্ন (১৯/১৯৪)ঃ আমি ১০-১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ছালাত আদায় করিনি। তার পর হ'তে নিয়মিত ছালাত আদায় করে আসছি। প্রশ্ন হ'ল এখন ঐ ক্বাযা ছালাত পড়া যাবে কি?

-রাশেদ
নন্দলালপুর
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত ছুটে যাওয়া ছালাতসমূহ আপনাকে আর ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কারণ এরূপ ছুটে যাওয়া ছালাত ক্বাযা করার শারীয়তে কোন বিধান নেই। বরং আপনি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে থাকবেন এবং আগের ছুটে যাওয়া ছালাতের জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে আল্লাহ্র নিকট খালেছ নিয়তে ক্ষমা চাইবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার ছুটে যাওয়া ছালাতের গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ বলেন, 'বলুন! হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন' (যুমার ৫৩)। এ বিষয়ে 'উমরী ক্বাযা' বলে যে কথা চালু আছে, এটি সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত এবং জানাযার সময় ঐসব ছুটে যাওয়া 'ছালাতের কাফফারা' হিসাবে মাইয়েতের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে যে টাকা আদায় করা হয়, এটা দ্বীনের নামে দিন-দুপুরে ডাকাতি ছাড়া কিছুই নয়।

প্রশ্ন (২০/১৯৫)ঃ নবী করীম (ছাঃ) ছালাত আদায় করার সময় কোথায় হাত বাঁধতেন? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মামূনুর রশীদ
ঘোলহাড়িয়া
হাটগোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম (ছাঃ) ছালাতের সময় বুকে হাত বাঁধতেন *(ফৎহুল বারী ২য় খণ্ড, 'আযান' অধ্যায়-এ ৮৭ নং অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা)*। সাহল ইবনে সা'দ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, ছালাতে লোকদেরকে ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখতে বলা হ'ত *(বুখারী, 'আযান' অধ্যায় পরিচ্ছেদ নং ৮৭ হাদীছ নং ৭৪০)*। স্বাভাবিক ভাবেই তা বুকের উপরে এসে যায়। নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে ছালাতে বুকের উপরে হাত বাঁধা হ'ত। ছহীহ ইবনু খোযায়মা-তে 'আলা ছাদরিহী' অর্থাৎ 'বুকের উপরে' শব্দ স্পষ্টভাবে এসেছে (হা/৪৭৯)। নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কিত হাদীছ 'যঈফ'। বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)।

প্রশ্ন (২১/১৯৬)ঃ বর্তমানে অনেক স্থানে আকীকা উপলক্ষে ভোজের অনুষ্ঠান করা হয় এবং সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে উপঢৌকন নেওয়া হয়। এটা কি শরীয়ত সম্মত?

-আবু মূসা
বড়তার, ক্ষেতলাল
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আক্বীক্বার গোস্ত দ্বারা ভোজের অনুষ্ঠান করে সে উপলক্ষে উপঢৌকন নেওয়া শরীয়ত সম্মত নয়। এর প্রমাণে কোন দলীল নেই। তবে আক্বীক্বার বিধান মনে না করে ও বিনিময়ে কোন কিছু গ্রহণ না করে সৌজন্য মূলক ভাবে দ্বীনদার ব্যক্তি ও পাড়া প্রতিবেশীদেরকে সেই গোস্ত প্রদান করা অথবা সেই গোস্ত রান্না করে তাদেরকে খাওয়ানো যেতে পারে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'হে মুসলিম রমণীগণ! তোমরা প্রতিবেশীকে ছাগলের একটি ক্ষুর (সামান্য গোস্ত) হাদিয়া দিতে বা গ্রহণ করাকে ছোট মনে কর না' (বুখারী, 'হেবা' অধ্যায় হা/২৫৬৬)।

মু'আবিয়া ইবনে কুররা বলেন, আমার সন্তান আইয়াশ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কিছু সংখ্যক ছাহাবী আমন্ত্রণ করে খাবার প্রদান করি। তাঁরা আমার সন্তানকে দো'আ করেন। আমি বললাম, যারা দো'আ দিয়েছেন তাদের আল্লাহ যেন বরকতময় করেন। এবার আমি দো'আ করছি আপনারা 'আমীন' 'আমীন' বলুন। রাবী বলেন, তিনি বলেন, অতঃপর আমি সেই নবজাতকের জান ও দ্বীন ইত্যাদির ব্যাপারে অনেক দো'আ করলাম' (ইমাম বুখারী, ছহীহুল মুফরাদ 'নব জাতকের জন্য দো'আ' অধ্যায়, ৪৮৫ পৃঃ)।

প্রশ্ন (২২/১৯৭)ঃ আপন নয়, দূর সম্পর্কীয় ভাতিজীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায় কি?

-আমীনুল ইসলাম
হাসপাতাল রোড
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ হ্যাঁ, সহোদর ও দুধ ভাতিজী ব্যতীত যে কোন প্রকার ভাতিজীকে বিবাহ করা বৈধ। ইসলামে যে ১৪

হয়েছে এ সকল ভাতিজী তার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, '(১) যে নারীকে তোমাদের পিতা বা পিতামহ বিবাহ করেছেন তোমরা তাদের বিবাহ কর না, কিন্তু যা গত হয়ে গেছে। এটা অশ্লীল ও অসন্তুষ্টির কাজ এবং নিকৃষ্ট পন্থা (নিসা ২২)। তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে (২) তোমাদের মাতা, (৩) তোমাদের কন্যা, (৪) তোমাদের বোন, (৫) তোমাদে ফুফু, (৬) তোমাদের খালা, (৭) ভাতৃকন্যা, (৮) ভগিনীকন্যা, (৯) তোমাদের সে মাতা যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন, (১০) তোমাদের দুধ বোন, (১১) তোমাদের স্ত্রীদের মাতা তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ, সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। (১২) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং (১৩) দুইবোনকে একত্রে বিবাহ করা কিন্তু যা অতীতে হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু (ঐ, ২৩) এবং নারীদের মধ্যে (১৪) সকল সধবা স্ত্রী লোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তবে তোমাদের ক্রীতদাসীগণ তোমাদের জন্য বৈধ। এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্র হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য সকল নারীকে (বিবাহ করা) হালাল করা হয়েছে। তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য, ব্যাভিচারের জন্যে নয় (নিসা ২৪)।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত আয়াতে ফুফু, ভাই ও বোন থেকে সহোদর বুঝানো হয়েছে, দূর সম্পর্কীয় নয়। এছাড়া হাদীছও প্রমাণ করে যে, সহোদর ভাতিজী ব্যতীত অন্য ভাতিজীকে বিবাহ করা জায়েয। যেমন- স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতেমা ও তার স্বামী আলী (রাঃ)-এর মধ্যে দূর সম্পর্কীয় চাচা-ভাতিজীর সম্পর্ক ছিল।

প্রশ্ন (২৩/১৯৮)ঃ জিহাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি। ইহার পদ্ধতি ও প্রকারভেদ জানতে চাই। জিহাদ কি মুসলমানদের উপরে ফরয?

-যিয়াউল হক
কাপ্তাই, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ জিহাদ (جهاد) আরবী শব্দ।'কুরআন ও হাদীছে এই শব্দটি আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় অর্থেই ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হ'ল– ক্ষমতা, প্রচেষ্টা, শক্তি, কষ্ট, আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত রাখতে যুদ্ধ করা ইত্যাদি। আর পরিভাষিক অর্থঃ চুক্তিবদ্ধ নয় এমন কাফেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পরে তা অস্বীকার করলে আল্লাহ্র দ্বীন সমুন্নত রাখতে তার সাথে যুদ্ধ করা।

প্রকাশ থাকে যে, শুধু তরবারী দ্বারা কাফেরের শির খণ্ডিত করার নামই জিহাদ নয়। বরং পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে জিহাদ করার বিধান শরীয়তে রয়েছে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের সাথে জিহাদ কর তোমাদের মাল, জান ও যবান দ্বারা' (আবুদাঊদ, নাসাঈ)। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ্র পথে একদিন পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও সকল কিছু থেকে উত্তম' (বুখারী, মুসলিম)। ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, ছিয়াম ও ক্বিয়াম থেকেও উত্তম। আর মৃত্যুর পরেও তার এই কৃত আমলের ছওয়াব জারি থাকবে ও সকল ফিৎনা থেকে সে মুক্ত থাকবে (মিশকাত 'জিহাদ' অধ্যায়)।

উপরোক্ত হাদীছ দ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, শুধু তরবারী নয় বরং জান, মাল ও যবান দ্বারাও জিহাদের বিধান রয়েছে। এমনকি আল্লাহ্র পথে পাহারাদারী করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া আরো অন্য প্রকারে জিহাদের কথাও শরীয়তে রয়েছে। তাই আল্লামা রাগেব বলেন, হাত, মুখ এবং সম্ভাব্য যে কোন কিছু দ্বারা সর্বশক্তি নিয়োগে ইসলামের শত্রুকে প্রতিহত করাই হ'ল জিহাদ। ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, হৃদয়ের দৃঢ় সংকল্প, ইসলামের দিকে দাওয়াত প্রদান, বাতিলের বিরুদ্ধে হক-এর দলীল কায়েম, সন্দেহ দূরীকরণ, হক-এর পক্ষে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান, যুদ্ধে অংশগ্রহণ, এমনকি যা কিছু দ্বারা ইসলামকে সমুন্নত রাখা যায়, তা দ্বারা জিহাদ করা ওয়াজিব'। ইবনু বাহুতী বলেন, (প্রয়োজনে) কাফিরদের দোষ-ত্রুটি বলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ বর্ণনা করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি হাস্সান বিন ছাবেত (রাঃ) করতেন' (মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ 'জিহাদ' অধ্যায়)।

যেখানে তরবারী বা অস্ত্র ব্যবহার ছাড়া গত্যন্তর নেই কিংবা অস্ত্র ব্যবহারে সফলতা পাওয়ার আশা রয়েছে, সেখানেই কেবল অস্ত্র ধারণের মাধ্যমে ইসলামকে সমুন্নত রাখা ওয়াজিব। অস্ত্র ধারণের পরিস্থিতি যদি পুরোপুরি প্রতিকূলে থাকে। আর অন্য দিকে অন্য কৌশল ও পথ অবলম্বনে দ্বীনকে সমুন্নত রাখার অবকাশ পাওয়া যায়, তবে অস্ত্র ধারণ ব্যতীত অন্য কৌশল অবলম্বন করাই সঙ্গত। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাক্কী জীবনে করেছিলেন। মদীনার ইহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়াও সেই একই কৌশলের অংশ। এমতাবস্থায় অস্ত্র ধারণ আত্মহত্যার শামিল হ'তে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্বহস্তে নিজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে

দিয়োনা' (বাক্বারাহ ১৯৫)। এক্ষণে জিহাদের প্রয়োজন ও অবকাশ থাকা সত্ত্বেও জিহাদ না করা যেমন আত্মহত্যার শামিল, তেমনি পরিস্থিতি না বুঝে অস্ত্র ধারণ করাও আত্মহত্যার শামিল। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে লেখনী ও সাংবাদিকতায় প্রতিষ্ঠা লাভ ও প্রচার মাধ্যমকে প্রভাবিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ জিহাদের স্থান লাভ করে আছে। জিহাদ 'ফরযে কিফায়াহ'। প্রকারভেদে ও প্রয়োজনে প্রত্যেকের উপরেই জিহাদ ফরয হয়। জিহাদ ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন (২৪/১৯৯)ঃ খোদা, নামায, রোযা এই শব্দগুলি ব্যবহার করা যাবে কি-না? এবং এই শব্দগুলির উৎপত্তি কোথায় দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ কাফী
গ্রামঃ ছোট বনগ্রাম
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত শব্দগুলি ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে 'খোদা' শব্দটি বলা মোটেই শোভনীয় নয়। বরং উক্ত শব্দটি অবশ্যই বর্জনীয়। কারণ ঐ শব্দটি আল্লাহ্র অন্যতম নাম হিসাবে সমাজে পরিচিত। অথচ তা কুরআন-হাদীছে বর্ণিত 'আসমাউল হুসনা'। তথা আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

উক্ত শব্দগুলির উৎপত্তি ফারসী শব্দ হ'তে একথা সর্বজন স্বীকৃত। খোদা অর্থঃ স্বয়ং উদভূত বা স্বয়ম্ভূ, আর রোযার অর্থঃ উপবাস থাকা, নামায অর্থঃ নত হওয়া।

প্রশ্ন (২৫/১০০)ঃ মীলাদ শব্দের সংজ্ঞা কি? ইহার প্রবর্তক কে? কখন কিভাবে চালু হয়েছে? ইহা বিদ'আত কি-না? বিদ'আত হ'লেও কোন জাতীয় বিদ'আত? মীলাদে কিয়াম করা যাবে কি-না? ইহাতে দরূদ পড়া যাবে কি-না?

-ফযলুল হক মণ্ডল
সাং- বড় নিলাহালী
পোঃ তালুচহাট
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ জন্মের সময়কালকে আরবীতে 'মীলাদ' বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত, কিছু ওয়ায-নছীহত ও উক্ত অনুষ্ঠানে নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালাম আলায়কা' বলা ও সবশেষে জিলাপী বিলানো এই সব মিলিয়ে এদেশে ধর্মীয় প্রথারূপে যে 'মীলাদুন্নবী' পালিত হয়, সেটাকেই সাধারণ ভাবে 'মীলাদ' বলা হয়।

মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম ৬০৪ হিঃ মতান্তরে ৬২৫ হিজরী সনে সুন্নীদের মধ্যে মীলাদের প্রচলন ঘটে। এই অনুষ্ঠানের সমর্থনে আলেমদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন, তিনি হ'লেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়াহ। যিনি 'আত-তানভীর ফী মাওলিদিস সিরাজিল মুনীর' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন ও সেখানে বহু জাল ও বানোয়াট হাদীছ জমা করে গভর্ণর কুকুবুরীর নিকটে পেশ করলে তিনি খুশী হয়ে তাকে এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা বখশিস দেন (তারীখে ইবনে খল্লেকান)।

রাসূল (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক মীলাদের মজলিসে হাযির হয়েছে মনে করে তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ানো সর্বসম্মত ভাবে কুফরী। আর মীলাদ হ'ল একটি বিদ'আতী অনুষ্ঠান। ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষে দরূদ পাঠ, ওয়ায-নছীহত, জিলাপী খাওয়া ও অন্যান্য খরচাদি সবই নাজায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫৯৩ অথবা ৬১৪ বছর পরে ধর্মের নামে রাজনৈতিক স্বার্থে জনৈক গভর্ণর কর্তৃক সর্বপ্রথম ইরাকে এটা চালু হয়। বিদ'আতের কোন ভাগাভাগি নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সকল বিদ'আতই গোমরাহী। আর সকল গোমরাহীর পরিণতি জাহান্নাম' (আবুদাঊদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৬৫; নাসাঈ হা/১৫৭৯)। তিনি বলেন, যদি কেউ আমাদের শরীয়তে নতুন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত' (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০, পৃঃ ২৭)।

বিদ'আতকে যারা হাসানাহ ও সাইয়েআহ তথা ভাল ও মন্দ দু'ভাগে ভাগ করেন এবং মক্তব-মাদরাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাকে বিদ'আতে হাসানাহ বলেন ও সেই সুযোগে মীলাদকে বিদ'আতে হাসানাহ বলে চালিয়ে দিতে চান, তাঁরা হয় বিদ'আতের সংজ্ঞা জানেন না, নয় তারা দুনিয়াবী স্বার্থে তা গোপন করেন মাত্র। কেননা 'দ্বীনের নামে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ইসলামের মধ্যে নতুন প্রথা সৃষ্টি করাকে বিদ'আত বলা হয়, যা শরীয়তের কোন ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল নয়' (শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম)। দ্বীন মনে করে ছওয়াবের উদ্দেশ্যেই মীলাদ পড়া হয়, যা রাসূল (ছাঃ) করেননি, করতে বলেননি বা করার জন্য মৌন সম্মতিও দেননি। সে কারণেই এটা বিদ'আত। পক্ষান্তরে রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদেই দ্বীন শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। তারই অনুকরণে দ্বীনী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত মক্তব-মাদরাসা কখনই বিদ'আত নয় বরং ছওয়াবের কাজ। অনুরূপভাবে সাইকেল, ঘড়ি, বিমান, মটরগাড়ী এসব বিদ'আত নয়। কেননা এগুলি বৈষয়িক প্রয়োজনে সৃষ্ট, দ্বীনের নামে বা ছওয়াবের উদ্দেশ্যে নয়।

দ্রষ্টব্যঃ মাসিক **আত-তাহরীক** জুন '৯৮, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ৭/৯৭; **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,** কাজলা, রাজশাহী প্রকাশিত পুস্তিকা **'মীলাদ প্রসঙ্গ'**।